বাংলা ক্রিয়াপদ: গঠন, বৈচিত্র্য ও বর্তমান প্রযুক্তি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক:

শংকর রাম বর্মন

তত্ত্বাবধায়ক:

অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য্য

স্কুল অফ্ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্

(ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা–৭০০০৩২

২০২৩

INDEX NO.

1. **Title of the thesis:**

   বাংলা ক্রিয়াপদ: গঠন, বৈচিত্র্য ও বর্তমান প্রযুক্তি

2. **Name, Designation & Institution of the Supervisor/s:**

PROFESSOR MAHIDAS BHATTACHARYA
Professor of Linguistics, Former Director,
School of Languages and Linguistics,
Jadavpur University,
3rd Floor, UG Science Building
188 Raja Subodh Mallik Road
Kolkata - 700032.
mahidas.bhattacharya@jadavpuruniversity.in

3. **List of Publication:**

পিএইচ.ডি. গবেষণা চলাকালীন প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ—

i. 'Jadavpur Journal of Language and Linguistics' (ISSN: 2581-494X), UGC CARE listed journal, Volume 5, Issue 2, March 2023, **'বাংলা বাগধারায় ক্রিয়ার ভূমিকা'** পৃ. ৯২–১০৫।

ii. 'ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন' (ISBN: 78-93-92410-02-4), Proceedings of 'Shobdo' First International Conference on Language (2021), August 2022, **''খাওয়া' ক্রিয়ার বৈচিত্র্য এবং 'খাই-খাই''**, পৃ. ৮৩-৯৭।

iii. 'Academia: A Multidisciplinary Book' (ISBN: 978-93-86529-46-6), Volume 1, January 2021, **'বাংলা যুক্ত ক্রিয়ায় শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গমূলক শব্দ'** পৃ. ৪৯-৬২।

4. **List of Patents:** N/A

5. List of Presentations in National/International/Conferences/Workshops:

পিএইচ.ডি. গবেষণা চলাকালীন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে গবেষণামূলক মৌখিক উপস্থাপনা—

i. ভাষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'শব্দ'-র দ্বিতীয় অধিবেশন (২৫–২৬ মার্চ, ২০২৩)-এ, **'জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ক্রিয়ার ব্যবহার ও বৈচিত্র্য'** শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করি। আয়োজক—দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয় (দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ), ভারতীয় ভাষা সংস্থান (মহীশূর) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা)।

ii. বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে (UGC, DRS-SAP, Phase 2 অর্থানুকূল্যে) আয়োজিত (২৭–২৮ ডিসেম্বর, ২০২১) গবেষকদের জাতীয় আলোচনাসভায় **'বাংলা বাগধারায় ক্রিয়ার ভূমিকা'** শীর্ষক গবেষণাপত্র পাঠ করি।

iii. ভাষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'শব্দ'-র প্রথম অধিবেশন (২৫–২৬ নভেম্বর, ২০২১)-এ, **"খাওয়া' ক্রিয়ার বৈচিত্র্য এবং 'খাই-খাই"** শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করি। আয়োজক—দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয় (দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ), ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ (কলকাতা), ভারতীয় ভাষা সংস্থান (মহীশূর) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা)।

iv. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ-এ অনুষ্ঠিত 'পঞ্চম আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন ২০১৭' (২৫–২৮ জানুয়ারি, ২০১৮)-এ, **'প্রযুক্তির নিরিখে বাংলা যৌগিক ও সংযোগমূলক ক্রিয়ার গঠন বিশ্লেষণ'** শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করি।

Statement of Originality

I, Sankar Ram Barman, registered on 16.12.2016, do hereby declare that this thesis entitled **"বাংলা ক্রিয়াপদ: গঠন, বৈচিত্র্য ও বর্তমান প্রযুক্তি" (bāṅlā kṛyāpad: gaṭhan, baicitrya o bartamān prayukti)** contains literature survey and original research work done by the undersigned candidate as part of Doctoral studies.

All information in this thesis have been obtained and presented in accordance with existing academic rules and ethical conduct. I declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referred all materials and results that are not original to this work.

I also declare that I have checked this thesis as per the "Policy on Anti Plagiarism, Jadavpur University, 2019", and the level of similarity as checked by iThenticate software is 0%.

Signature of Candidate: Sankar Ram Barman

Date: 12/12/2023

Registrarion Number: D-7/ISLM/101/16 dated 16/12/2016

School of Languages and Linguistics, Jadavpur University

Certified by Supervisor(s): 12/12/2023

(Signature with date, seal)

MAHIDAS BHATTACHARYA
Professor of Linguistics
School of Language and Linguistics
JADAVPUR UNIVERSITY

CERTIFICATE FROM THE SUPERVISOR

This is to certify that the thesis entitled **"বাংলা ক্রিয়াপদ: গঠন, বৈচিত্র্য ও বর্তমান প্রযুক্তি"** submitted by Shri Sankar Ram Barman, who got his name registered on 16.12.2016 for the award of Ph.D. degree of Jadavpur University is absolutely based upon his own work under the supervision of Prof. Mahidas Bhattacharya, Retd. Professor, School of Languages and Linguistics, Jadavpur University, Kolkata and that neither his thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree/diploma or any other academic award anywhere before.

12/12/2023

Signature of the Supervisor

and date with official seal

MAHIDAS BHATTACHARYA
Professor of Linguistics
School of Language and Linguistics
JADAVPUR UNIVERSITY

মা-বাবার চরণে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভ বাস্তবায়নের পথে একাধিক সহৃদয় ব্যক্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সহায়তা ও সুপরামর্শ মহামূল্যবান হয়ে রইল। এজন্য সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য্য (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়কে। গবেষণার প্রতিটি অক্ষরে রয়েছে স্যারের সজাগ দৃষ্টি। কাজটি কোন পদ্ধতিতে করা দরকার, কোন কোন দিকগুলি তুলে আনতে হবে, অধ্যায়গুলি কোন যুক্তিতে উপস্থাপন করলে পরম্পরা বজায় থাকবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। গবেষণা ও গবেষণা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে স্যারের সঙ্গে আলোচনা করার উন্মুক্ত পরিসর পেয়েছি। সেই পরিসর ছিল বলেই ভাবনার ডালপালাগুলি শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ করতে পেরেছে। সেই আলোচনা থেকে বহু বিষয় উঠে এসেছে যার সবটা হয়তো এই গবেষণা প্রকল্পে সংযোজন করা গেল না। কত ভ্রান্তি ধারণা ও ভুল জানাকে তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন তা লিপিবদ্ধ করে রাখলে হয়তো আরেকটি সহোদর থিসিস হয়ে যেত। তিনি অজস্র ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন বলেই এই কাজ সম্পন্ন হল। স্যারের অবসর গ্রহণের পর থেকে গবেষণার প্রয়োজনে তাঁর বাড়ি যেতে হতো। সাধারণত সন্ধ্যার পর। প্রায়ই বাড়ি ফিরেছি রাত্রি এগারোটার সময়। কিন্তু অনেক দিন হয়েছে আমি গিয়ে পৌঁছেছি রাত্রি ৯:৩০ নাগাদ। কিন্তু কখনও তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেননি কিংবা বিরক্ত হননি। এই গবেষণা কাজে একাধিকবার বাধা পেতে হয়েছে স্যারকে এবং আমাকে—শারীরিক অসুস্থতার কারণে। তবে স্যার অসুস্থতার মাঝেও পরম যত্নে এর অক্ষরগুলিতে কলম চালিয়ে গিয়েছেন। এমনকি হাসপাতালের বেডে শুয়েও। আবার আমার অসুস্থতার দিনগুলিতে তিনি উদ্বেগে থাকতেন ও বিরামহীনভাবে প্রতিনিয়ত খোঁজখবর রাখতেন। স্যারের রোগমুক্ত দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অ্যাকাডেমিকসের অন্যান্য বিষয় ও জ্ঞান গবেষণার কাজকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে তা বুঝতে পারি গবেষণা সন্দর্ভটি লিখতে গিয়ে। এর জন্য বিভাগের আরেক শিক্ষক—অধ্যাপক সমীর কর্মকার (অধিকর্তা, ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি সেমিনার পরিচালনা, পত্রিকা-পুস্তক সম্পাদনা, লেখালেখি প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। নিজের লেখা প্রবন্ধ (Individuating and Ordering Situations in Bangla. *Poznań Studies in Contemporary Linguistics*)-এর কপি ছাড়াও পরিভাষা সংক্রান্ত 'Humanities Glossary-V: Linguistics, SCCTR, Ministry of India, Government of India' এবং সুভাষ ভট্টাচার্যের 'ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা' বই দুটি ব্যবহার করতে দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। আমার গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার দিনগুলিতে প্রতিনিয়ত খোঁজখবর রাখা ও নানাভাবে সহায়তা করে গিয়েছেন। সাহস জুগিয়েছেন ইতিবাচক বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে। এই গবেষণা সন্দর্ভটি যাতে সুষ্ঠুভাবে জমা হয় তার জন্য সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করেছেন।

এম.ফিলের সমস্ত প্রাপ্তি ও অর্জন বর্তমান গবেষণার কাজকে অনেকাংশে ঋদ্ধ করেছে। তাই বর্তমান গবেষণা ছাড়াও এম.ফিলের সময় যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন তাদের পুনরায় স্মরণ করা উচিত বলে মনে হয়েছে। প্রথমেই স্মরণ করতে হয় অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্যকে। আমি 'বাংলা যৌগিক ক্রিয়া' বিষয়ে এম.ফিল করছিলাম জেনে ম্যাম নিজে হাতে তাঁর লেখা বই (Bengali-Oriya Verb Morphology: A Contrastive Study)-টি আমাকে উপহার দেন। বইটি আমার শুধু এম.ফিল নয় পিএইচ.ডিতেও ভীষণ উপকারে এসেছে। গবেষক জীবনের সেই শুরুতেই এমন একটি উপহার আমার আজীবন উৎসাহের উৎস হয়ে রইল। এছাড়া পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিষয়ে সুপরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি ম্যামের কাছে। ম্যামকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

একটি গবেষণাপত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম যেটি অপ্রকাশিত, কিন্তু আমার প্রয়োজন। গবেষণাপত্রটি হল বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক পবিত্র সরকারের 'Aspects of Compound Verbs in Bengali. Unpublished M.A. dissertation, Chicago University' গবেষণাপত্রটি। সাহস করে ফোন করে জানাতেই পবিত্রবাবু তাঁর এই এম.এ–র অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রের একটি কপি দিয়ে

আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। পরবর্তী সময়ে স্যারের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সুপরামর্শ ও সহায়তা পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি।

গবেষণায় ডাটার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেন একটু বেশি। এই গবেষণার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু কর্পাসের। বিষয়টি অধ্যাপক নীলাদ্রিশেখর দাসকে জানাতেই তিনি নিজের অফিসে (ISI, kolkata) ডেকে সস্নেহে 'TDIL'-র ডাটাগুলি আমার পেনড্রাইভে কপি করে দেন। এই জন্য আমি নীলাদ্রি স্যারের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরবর্তীকালে আরও ডাটা সংগ্রহ করলেও এই 'TDIL'-র ডাটাগুলি আমাকে শুধু সাহায্যই করেনি; উৎসাহও সরবরাহ করেছে।

যেকোনও বিষয় আনন্দদায়ক না হলে সেই বিষয়ে বেশি দিন যাপন বা চর্চা করা কঠিন হয়ে যায়। বিশেষত ভাষাবিজ্ঞানের মতো আপাত কঠিন বিষয়টির ক্ষেত্রে এই কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর এর জন্য আমার ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষক, অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-র কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 'ভাষাবিজ্ঞান' পঠনপাঠনের শুরুর দিকেই বিষয়টি আমাদের কাছে সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করে তুলেছিলেন বলেই এই বিষয়ে চর্চা করতে কখনও ক্লান্তিকর মনে হয়নি।

অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু জিনিস আমরা পেয়ে যাই যা আমাদের সারাজীবনের জন্য মূল্যবান হয়ে যায়। তেমনই এক প্রাপ্তি হল 'Treebank for Indian Languages' (Department of Electronics & Information Technology, Government of India) প্রোজেক্টে সুযোগ পাওয়া। এর কল্যাণে প্রযুক্তির জন্য ভাষাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়—তা দেখে চমৎকৃত হই। বর্তমান গবেষণায় যে প্রযুক্তিগত ভাবনা যুক্ত হয়েছে তার অন্যতম উৎস এই প্রোজেক্ট। তাই এই প্রোজেক্টের কর্ণধার অধ্যাপিকা দীপ্তি মিশ্র শর্মা (Professor Emeritus, IIIT Hyderabad)-কে কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রোজেক্টে সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই বিষয়ক কয়েকটি আলোচনাসভায় ম্যামের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। এছাড়া এই প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা সোমা পালের কাছ থেকেও বিভন্ন সহায়তা ও সুপরামর্শ পেয়েছি। সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অন্য দুজন শিক্ষক, অধ্যাপক ইন্দ্রনীল দত্ত ও অধ্যাপক অতনু সাহাকে ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য করার জন্য। এই বিভাগের অশিক্ষক কর্মী মমতাদি ও নাসিরদাকেও ধন্যবাদ জানাই। অফিসিয়াল যেকোনও কাজ হাসিমুখে করে দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই 'ISLM' (Interdisciplinary Studies, Law and Management)-র সেক্রেটারি, অধ্যাপক অভ্র চন্দকে। গবেষণা সম্বন্ধীয় যেকোনও অফিসিয়াল বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। এই অফিসের অশিক্ষক কর্মী গৌতমদাকে ধন্যবাদ জানাই প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল কাজগুলিকে সযত্নে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, পত্র-পত্রিকা পেয়েছি ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের গ্রন্থাগার থেকে। এছাড়া করোনার দিনগুলিতে যখন লকডাউন, যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সব বন্ধ তখন প্রয়োজনীয় বইপত্রের পিডিফ ডাউনলোড করেছি ইন্টারনেট আর্কাইভ, বইয়ের হাট ডট কম, ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরি, বুকফাই প্রভৃতি ওয়েবসাইট থেকে। গ্রন্থাগার ও ওয়েবসাইটগুলির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় আমার কলেজের শিক্ষক—অধ্যাপক শিবশংকর পালকে। যাদবপুরে পঠনপাঠনের সুযোগ পাওয়ার পিছনে তাঁর অবদান অনেকখানি। যিনি আজও সুপরামর্শ দিয়ে চলেছেন। অসুস্থতার দিনগুলিতে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। সর্বোপরি আমার ওপর ভরসা করে 'অনুপ্রাস' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য করে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই আশা ভট্টাচার্য্য (মহীদাস স্যারের সহধর্মিণী)-কে। সব সময় ইতিবাচক কথা বলে আমাকে উজ্জীবিত করেছেন। বিপদে পড়লে কিংবা অসুস্থতার দিনগুলোতে বিভিন্নভাবে আমার সহায় হয়েছেন। গবেষণার কাজে স্যারের বাড়িতে রাত-বিরেতে উপদ্রব করেছি বলা যায়। ম্যাম কখনও বিরক্ত হননি। বরং প্রতিদিনই সস্নেহে কিছু না কিছু খাবার প্লেটে সাজিয়ে আনতেন।

গবেষণা কাজের জন্য কিছু সাহায্য ও উৎসাহ ভীষণ দরকার। এই গবেষণা চলাকালীন যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন তারা হলেন হেমা ম্যাম (শ্রীমতি হেমা অনীল), অভিজিৎদা (অভিজিৎ আচার্য), দেবদীপদা (দেবদীপ ধীবর), অভিজিৎদা (অভিজিৎ মল্লিক), দীপঙ্করদা (দীপঙ্কর ঘোষ), সঞ্চারী বড়াল, পীযুষ গায়েন, দেবোপম দাস, দীপ্তি সরকার, অভিজিৎ ব্যানার্জী, শশাঙ্ক গোস্বামী, দীপান্বিতা দাস, ব্রজগোপাল পাত্র, সৌমিক সরকার, বনলতা নস্কর, মিলন বিশ্বাস, অভিজিৎ সরকার, উজ্জ্বল হালদার, ইন্দ্রজিৎ জানা, লাল্টু মাইতি ও কিশোরদা। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যাদবপুর পালবাজার-গড়ফা-বটতলা-কামারপাড়ার দীর্ঘ মেস জীবনে অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক। আমার সময়ে-অসময়ে মেসমেটরাই যেকোনও বিষয়ে প্রথম এগিয়ে এসেছে। নানাভাবে সাহায্য করেছে আমাকে। সবাইকে আমার ধন্যবাদ।

এই গবেষণা প্রকল্পটি UNIVERSITY GRANTS COMMISSION–এর ‘RAJIV GANDHI NATIONAL FELLOWSHIP’ (RGNF)-এ অনুমোদনের জন্য UGC কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে সর্বতোভাবে পাশে পেয়েছি আমার পরিবারকে। বিশেষত আমার বাবা শিবপদ বর্মন ও মা ঊষা বর্মন আমাকে সব রকম সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত রেখেছেন বলে নির্বিঘ্নে কাজটি শেষ করতে পারলাম। একাধিকবার গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা, করোনা মহামারি গবেষণা কাজের গতিধারাকে অনেকটা ব্যাহত করেছে। আমার অসুস্থতার দিনগুলিতে সকলের যত্ন পেয়ে দ্রুত আরোগ্যলাভ করেছি। করোনার দিনগুলিতে গৃহবন্দি জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে দেয়নি পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য ঊষসী বর্মন (ভাইঝি)। তার শৈশবের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড আমাকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছে। আর সব কিছুর আধার আমার মা। সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

ডিসেম্বর ২০২৩ শংকর রাম বর্মন

যাদবপুর, কলকাতা

প্রাক্‌কথন

সাল ২০১১। কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক পাশ করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাই। খানিকটা অপ্রত্যাশিত ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম.এ পড়ার সময় প্রথম সেমেস্টার থেকেই স্পেশাল বা অপশনাল পেপার নিতে হয়েছিল। অপশনাল পেপারের বিষয় হিসেবে 'ভাষাবিজ্ঞান', 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য', 'লোকসংস্কৃতি', 'রবীন্দ্রসাহিত্য', 'বাংলাদেশের সাহিত্য', 'নাটক', 'আধুনিক বাংলা কবিতা', 'কথাসাহিত্য' ইত্যাদির মতো কিছু বিষয় প্রস্তাব করা হয়। পেপার নির্বাচন নিয়ে বেশ আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকে। অনেকে মতামত দিয়েছিল ভাষাবিজ্ঞান না নেওয়াই ভাল। যুক্তি ছিল, বিষয়টি নাকি কঠিন। অনেকের কাছে 'ভাষাবিজ্ঞান' ছিল ব্যাকরণ। বিষয়টির সঙ্গে আমার সামান্য পূর্বপরিচয় থাকলেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কলেজে সামান্য পড়তে হয়েছিল। পড়িয়েছিলেন আমাদের প্রিয় স্যার দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য (ডি.বি স্যার)। পড়ানোর গুণ ও বিষয়ের নতুনত্বে সেসময় বাংলা শব্দভাণ্ডার, আইপিএ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। শেষ অবধি ঝুঁকি নিয়ে অপশনাল পেপার হিসেবে ভাষাবিজ্ঞান নির্বাচন করি। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, বাধাকে জয় করাতেই তো মানুষের উৎসাহ।

আমরা ছিলাম বাংলা বিভাগের সান্ধ্য শাখার ছাত্র। তখন সান্ধ্য শাখার 'ভাষাবিজ্ঞান' পেপারটি পড়াতেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক, অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী এবং ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখার শিক্ষক, অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য্য। প্রকৃতপক্ষে এই দু'জন অধ্যাপকের কাছে আমার ভাষাবিজ্ঞানের হাতেখড়ি। কিছু ক্লাস করার পর বিষয়টার প্রতি অমূলক ভয় কেটে যায়। ধীরে ধীরে তৈরি হয় আগ্রহ ও ভালো লাগা। এতে দুজনেরই সমপরিমাণ ভূমিকা ছিল। কারণ, দুজনেই তথাকথিত কঠিন বিষয়টাকে সরলভাবে বুঝিয়ে দিতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি সেদিন ভাষাবিজ্ঞান নিয়েছিলাম বলেই আজ নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছি।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দুটি বছর কেটে গেল। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। এম.ফিলের জন্য আবেদন করার পালা। সেবছরই (২০১৩) ঘটে গেল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। জানা গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভাষাবিজ্ঞানে এম.এ, এম.ফিলের পঠনপাঠন শুরু হবে। ততদিন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও ভাষাবিজ্ঞানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন পড়ানো হতো না। শুধু সংস্কৃত কলেজ (বর্তমানে সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)-এ গ্র্যাজুয়েশন পড়ানো হতো। সেই সূত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেখানে ভাষাবিজ্ঞানে এম.এ, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি করানো হয়। ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখায় ভাষাবিজ্ঞানে এম.ফিল পড়তে এসে আরও বুঝতে পারি বিষয়টার ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনেক।

আমরাই হলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের (স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিঙ্গুইসটিক্স) প্রথম এম.ফিল ব্যাচ। প্রথম দুটি সেমেস্টার জুড়ে ছিল কোর্স ওয়ার্ক। এরপর গবেষণার পালা। কী বিষয় নিয়ে গবেষণা করব তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে ‘Treebank Project’-এ কাজ করার সুযোগ পেয়ে যাই। প্রোজেক্টে কাজ করার সূত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় প্রযুক্তির সাপেক্ষে ভাষাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণায় যে প্রযুক্তিগত ভাবনা যুক্ত হয়েছে তা এই প্রকল্পের কল্যাণে। সেখানে কয়েকটি ভারতীয় ভাষার যন্ত্রানুবাদের জন্য ‘Treebank’ তৈরির প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই প্রোজেক্টে ‘Dependency Grammar’ অনুসৃত হয় যা পাণিনীর কারক-সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। কাজের সূত্রে বুঝতে পারি ক্রিয়াকে কেন্দ্রে রেখে ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য উপাদানগুলির সম্পর্ক দেখিয়ে একভাবে বাক্য বিশ্লেষণ করে দেওয়া যায়। বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। ক্রিয়া যে বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা শুধু আর পাঠ্য বইয়ের বিষয় হয়ে রইল না।

এম.ফিলের গবেষণার বিষয় নির্বাচনে এই প্রকল্পটির ভূমিকা অপরিসীম। ক্রিয়া নিয়ে ভাবতেই ভাবতেই ঠিক করি ‘বাংলা যৌগিক ক্রিয়া’ নিয়ে গবেষণা করব। ‘যৌগিক ক্রিয়া’ আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিশেষ লক্ষণ। হিন্দি-উর্দু ভাষায় এই নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও বিশিষ্ট

আলোচক-গবেষকগণ বিষয়টির উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-গবেষণা করেছেন। প্রযুক্তির নিরিখে ‘যৌগিক ক্রিয়া’-র বিশ্লেষণ কেমন হওয়া উচিত এবং তাত্ত্বিক দিকগুলির স্বরূপ দেখতে চেয়েছিলাম।

সঠিকভাবে বললে পিএইচ.ডির গবেষণা কাজটির সলতে পাকানো এম.ফিল থেকে। এম.ফিলে কাজ করতে গিয়ে অনুধাবন করি বিষয়টিতে অজস্র গবেষণাযোগ্য দিক রয়েছে। তাই সর্বাগ্রে বাংলা ক্রিয়ার চরিত্রটি ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। সৌভাগ্যক্রমে আমার এম.ফিলের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে স্যার (অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য্য)-কে পেয়েছিলাম। স্যারকে গিয়ে বিষয়টি জানাতে তিনিও মনোযোগ সহকারে শুনে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে সম্মতি জানান।

গবেষণা কাজটি শুরু হওয়ার কিছুদিন পর বুঝতে পারি, বাংলা ক্রিয়ার গঠনবিন্যাস, অর্থ, অন্বয় প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত চর্চার প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রযুক্তির নিরিখে ক্রিয়া বিষয়ক আরও গবেষণা দরকার। সেই অনুযায়ী প্রথমেই বাংলা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের গঠনগত বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। ধাতুগুলিকে সেই অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। কাজের সূত্রে বাংলা ক্রিয়ার যতটুকু দেখা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে, ধাতুর গঠনগত বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি তার অজস্র অর্থ-অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

প্রতিটি ধাতু বা ক্রিয়ামূলের বাক্য-নিরপেক্ষ অর্থ ও যুক্তি সংগঠন থাকে। ধাতুর ব্যবহারিক অর্থভেদে তার যুক্তি সংগঠন বদলে যেতে পারে। সেই অনুযায়ী বাংলা একপদী ধাতুগুলির বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি সংগঠন থেকে কতগুলি প্যাটার্ন পাওয়া যায়। কিছু বহুল ব্যবহৃত ধাতুর অর্থভেদে যুক্তি সংগঠনগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখান থেকে কিছু প্যাটার্ন পাওয়া যায়। একইভাবে বহুল ব্যবহৃত কিছু সংযুক্ত ক্রিয়ামূল নিয়ে এই জাতীয় প্যাটার্ন খোঁজা হয়েছে। যৌগিক ক্রিয়া নিয়ে এই ধরনের অনুশীলনের অবকাশ রয়ে গেল।

বাংলা জটিল ক্রিয়ামূল গঠনের দুই বিশেষ রীতি হল যৌগিক ক্রিয়া এবং সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠন যা এই গবেষণায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও অর্থগত বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি তার অন্বয়তাত্ত্বিক দিকটিও বৈচিত্র্যে ভরা। বৈচিত্র্যগুলি যতটা সম্ভব তুলে ধরা হল। যৌগিক

ক্রিয়ার দ্বিতীয় ক্রিয়া হিসাবে যে সহায়ক ক্রিয়াগুলি অংশ নেয় তা ভাষায় নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্ট কয়েকটি সহায়ক ক্রিয়া মূল ক্রিয়াগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে যৌগিক ক্রিয়া গঠনে সক্ষম। বাংলা ভাষায় এই ধরনের সর্বাধিক কতগুলি সহায়ক ক্রিয়া যৌগিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় তার সংখ্যা এবং অর্থ বিশ্লেষিত হয়েছে।

বাংলা ক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সংযুক্ত ক্রিয়া। একটি নামপদ ও একটি ক্রিয়াপদ মিলে একটি অর্থ প্রকাশিত হলে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। এর গঠনগত বিন্যাস যেমন একাধিক তেমন অর্থগত ভূমিকা বৈচিত্র্যময়। কখনও সাধারণ অর্থ তো কখনও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় যা এক জটিল প্রক্রিয়া। ভাষায় মৌলিক কিংবা সাধিত ধাতুগুলিকে গণনার মধ্যে আনা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের কতগুলি সংযুক্ত ক্রিয়া রয়েছে তার নির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় না। তবে এই গবেষণায় এই সম্বন্ধীয় একটি প্রয়াস রয়েছে। যেমন—সংযুক্ত ক্রিয়ার কতগুলি নামপদ ব্যবহৃত হয় তার একটি সম্ভাব্য সংখ্যাসহ উপাত্তগুলিকে আলোচনায় আনা হয়েছে। বাংলা সমস্ত শব্দ এই ধরনের ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। তেমনি সব ধাতুও সংযুক্ত ক্রিয়া গঠনে সহায়ক হয় না। বাংলায় সর্বাধিক কতগুলি ধাতু সংযুক্ত ক্রিয়া গঠনে অংশ নেয় তার একটি সম্ভাব্য তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র রয়েছে অনেক। একটি পরিসরে তার সবটা ধরে ফেলা মুশকিল। ধারাবাহিক যে অনুশীলন হয়েছে তার বাইরেও নতুন নতুন আলোচনার পরিসর তৈরি হয়েছে ভাষা-প্রযুক্তি এসে যাওয়ার ফলে। এই অনুশীলন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভাষা-প্রযুক্তি শুধু নয় ভাষা-বিশ্লেষণ ও জ্ঞানজগৎ নানাভাবে সমৃদ্ধ হবে, মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ হবে। এই প্রয়াসে খানিকটা করা সম্ভব হল। রয়ে গেল দিগন্তব্যাপী পরিসর।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার i

প্রাক্‌কথন vi

সূচিপত্র

বৃক্ষচিত্র তালিকা xv

সারণি তালিকা.....xviii

রেখাচিত্র তালিকা xx

ব্যবহৃত পরিভাষা xxi

সংক্ষিপ্ত রূপ xxii

ব্যবহৃত সংকেত শব্দ xxiv

অধ্যায় বিভাজন:

১. প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ১

১.০ সূচনা: বিষয়বস্তু ও শিরোনাম.....১

১.১ গবেষণার লক্ষ্য.....৪

১.২ গবেষণা উপাত্ত.....৪

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি.....৫

১.৪ বাংলা ক্রিয়া বিষয়ক পূর্ববর্তী আলোচনা.....৭

১.৫ অধ্যায় বিভাজন.....১০

২. দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট ও সাপেক্ষ ব্যাকরণ ১৪

২.০ সূচনা.....১৪

২.১ প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট ১৫

২.২ সাপেক্ষ ব্যাকরণ ১৮

২.২.১ কারক সম্পর্ক ১৯

২.২.২ অন্যান্য সাপেক্ষ সম্পর্ক ২৭
২.২.৩ অ-সাপেক্ষ সম্পর্ক ৩২

৩. তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের শ্রেণিবিন্যাস ৩৫
৩.০ সূচনা ৩৫
৩.১ ধাতুর গঠন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস ৩৫
৩.১.১ মৌলিক ধাতু ৩৯
৩.১.১.১ সংস্কৃত ধাতু থেকে প্রাপ্ত বাংলা ধাতু ৩৯
৩.১.১.১.১ ধ্বনি-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত বাংলা ধাতু ৩৯
৩.১.১.১.২ সরাসরি আগত বাংলা ধাতু ৪০
৩.১.১.২ সংস্কৃত বিকরণ যুক্ত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বাংলা ধাতু ৪০
৩.১.১.৩ সংস্কৃত উপসর্গ যুক্ত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বাংলা ধাতু ৪০
৩.১.২ সাধিত ধাতু ৪১
৩.১.২.১ ণিজন্ত ধাতু ৪১
৩.১.২.২ নামধাতু ৪১
৩.১.২.৩ কর্ম-বাচ্যের ধাতু ৪২
৩.১.২.৪ ধ্বন্যাত্মক ধাতু ৪২
৩.১.৩ সংযুক্ত ক্রিয়ামূল ৪৩
৩.১.৪ যৌগিক ক্রিয়ামূল ৪৩
৩.২ ণিজন্ত ক্রিয়া: গঠন ও বৈচিত্র্য ৪৩
৩.২.১ ণিজন্ত ক্রিয়ার গঠন ৪৯
৩.২.২ ণিজন্ত ধাতু বনাম মৌলিক ধাতু ৫১
৩.২.৩ ণিজন্ত ক্রিয়ামূল ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য ৫২
৩.২.৪ ণিজন্ত নিরপেক্ষ ধাতু ৫৫
৩.৩ নামধাতু: গঠন ও বৈচিত্র্য ৫৫
৩.৩.১ নামধাতু: '-আ' প্রত্যয় যুক্ত ৫৫
৩.৩.২ নামধাতু: '-আ' প্রত্যয় বিহীন ৫৭
৩.৪ অর্থতাত্ত্বিক বিচারে ধাতুর শ্রেণিবিন্যাস ৫৮
৩.৪.১ ব্যাপ্তিকালের ভিত্তিতে ৫৮
৩.২.১.১ গতিশীল ক্রিয়া ৫৯

৩.২.১.১.১ ঘটনা বা কর্মসূচক ক্রিয়া ৫৯
৩.২.১.১.২ অবস্থাসূচক ক্রিয়া ৫৯
৩.২.১.২ স্থিতিশীল ক্রিয়া ৫৯

৪. চতুর্থ অধ্যায়: ধাতুর পরিপূরক উপাদান ও ক্রিয়া কাঠামো ৬২
৪.০ সূচনা ৬২
৪.১ ধাতু ও তার আবশ্যিক উপাদান ৬২
৪.১.১ কর্ম: আবশ্যিক উপাদান ৬৪
৪.১.১.১ কর্মের অনুপস্থিতি ৬৪
৪.১.১.১.১ সমধাতুজ কর্তা ৬৮
৪.১.১.১.২ অকর্মক ধাতু সংখ্যা ৬৮
৪.১.১.২ কর্মের আবশ্যিক উপস্থিতি ৬৯
৪.১.১.২.১ এক-কর্মক ক্রিয়া ৭১
৪.১.১.২.২ দ্বিকর্মক ক্রিয়া ৭১
৪.১.১.২.৩ সমধাতুজ কর্ম ৭৩
৪.১.১.২.৪ সকর্মক ধাতুর সংখ্যা ৭৪
৪.১.৩ অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়া ৭৫
৪.১.২ করণ: আবশ্যিক উপাদান ৭৭
৪.১.৩ অপাদান: আবশ্যিক উপাদান ৭৮
৪.১.৪ অধিকরণ: আবশ্যিক উপাদান ৭৯
৪.২ বাংলা ধাতু ও তার আবশ্যিক পরিপূরক উপাদান সংগঠন ৮০
৪.৩ বাংলা ক্রিয়া-কাঠামো ৮১
৪.৩.১ ক্রিয়া ও থিটা ভূমিকা ৮৬
৪.৩.২ ক্রিয়া কাঠামো ও বিভক্তি ৮৭
৪.৩.৩ বাংলা ক্রিয়া-কাঠামো গঠন ৮৯

৫. পঞ্চম অধ্যায়: ক্রিয়াপদ গঠন ও তার উপকরণ ১০৯
৫.০ সূচনা ১০৯
৫.১ সমাপিকা ক্রিয়াপদ ১১১
৫.১.১ মৌলিক ধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া ১১২

৫.১.২ সাধিত ধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া ১১৭
৫.১.২.১ ণিজন্ত ধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া ১১৮
৫.১.২.২ নামধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া ১১৯
৫.২ ক্রিয়ার ভাব ১২০
৫.৩ অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ১২০
৫.৩.১ ধাতু + এ ১২১
৫.৩.২ ধাতু + লে ১২২
৫.৩.৩ ধাতু + তে ১২৩

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়: যৌগিক ক্রিয়া ১২৫
৬.০ একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়ার গঠন-বৈচিত্র্য.....১২৫
৬.১ যৌগিক ক্রিয়া ১২৬
৬.২ যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন.....১২৮
৬.৩ যৌগিক ক্রিয়ায় ক্রিয়ার সংখ্যা ১৩০
৬.৩.১ দুটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া ১৩০
৬.৩.২ তিনটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া ১৩১
৬.৩.৩ চারটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া.....১৩৩
৬.৪ যৌগিক ক্রিয়া বনাম অনুক্রমিক ক্রিয়া.....১৩৪
৬.৫ যৌগিক ক্রিয়ায় উচ্চারণ বিরতির গুরুত্ব.....১৩৫
৬.৬ সাধিত ধাতু ও যৌগিক ক্রিয়া.....১৩৬
৬.৬.১ নামধাতু ও যৌগিক ক্রিয়া ১৩৬
৬.৬.২ ণিজন্ত ক্রিয়া যোগে যৌগিক ক্রিয়া ১৩৭
৬.৭ সমধাতু যোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়া ১৩৮
৬.৮ উহ্য ক্রিয়া-বিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়া ১৩৮
৬.৯ প্রায় অস্তিত্বহীন ক্রিয়ার যৌগিকত্ব গঠন ১৩৯
৬.১০ বাচ্য পরিবর্তনে যৌগিক ক্রিয়া ১৪০
৬.১০.১ উপকরণ লোপ ১৪০
৬.১১ যৌগিক ক্রিয়ার অর্থ বৈচিত্র্য ১৪১
৬.১১.১ প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থ প্রাধান্য ১৪১
৬.১১.২ দ্বিতীয় ক্রিয়ার অর্থ প্রাধান্য: ১৪২

৬.১১.৩ দুটি ক্রিয়ারই অর্থ প্রাধান্য: ১৪৩
৬.১১.৪ উভয় ক্রিয়ার অর্থ নিষ্ক্রিয় এবং নতুন অর্থ উদ্ভব ১৪৩
৬.১২ যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়ার ধাত্বর্থ ও পরিপূরক উপাদানত্ব ১৪৪
৬.১৩ যৌগিক ক্রিয়ার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ১৪৮
৬.১৪ সহকারী ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ১৫১

৭. সপ্তম অধ্যায়: সংযুক্ত ক্রিয়া ১৫৯
৭.০ সূচনা ১৫৯
৭.১ সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠনোপকরণ.....১৬১
৭.১ সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠনোপকরণ.....১৬১
৭.১.১ বিশেষ্য + ধাতু: ১৬১
৭.১.২ বিশেষণ + ধাতু: ১৬২
৭.১.৩ সর্বনাম + ধাতু: ১৬২
৭.১.৪ অব্যয় + ধাতু: ১৬২
৭.১.৫ ধ্বন্যাত্মক শব্দ + ধাতু: ১৬৪
৭.১.৬ কোডযুক্ত শব্দ + ধাতু: ১৬৫
৭.২ বাগধারাগত সংযুক্ত ক্রিয়া.....১৬৮
৭.৩ পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ.....১৭০
৭.৩.১ শরীরবাচক শব্দযোগে সংযুক্ত ক্রিয়া ১৭১
৭.৩.২: সংযুক্ত ক্রিয়ায় অংশগ্রণকারী সহযোগী ধাতু ১৭৩
৭.৪: সংযুক্ত ক্রিয়ার পরিপূরক উপাদান ১৮৬

উপসংহার ১৯৬

পরিশিষ্ট ১ .....২০৬

পরিশিষ্ট ২ .....২২১

গ্রন্থপঞ্জি ২৪৩

বৃক্ষচিত্র তালিকা

বৃক্ষচিত্র **পৃষ্ঠা**

বৃক্ষচিত্র ২.১: পদগুচ্ছ সংগঠন ১৭
বৃক্ষচিত্র ২.২: সাপেক্ষ সংগঠন ১৮
বৃক্ষচিত্র ২.৩: কর্তৃকারক-১ ..... ২০
বৃক্ষচিত্র ২.৪: কর্তৃকারক-২ ..... ২১
বৃক্ষচিত্র ২.৫: সহযোগী কর্তা-১ ..... ২১
বৃক্ষচিত্র ২.৬: সহযোগী কর্তা-২ ..... ২২
বৃক্ষচিত্র ২.৭: কর্মকারক-১ ..... ২২
বৃক্ষচিত্র ২.৮: কর্মকারক-২ ..... ২৩
বৃক্ষচিত্র ২.৯: গৌণকর্ম-১ ..... ২৩
বৃক্ষচিত্র ২.১০: করণ কারক-১ ..... ২৪
বৃক্ষচিত্র ২.১১: করণ কারক-২ ..... ২৪
বৃক্ষচিত্র ২.১২: অপাদান কারক-১ ..... ২৫
বৃক্ষচিত্র ২.১৩: অপাদান কারক-২ ..... ২৫
বৃক্ষচিত্র ২.১৪: অধিকরণ কারক-১ ..... ২৬
বৃক্ষচিত্র ২.১৫: অধিকরণ কারক-২ ..... ২৭
বৃক্ষচিত্র ২.১৬: অধিকরণ কারক-৩ ..... ২৭
বৃক্ষচিত্র ২.১৭: সম্বন্ধ সম্পর্ক-১ ..... ২৮
বৃক্ষচিত্র ২.১৮: সম্বন্ধ সম্পর্ক-২ ..... ২৮
বৃক্ষচিত্র ২.১৯: সম্বন্ধ সম্পর্ক-৩ ..... ২৯
বৃক্ষচিত্র ২.২০: সম্বন্ধ সম্পর্ক-৪ ..... ২৯
বৃক্ষচিত্র ২.২১: সম্বন্ধ সম্পর্ক-৫ ..... ৩০
বৃক্ষচিত্র ২.২২: সম্বোধন সম্পর্ক ৩০

বৃক্ষচিত্র ২.২৩: উদ্দেশ্য সম্পর্ক ৩১
বৃক্ষচিত্র ২.২৪: হেতু বা কারণ সম্পর্ক ৩২
বৃক্ষচিত্র ২.২৫: সংযোগ-বাচক অব্যয়-১ ..... ৩৩
বৃক্ষচিত্র ২.২৬: সংযোগ-বাচক অব্যয়-২ ..... ৩৩
বৃক্ষচিত্র ২.২৭: ক্রিয়াংশ ৩৪
বৃক্ষচিত্র ৩.১: ণিজন্ত ক্রিয়া-১ ..... ৪৪
বৃক্ষচিত্র ৩.২: ণিজন্ত ক্রিয়া-২ ..... ৪৫
বৃক্ষচিত্র ৩.৩: ণিজন্ত ক্রিয়া-৩ ..... ৪৬
বৃক্ষচিত্র ৩.৪: ণিজন্ত ক্রিয়া-৪ ..... ৪৬
বৃক্ষচিত্র ৩.৫: ণিজন্ত ক্রিয়া-৫ ..... ৫০
বৃক্ষচিত্র ৩.৬: ণিজন্ত ক্রিয়া-৬ ..... ৫০
বৃক্ষচিত্র ৩.৭: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-১ ..... ৫৩
বৃক্ষচিত্র ৩.৮: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-২ ..... ৫৩
বৃক্ষচিত্র ৩.৯: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-৩ ..... ৫৪
বৃক্ষচিত্র ৩.১০: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-৪ ..... ৫৪
বৃক্ষচিত্র ৪.১: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-১ ..... ৬৫
বৃক্ষচিত্র ৪.২: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-২ ..... ৬৫
বৃক্ষচিত্র ৪.৩: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-৩ ..... ৬৬
বৃক্ষচিত্র ৪.৪: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-৪ ..... ৬৬
বৃক্ষচিত্র ৪.৫: সকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-১ ..... ৭০
বৃক্ষচিত্র ৪.৬: সকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-২ ..... ৭০
বৃক্ষচিত্র ৪.৭: দ্বিকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-১ ..... ৭২
বৃক্ষচিত্র ৪.৮: দ্বিকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-২ ..... ৭২
বৃক্ষচিত্র ৪.৯: অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়ার উপাদান-১ ..... ৭৫
বৃক্ষচিত্র ৪.১০: অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়ার উপাদান-২ ..... ৭৬
বৃক্ষচিত্র ৪.১১: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-১ ..... ৮২
বৃক্ষচিত্র ৪.১২: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-২ ..... ৮২
বৃক্ষচিত্র ৪.১৩: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-৩ ..... ৮৩
বৃক্ষচিত্র ৪.১৪: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-৪ ..... ৮৩
বৃক্ষচিত্র ৪.১৫: ভিন্ন ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-১ ..... ৮৪

বৃক্ষচিত্র ৪.১৬: ভিন্ন ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-২..... ৮৪
বৃক্ষচিত্র ৪.১৭: ক্রিয়া ও তার পরিপূরক উপাদান-১ ..... ৮৫
বৃক্ষচিত্র ৪.১৮: ক্রিয়া ও তার পরিপূরক উপাদান-২..... ৮৫
বৃক্ষচিত্র ৪.১৯: ক্রিয়া ও তার পরিপূরক উপাদান-৩..... ৮৫
বৃক্ষচিত্র ৬.১: যৌগিক ক্রিয়া বনাম অনুক্রমিক ক্রিয়া ১ ..... ১৩৪
বৃক্ষচিত্র ৬.২: যৌগিক ক্রিয়া বনাম অনুক্রমিক ক্রিয়া ২ ..... ১৩৪
বৃক্ষচিত্র ৭.১: সংযুক্ত ক্রিয়া (অব্যয় + ধাতু) ১ ..... ১৬৩
বৃক্ষচিত্র ৭.২: সংযুক্ত ক্রিয়া (অব্যয় + ধাতু) ২ ..... ১৬৪

সারণি তালিকা

সারণি **পৃষ্ঠা**

সারণি ৪.১: অকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-১ ..... ৬৫
সারণি ৪.২: অকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-২ ..... ৬৭
সারণি ৪.৩: সকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-১ ..... ৭০
সারণি ৪.৪: দ্বিকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-১ ..... ৭৩
সারণি ৪.৫: আবশ্যিক উপাদান—করণ ৭৮
সারণি ৪.৬: আবশ্যিক উপাদান—অপাদান ৭৯
সারণি ৪.৭: আবশ্যিক উপাদান—অধিকরণ ৭৯
সারণি ৪.৮: বাংলা ধাতু ও তার আবশ্যিক পরিপূরক উপাদান সংগঠন ৮১
সারণি ৪.৯: ‘ওঠ-’ ধাতুর অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো ৯১
সারণি ৪.১০: ‘ওঠ-’ ধাতুর দ্বিতীয় অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো ৯৩
সারণি ৪.১১: ‘ওঠ-’ ধাতুর তৃতীয় অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো ৯৪
সারণি ৪.১২: ‘ওঠ-’ ধাতুর চতুর্থ অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো ৯৪
সারণি ৪.১৩: ‘আন্-’ ধাতুর একটি অর্থ ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-কাঠামো ৯৬
সারণি ৫.১: বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন-বিন্যাস ১ ..... ১১২
সারণি ৫.২: ক্রিয়াপদে বিভক্তি ও অন্যান্য উপাদানের প্রবেশক্রম ১১৭
সারণি ৫.৩: ণিজন্ত ধাতুজাত ক্রিয়াপদের গঠন-বিন্যাস ১১৮
সারণি ৫.৪: নামধাতুজাত ক্রিয়াপদের গঠন-বিন্যাস ১১৯
সারণি ৫.৫: ‘-এ-’ যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াদ্বিত্ব ও তার বিভিন্ন অর্থ ১২২
সারণি ৫.৬: ‘-তে-’ যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াদ্বিত্ব ও তার বিভিন্ন অর্থ ১২৩
সারণি ৬.১: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-১ ..... ১২৮
সারণি ৬.২: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-২ ..... ১২৯
সারণি ৬.৩: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৩ ..... ১২৯

সারণি ৬.৪: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৪ ..... ১৩০
সারণি ৬.৫: তিনটি ক্রিয়া সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-১ ..... ১৩২
সারণি ৬.৬: তিনটি ক্রিয়া সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-২ ..... ১৩৩
সারণি ৬.৭: সহায়ক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ামূলের কর্মকত্ব ১৪৭
সারণি ৬.৮: সহায়ক ক্রিয়ার সংখ্যা ১৪৯
সারণি ৬.৯: সহায়ক ক্রিয়ার অর্থ ১৫৮
সারণি ৭.১: শরীরবাচক শব্দযোগে সংযুক্ত ক্রিয়া ১৭৩
সারণি ৭.২: সংযুক্ত ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সহযোগী ধাতু ১৮৫

রেখাচিত্র তালিকা

রেখাচিত্র **পৃষ্ঠা**

রেখাচিত্র ৩.১: ণিজন্ত ধাতুর গঠন বিন্যাস ৫১
রেখাচিত্র ৬.১: দুটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া..... ১৩১
রেখাচিত্র ৬.২: তিনটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া..... ১৩৩
রেখাচিত্র ৭.১: সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠন ১৬১

ব্যবহৃত পরিভাষা

Additive Verb	:	সহযোগী ক্রিয়া
Agent	:	ক্রিয়া-সম্পাদক
Aspect	:	প্রকার
Associative	:	সহযোজক
Cognate Object	:	সমধাতুজ কর্ম
Cognate Subject	:	সমধাতুজ কর্তা
Compound Verb	:	যৌগিক ক্রিয়া
Conjunct Verb	:	সংযুক্ত ক্রিয়া
Deep Structure	:	অধোগঠন
Dependency Grammar	:	সাপেক্ষ ব্যাকরণ
Desirable Argument	:	ইপ্সিত যুক্তি
Direct object	:	মুখ্য কর্ম
Ditransitive Verb	:	দ্বিকর্মক ক্রিয়া
Indirect object	:	গৌণ কর্ম
Intransitive Verb	:	অকর্মক ক্রিয়া
Mandatory Argument	:	আবশ্যিক যুক্তি
Monotransitive Verb	:	এককর্মক ক্রিয়া
Optional Argument	:	ঐচ্ছিক যুক্তি
Subsidiary Verb	:	সহকারী ক্রিয়া
Surface Structure	:	অধিগঠন
Transitivity	:	কর্মকত্ব

সংক্ষিপ্ত রূপ

PNG	:	Person, Number and Gender
Aux	:	Auxiliary

+প্রাণী	:	প্রাণীবাচক
+মনু	:	মনুষ্যবাচক
১পু	:	প্রথম পুরুষ
২পু	:	দ্বিতীয় পুরুষ
৩পু	:	তৃতীয় পুরুষ
অক	:	অকর্মক ক্রিয়া
অতী	:	অতীত কাল
অধি	:	অধিকরণ কারক
অনু	:	অনুসর্গ
অপা	:	অপাদান কারক
অসমাক্রি	:	অসমাপিকা ক্রিয়া
আ	:	আবশ্যিক
ই	:	ইপ্সিত
একব	:	এক বচন
ঐ	:	ঐচ্ছিক
করণ	:	করণ কারক
কর্তা	:	কর্তৃকারক
কর্ম	:	কর্ম কারক
কালাধি	:	কালাধিকরণ
ক্রি	:	ক্রিয়া
ঘট	:	ঘটমান
ণি	:	ণিজন্ত
নির্দে	:	নির্দেশক
পুরা	:	পুরাঘটিত

প্র	:	প্রত্যয়
প্রা	:	প্রাকৃত
-প্রাণী	:	অপ্রাণীবাচক
বর্ত	:	বর্তমান কাল
বহুব	:	বহু বচন
বি	:	বিশেষ্য
বিণ	:	বিশেষণ
বিভ	:	বিভক্তি
ভবি	:	ভবিষ্যৎ কাল
-মনু	:	মনুষ্যেতর
সং	:	সংস্কৃত
সক	:	সকর্মক ক্রিয়া
সময়াধি	:	সময়াধিকরণ
সমাক্রি	:	সমাপিকা ক্রিয়া
সম্ব	:	সম্বন্ধ সম্পর্ক
সম্বো	:	সম্বোধন
স্থানাধি	:	স্থানাধিকরণ

ব্যবহৃত সংকেত শব্দ

ϕ	:	শূন্য বিভক্তি
>	:	প্রাপ্ত
*	:	অসিদ্ধ, ব্যাকরণসম্মত নয় অর্থে
√	:	ধাতু

প্রথম অধ্যায়:

ভূমিকা

১.০ সূচনা: বিষয়বস্তু ও শিরোনাম

মানব শিশু তার সহজাত ক্ষমতা দিয়েই জন্মের পর থেকে পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে মাতৃভাষা (প্রথম ভাষা) আয়ত্ত করে নেয়। একটু একটু করে কথা বলতে শিখে যায়। পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যাকরণ না পড়েই সে অর্জন করে। সীমিত সংখ্যক শব্দ ও ভাষিক সূত্র ব্যবহার করেই অজস্র বাক্য, বাক্যাংশ, পদগুচ্ছ তৈরি করতে থাকে। ক্রমাগত শব্দভাণ্ডারের বিস্তার ঘটে, নিয়মের জটিলতা ও পরিসংখ্যান পরিবর্তিত হয়, তবে এর একটা সীমা থাকে। তবে সেই সসীম নিয়মকে আশ্রয় করে অসীম বাক্য সৃষ্টি করে চলে আমৃত্যু, অর্থ খুঁজে নেয় অপরের সৃষ্ট বাক্যের, শুদ্ধাশুদ্ধের ধারণাও তার সহজাত ক্ষমতার মতোই কাজ করে। তবে মানুষ যেভাবে ভাষাকে আয়ত্ত করে সেভাবেই ভাষার গোটা কাঠামোকে দখলে রাখে, মেশিন সেভাবে পারে না। সাম্প্রতিক প্রযুক্তির জগতে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলিতে মেশিনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গত অর্ধশতকেরও বেশি সময় জুড়ে মানবমস্তিষ্কের ভাষার এলাকায় কী ঘটছে সেটি অনুসরণ করে মেশিনকে ভাষা ব্যবহারে সক্ষম করে তোলার অনুসন্ধান চলছে বিশ্ব জুড়ে। এটি লক্ষ করা গিয়েছে যে মেশিনকে ভাষার নিয়ম ও ভাষা ব্যবহারের উপাত্ত যদি ঠিক ঠিক ভাবে সাজিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা বেশ কাজ করে, সুফল দেয়। মানুষের সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নয়, তবে অনেক কাজই করে দিতে পারে। সেখানে সূত্রাকারে ভাষার কাঠামোর খুঁটিনাটি দিকগুলি বলে দিতে পারলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী সে জবাব দেবে। সাম্প্রতিক মেশিন লার্নিং-এর বিষয় এসে মেশিনকে আরও সক্ষম করে তুলেছে। সে নিজে নিজেও ভাষার উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে পারে।

তবে ভাষার কাঠামোর আলোচনায় সেটি তেমন করে ঠাঁই করে নিতে পারেনি এখনও। তাই ভাষার কাঠামোর বিশ্লেষণের দিকে নজর দেওয়ার দরকার হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ঠিক করে হলে মেশিন লার্নিং-এর ব্যাপারটিও সমৃদ্ধ হবে।

ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের ধারাবাহিকতার খানিকটা বাইরে বেরিয়ে নতুন এই প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে ভাষার আলোচনা করতে গেলে বেশ কিছু বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। তবে ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণগুলোর সবকিছুকে ফেলে দিয়ে নয়, তারই ধারাবাহিকতায় বিষয়টিকে দেখার দরকার রয়েছে। এর কারণ হল ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণ শাস্ত্রে ভাষার যে সূত্রগুলি রয়েছে তার সবটা মেশিনের জন্য উপযুক্ত নয়, সেগুলি মূলত মানুষের ভাবনার অনুসারী ছিল। কাঠামো বা তার পেছনের উপকরণের পারস্পরিক যুক্তিবোধ ছিল সেই অনুসারী। ভাষা-প্রযুক্তির প্রয়োজনটা সে তুলনায় বেশ খানিকটা ভিন্ন। সেখানে ভাষা ও ভাষার ব্যাকরণকে পুনরায় নতুন করে দেখার পরিসর তৈরি হয়েছে।

গত চার দশকের মতো হল বাংলা সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণের বিশেষ ব্যবহারিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে, তা মূলত আধুনিক প্রযুক্তি এসে যাওয়ার ফলে। যতটুকু দেখা হয়েছে তাতে প্রযুক্তির সাপেক্ষে যদি ভাবতে হয় তাহলে বাংলা ব্যাকরণের যে বিশ্লেষণগুলি রয়েছে সেগুলির পুনর্বিন্যাস করা দরকার। মেশিনে যেহেতু বহু কিছুকেই ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করে নেওয়া যায়, তাই যত বেশি সম্ভব তথ্য, বৈচিত্র্য, সেগুলির প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ভেঙেচুরে নতুন করে যদি জড়ো করে দেওয়া যায় তাহলে তা কার্যকরী হতে পারে। এ যে কেবল মেশিনের প্রয়োজনে কাজে লাগবে তাই নয়; প্রযুক্তির আবহে ভাষার কাঠামোটিকে নতুন করে ভেঙে দেখার সুযোগ মেলে।

বাক্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ক্রিয়াপদ। এই গবেষণা সন্দর্ভে সেই বিষয়টির দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় শব্দভাণ্ডারে যে ব্যাকরণগত বর্গের বিন্যাস রয়েছে এর মধ্যে ক্রিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য ভাষাতেও সম্ভবত তাই। এ যেমন বাক্যের সম্পূর্ণতা নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা নেয় তেমনি বাক্যের বিস্তৃতি ঘটায়, ক্রিয়ার পর ক্রিয়া যোগে বাক্যের জটিল শৈলী তৈরি করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ধাতু-চরিত্রের উপরই নির্ভর করে বাক্যের অন্যান্য উপাদানগুলির উপস্থিতি-

অনুপস্থিতি, বৈচিত্র্য, পরিসংখ্যান, অবস্থান, পারস্পারিক অন্বয়তাত্ত্বিক সম্পর্ক, অর্থের সংহতি—সবকিছুই। অর্থাৎ, মূলতঃ ক্রিয়াই বাক্যের কাঠামোটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধরা যাক, বাক্যের ক্রিয়াটি যদি সকর্মক হয় তাহলে বাক্যে কর্তা ছাড়া একটি বিশেষ্য বা বিশেষ্যানুগ শব্দ পদ হিসেবে বাক্যের মধ্যে নিজের ঠাঁই করে নিতে পারে, কর্মের সংযোগ ঘটে। আর ক্রিয়াটি অকর্মক হলে কর্ম বা বাড়তি বিশেষ্যজাতীয় শব্দ যোগ করবার কোনও অবকাশ থাকে না। বাক্যে একাধিক বিশেষ্যগুচ্ছের অন্বয়গত অবস্থান কী ভাবে হবে সেটিও নির্ধারিত হয় ক্রিয়ার চরিত্র অনুসারী। বাক্যের বিস্তৃতি কীভাবে কতটা ঘটানো যেতে পারে সেটিও এভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া যায়। একইভাবে কিছু ক্রিয়া রয়েছে যেগুলি বাক্যে ব্যবহৃত হলে কর্ম সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষ্যগুচ্ছ না বসলেও অন্য ভূমিকায় বসতে পারে। দেখা যায়, কিছু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি স্থানবাচক উপাদান আবশ্যিক হয়ে যায়। যেমন—'বসা', 'রাখা', 'ফেলা', 'পড়া (পতিত হওয়া)' ইত্যাদি ক্রিয়া। উদাহরণ:

১. ছেলেটি বইটি রাখল।
ছেলে.নির্দে.কর্তা বই.নির্দে.কর্ম রাখ্-.অতী.৩পু

এই বাক্যে *'রাখ্-'* ধাতু ব্যবহার, কর্তা ও কর্মের বাইরে একটি স্থানবাচক উপকরণের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়।

২. ছেলেটি বইটি *আলমারিতে* রাখল।
ছেলে.নির্দে.কর্তা বই.নির্দে.কর্ম আলমারি.অধি রাখ্-.অতী.৩পু

বাক্যের মধ্যে এই যে বিস্তৃতি—এক ধরনের পরিপূরক উপাদানে অর্থগত পূর্ণতা লাভ করে। ফলে ধাতু বা ক্রিয়ার বিষয়টি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রযুক্তির পরিসরে নতুন ভাবনাগুলির ধারাবাহিক পরিমার্জন যেমন চলতে থাকে, তেমন ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের চর্চাতেও এর প্রভাব পড়ে, নতুন ভাবনাগুলির সংযোজন ঘটে। বাক্য বিশ্লেষণে আরেক রীতি গড়ে ওঠে। এগুলি লক্ষ্য রেখে বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১ গবেষণার লক্ষ্য

সকল অনুসন্ধানের একটি বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, এখানেও রয়েছে। বাংলা ক্রিয়ার আলোচনার ইতিহাস পুরানো ও বিস্তৃত। প্রযুক্তির পরিসরে সেগুলির সংযোজন যেমন প্রয়োজন তেমনি ক্রিয়া বিষয়ক তথ্যগুলির একত্র সমাবেশের বিষয়টি জরুরি। সেগুলির বর্গ ও বিন্যাস, ক্রিয়াপদের কাঠামো, একপদিক ক্রিয়া ও একাধিক পযযুক্ত ক্রিয়াপদের গঠনোপকরণের বিন্যাস এই গবেষণা সন্দর্ভের বিশেষ লক্ষ্য।

কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানও রয়েছে পাশাপাশি। ধাতুগুলির পরিসংখ্যানের বৈচিত্র্যের একটা পথ অনুসন্ধান করা, কীভাবে সেগুলি বিন্যস্ত করা যেতে পারে যা প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিসরে কার্যকরী হতে পারে। যৌগিক ক্রিয়ামূলের যথার্থ স্বরূপ কী? একাধিক পদযুক্ত জটিল ক্রিয়াপদমূল রচনায় সহযোগী ক্রিয়ামূলগুলির সংখ্যা বাস্তবে কতগুলি? এগুলি কি অন্বয়তাত্ত্বিক সম্পর্কে জটিল ক্রিয়ামূলের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে ইত্যাদি বিষয়গুলির উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে এই গবেষণা সন্দর্ভে।

একই ভাবে ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও তার পরিপূরক উপাদানগুলির পরিচয়ও বেশ জরুরি। প্রতিটি ধাতুর কতকগুলি আবশ্যিক পরিপূরক উপাদান থাকে। যে উপাদানগুলি না থাকলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। এই উপাদানগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা থাকে। বাংলা ধাতুগুলির আবশ্যিক পরিপূরক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা এই গবেষণা প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

১.২ গবেষণা উপাত্ত

যে-কোনও গবেষণামূলক কাজের জন্য ডাটা বা উপাত্ত ভীষণ জরুরি। এই কাজের জন্যও উপাত্তের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল ভাষাংশ (corpus)-এর। এর জন্য আই.আই.আই.টি হায়দ্রাবাদের ‘Treebank for Indian Languages’ এবং ‘Technology Development for Indian Languages’ (TDIL)-এর ভাষাংশ ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিচিত্রা’ (http://bichitra.jdvu.ac.in) প্রোজেক্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের (https://nltr.itewb.gov.in) ওয়েবসাইট থেকে অনেক ডাটা

সংগৃহীত হয়েছে। তবে এই কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল টীকাযুক্ত ভাষাংশ (annotated corpus)। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই বাংলা ভাষায় এই জাতীয় কাজের জন্য উপযুক্ত ডাটার অভাব রয়েছে। যেমন বর্তমানে ব্যবহৃত ক্রিয়া-তালিকার অভাব রয়েছে। ক্রিয়া-তালিকা বলতে ধাতুর পূর্ণাঙ্গ তালিকার কথা বলা হচ্ছে—একপদিক এবং বহুপদিক ধাতু। কয়েকটি ব্যাকরণ বই ও অভিধানে এই জাতীয় একপদিক ধাতুর তালিকা থাকলেও সেগুলির অনেক ক্রিয়া বর্তমানে অচল। সেই অভাব পূরণের জন্য একপদিক এবং একাধিক পদযুক্ত ধাতুর উপাত্ত তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ খানিকটা সম্ভব হয়েছে।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রকল্পের পদ্ধতি মূলত প্রযুক্তির পরিসরে অনুসন্ধানমূলক অভিজ্ঞতা অনুসারী। এটি লক্ষ করা গিয়েছে যে প্রযুক্তির বিকাশ যেমন যেমন হয়েছে তেমন তেমন ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের রীতি থেকে বেরিয়ে ভাষাবিশ্লেষণের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। ভারতীয় ব্যাকরণের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ভাষার বর্ণনায় বিশ্বের ব্যাকরণ চর্চায় অন্যতম স্থান দখল করে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু প্রযুক্তির বিকাশ মূলত পাশ্চাত্যে শুরু হয়েছে তাই তারই উপযোগী নানা তত্ত্ব, নানা পদ্ধতি ভাষাবিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি মূলত আমেরিকা-ইউরোপের ভাষাকেন্দ্রিক। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক ধারণাও ইউরোপের রীতি কেন্দ্রিক। প্রযুক্তির প্রয়োজনে ভাষার বিশ্লেষণও ইউরোপের অনুসারী। বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন পদ্ধতি ও মডেল অনুসরণ করেছেন। এগুলির মধ্য দিয়েই প্রযুক্তির পরিসরে নানা ভাষা বিশ্লেষণের পদ্ধতি গড়ে উঠেছে – LFG (Lexical Functional Gramar), HPSG (Head Driven Phrase Structure Grammar), Systemic Grammar, Finite State Grammar, Dependency grammar, Tree Adjoining Grammar ইত্যাদি। তবে তথ্য যেভাবে এসেছে তা থেকে এটি স্পষ্ট যে প্রযুক্তি যত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে ততই এককভাবে কোনো গ্রামার ভাষার সামগ্রিক বিশ্লেষণে একমাত্র রীতি হিসেবে কার্যকরী নয়। একাধিক রীতি ছাড়াও

তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে ভাষার রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও শব্দার্থতাত্ত্বিক কাঠামো নতুন রীতি অনুসারে গৃহীত হচ্ছে।

সংগৃহীত এবং নিজ উদ্যোগে নির্মিত উপাত্তের বিশ্লেষণ করে এই গবেষণা সন্দর্ভটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রযুক্তির নিরিখে নির্দিষ্ট কোনও মডেল অনুসৃত না হলেও 'Dependency Grammar' (সাপেক্ষ ব্যাকরণ)-র মডেলটি চোখের সামনে রাখা হয়েছে। বাক্যগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে সেই অনুসারে। কারণ, ভারতীয় ভাষাগুলির বাক্যের গঠন ও তার বৈচিত্র্য সেই রীতির খানিকটা উপযোগী। তবে এখানে ভারতীয় ব্যাকরণের অনন্য মনীষার নিদর্শন পাণিনি ব্যাকরণের অনুশীলন পাশ্চাত্যে পদ্ধতিগুলির ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করে সাফল্য লাভ করেছে। ক্রিয়া ও বিশেষ্যের পারস্পারিক অন্বয় সম্পর্ক ভারতীয় ব্যাকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কারক, অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সে বিশেষ সম্পর্ক—তা Dependency Grammar-এর রীতির মধ্যে বেশ স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে। তবে এখানে আলোচনাটি মূলত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অনুসারী।

এই গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ছিল বাংলা ক্রিয়া-তালিকার। বর্তমানে বাংলা ভাষায় কতগুলি ক্রিয়া বা ধাতু ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা থাকা জরুরি। এর জন্য বেশ কয়েকটি অভিধান ও ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে বেশিরভাগ বইতেই সিদ্ধ এবং সাধিত ধাতুর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু যৌগিক ও সংযুক্ত ধাতুমূলের চিত্রটি অস্পষ্ট। কাজের প্রয়োজনে তা তৈরি করে নিতে হয়েছে। এবং যে সিদ্ধ এবং সাধিত ধাতুর তালিকা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির অনেক ক্রিয়া বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না। সেগুলিকে বাদ দিতে হয়েছে। ক্রিয়া-তালিকা তৈরি করার পর পরিসংখ্যানগত অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে বর্তমানে সম্ভাব্য একপদী এবং একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়ার সংখ্যা কতগুলি। একপদী ক্রিয়ার মধ্যে কতগুলি মৌলিক ক্রিয়া, কতগুলি ণিজন্ত ক্রিয়া, কতগুলি নামধাতু ব্যবহৃত হয় ইত্যাদির পরিসংখ্যান করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেও এগুলির বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। ধাতুগুলির ধ্বনিগত কাঠামো অনুযায়ী বিভাজন করা হয়েছে। একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়ার সংখ্যার

পরিসংখ্যানগত অনুসন্ধান করা হয়েছে। দেখা হয়েছে কতগুলি সহকারী ক্রিয়া এবং কতগুলি সহযোগী ক্রিয়া রয়েছে যেগুলি একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়া গঠনে সহায়তা করে। তার সঙ্গে কতগুলি নামপদ জুড়ে যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪ বাংলা ক্রিয়া বিষয়ক পূর্ববর্তী আলোচনা

ঐতিহ্যবাহী বাংলা ব্যাকরণগুলিতে বাংলা ক্রিয়া বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। মূলত ইংরেজদের হাত ধরে বাঙালির বাংলা ব্যাকরণ চর্চার সূত্রপাত। তারপর উনিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণ চর্চার এক জোয়ার এসে গিয়েছিল। উনিশ শতকের বাংলা ব্যাকরণ চর্চার পূর্বে এই বিষয়ক দুটি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। একটি মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ-র 'Vocabulario em idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes' (১৭৪৩) এবং অপরটি হ্যালহেডের 'A grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮)। মনোএলের বইটির দুটি ভাগ। প্রথমটিতে রয়েছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের কথা এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ। হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ বইটি প্রকৃতই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ বলে পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত। বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা ক্রিয়াপদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলা ধাতুরূপের কথা বলতে গিয়ে তিনি ধাতুর শেষ বর্ণ অনুযায়ী ধাতুগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(১) ধাতুর শেষ ব্যঞ্জনে 'অ' ধ্বনি রয়েছে—করন, দেখন, চিন্তন; (২) ধাতুর শেষ বর্ণের আগে 'ও' থাকে—জাওন, হওন, পাওন; (৩) এই দুই শ্রেণির ধাতুর প্রযোজক রূপ, যার শেষে '-আ' যুক্ত হয়, যেমন—ডরন-ডরান, লিখন-লিখান, খাওন-খাওয়ান। ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় উইলিয়ম কেরীও একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন —'A Grammar of the Bengalee Language'।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাকরণ চর্চার বিশেষত বৈদিক-সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ চর্চার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থাকলেও বাংলা ব্যাকরণ চর্চার বিষয়টি হ্যালহেডের আগে জন্ম নেয়নি। বাংলা ব্যাকরণের রচনা শুরু হয়েছিল মূলত বিদেশিদের বাংলা শেখানোর তাগিদ থেকে এবং তা বিদেশি লেখকদের হাত ধরে। সংস্কৃতজ্ঞজনদের কাছে বাংলাভাষা ছিল ব্রাত্য, জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে এঁদের কাছ থেকে বাংলার

স্বীকৃতি মেলেনি কখনও। রামমোহনের হাতে প্রথম বাংলা জ্ঞানালোচনার মাধ্যম হিসেবে সামনে আসে। (বেদান্ত গ্রন্থ, ১৮১৫)।

তবে ক্ষমতার হস্তান্তরের পর বিদেশির কাছে বাংলা ভাষার মর্যাদা বেড়ে গেল, ধীরে ধীরে বাঙালিরাও মনোনিবেশ করলেন ব্যাকরণ চর্চায়। স্পষ্টত দুটি সমান্তরাল বিভাজন দেখা দিল বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার কারণে। বিদেশিরা যখন ব্যাকরণ রচনা করছিলেন তা রচিত হচ্ছিল ইংরেজি ভাষায় এবং পাঠক ছিল ইউরোপের ইংরেজি জানা কোম্পানির কর্মচারীরা। তারাই ছিল ছাত্র। এদের রচনায় ইংরেজি ভাষাবিশ্লেষণের প্রভাব ছিল বেশ। পাশাপাশি কিছু বাঙালি লেখকও বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন ইংরেজি ভাষায়। যেমন, রামমোহন নিজে রচনা করেছিলেন একটি বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজিতে—"Bengalee Grammar in the English Language, Calcutta, Printed in United Press (1826)" । অপরদিকে বাঙালি রচিত ব্যাকরণও রচিত হতে শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষায় এবং তার পাঠক ছিল বাঙালি ছাত্ররা। তারপর থেকে গোটা উনিশ শতক জুড়ে দেশি-বিদেশি ভাষা বিশ্লেষকেরা বহু বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তার রেশ ধরে বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীতে আজও ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়ে চলেছে। তবে প্রয়োজনের নিরিখে কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জুড়ে গেছে। বিদেশি লেখকদের মধ্যে ডানকান ফোর্বসের '*Grammar of the Bengali Language*' (১৮৭৫), উইলিয়ম ইয়েটস এবং জন ওয়েঙ্গারের '*Bengali Grammar*' (১৮৮৫), জন বীমসের '*Grammar of the Bengali Language*' (১৮৯১) ইত্যাদি বইগুলি বিশেষভাবে প্রচার পেয়েছিল। বাঙালি লেখকদের মধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের *এ গ্রামার ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলী* (১৮১৬), রামমোহন রায়ের *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩), শ্যামাচরণ শর্ম্মা রচিত *বাঙ্গলা ব্যাকরণ* (১৮৫২), লোহারাম শিরোরত্নের *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৮৬৭), নিত্যানন্দ গোস্বামীর *বঙ্গ ভাষাব্যাকরণ* (১৮৮৫), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের *ভাষাবোধ বাঙ্গালা-ব্যাকরণ* (১৮৯৮), জগদবন্ধু মোদকের *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৯০৩), মুহম্মদ শহীদুল্লাহর *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৩৪২ সন), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৯৩৯) অর্থাৎ ব্যাকরণ চর্চার সংস্কৃতির পরিসর বিস্তৃত হয়েছে অনেকখানি। অধিকাংশ ব্যাকরণ বইই ছাত্রপাঠ্য। তাই ক্রিয়া বিষয়ক আলোচনাগুলির একটি প্যাটার্ন লক্ষিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ এই সব ব্যাকরণ চর্চায় বিশ

শতক থেকে শুরু হয়েছে। তাই কিছু ভিন্নধর্মী ব্যাকরণও রচিত হয়েছে। পবিত্র সরকারের *পকেট বাংলা ব্যাকরণ* (১৯৯৪), জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (১৯৯৬), রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ*—দুই খণ্ড (২০১১) এগুলি উল্লেখ্য।

এছাড়া বাংলা ভাষার কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োজনে, বা প্রযুক্তির প্রয়োজনে বর্তমানে বাংলার কাঠামো নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কখনও বাংলায় কখনও বা ইংরেজিতে। ক্রিয়া নিয়েও এই দুই ধারার আলোচনা রয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'The Verb' অংশে বাংলা ধাতু, ধাতুর ঐতিহাসিক ও এককালিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিভাগ, ক্রিয়ার কাল প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকার তাঁর *The Bengali Verb (১৯৭৬) এবং বাংলা একশাব্দিক ক্রিয়া (২০০৩)* প্রবন্ধে বাংলা ক্রিয়ার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যতাত্ত্বিক সংগঠন বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের *Bengali-Oriya Verb Morphology: A Contrastive Study* (১৯৯৩) বইয়ে বাংলা ধাতু, ক্রিয়ার রূপতত্ত্বগত শ্রেণিবিভাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অলিভা দাক্ষী বাংলা ক্রিয়ার প্রকার (aspect) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর *Aspect in Bengali* (২০০০) বইতে। হিন্দি-উর্দু সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য যৌগিক ক্রিয়া। অনেকে হিন্দি-উর্দু-কাশ্মীরি-মারাঠি সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার যৌগিক ক্রিয়া বিষয়ক বিশেষ আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় এই নির্দিষ্ট বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার *(Aspects of Compound Verbs in Bengali (Unpublished M.A Dissertation in Linguistics), ১৯৭৫; বহুশাব্দিক ক্রিয়া, ২০১২),* প্রবাল দাশগুপ্ত *(The Internal Grammar of Compound Verb in Bangla, ১৯৭৭),* সোমা পাল *(Composition of Compound Verbs in Bangla, ২০০৩)* প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটের ক্রিয়া বিষয়ক আলোচনা করেছেন সোমা পাল *(Representing Compound Verbs in Indo WordNet, ২০১০),* সংযুক্তা ঘোষ *(A Generative Lexicon Account of Bangla Complex Predicates, ২০১৫)* প্রমুখ গবেষক।

বর্তমানে ভারতীয় ভাষাগুলি নিয়ে প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে চর্চা চলছে। সেখানে সাপেক্ষ ব্যাকরণ (Dependency Grammar) যা পাণিনীয় ব্যাকরণের অনুসারী—অনুসৃত হচ্ছে। সেজন্য ভাষাগুলিকে, ভাষার ব্যাকরণকে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করার পরিসর তৈরি হয়েছে। সাপেক্ষ ব্যাকরণে ক্রিয়াকে কেন্দ্রে রেখে ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য পদের কারক ও অন্যান্য সম্পর্ক দেখিয়ে ভাষা বিশ্লেষিত হয়। এই সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি ভাষার বৃক্ষচিত্রমালা (TreeBank), ক্রিয়া কাঠামো (Verb frame) প্রভৃতি বিষয় নির্মাণ করা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। IIIT Hyderabad থেকে ভারত সরকার প্রদত্ত 'Taruvithi' নামক ভারতীয় কয়েকটি ভাষার 'Treebank' তৈরির গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল যন্ত্রানুবাদের জন্য। সেই সূত্রে বাংলা ক্রিয়া বিষয়ক বিভিন্ন নতুন বিষয় চোখে পড়ে। প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষচিত্রমালা (Treebank), ক্রিয়া কাঠামো (Verb frame) প্রভৃতি বিষয় বাংলা ভাষার জন্য অনুসন্ধান করা হয়েছে।

১.৫ অধ্যায় বিভাজন

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

প্রথম অধ্যায়ের 'ভূমিকা' অংশ উল্লেখের পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট। সেখানে বাংলা ভাষার প্রযুক্তিগত অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তির সাপেক্ষে ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য যে চর্চা চলছে তাতে সাপেক্ষ ব্যাকরণ সমাদৃত হয়েছে। সাপেক্ষ ব্যাকরণ মূলত পাণিনীয় ব্যাকরণের আদলে নির্মিত যা বাংলা তথা ভারতীয় ব্যাকরণগুলির জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সেজন্য

এই অধ্যায়ে সাপেক্ষ ব্যাকরণের প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। কারণ প্রযুক্তি ছাড়াও ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাতেও এই ব্যাকরণ বিশেষভাবে কার্যকরী।

তৃতীয় অধ্যায়:

এই গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ধাতুগুলির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। মূলত ধাতুর গঠনবিন্যাস ও অর্থ অনুযায়ী বিষয়টি দেখা হয়েছে। বাংলা ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ধাতুগুলির গঠনপ্রক্রিয়া ঠিক ঠিক করে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ধাতু বা ক্রিয়ামূলের গঠন বিভিন্ন রকমের। বাক্যে মৌলিক ধাতুর পাশাপাশি সাধিত ধাতুও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া যেমন একপদী ধাতুর ব্যবহার রয়েছে তেমনি বহুপদী ক্রিয়ামূল ব্যবহৃত হয়। তাই এই অধ্যায়ে বাংলা ধাতুগুলির গঠনবিন্যাসের স্বরূপ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি ধাতুর নিজস্ব অর্থ থাকে। অর্থগুলি বিচার করলে দেখা যায় ধাতুগুলির বিভন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়: ধাতুর পরিপূরক উপাদান ও ক্রিয়া-কাঠামো

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বাংলা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পরিপূরক উপাদান এবং ক্রিয়া-কাঠামো বিষয়ে। একটি বাক্যে ক্রিয়া ও কতগুলি পরিপূরক উপাদান (বিশেষ্যগুচ্ছ) বসে বাক্যটিকে অর্থপূর্ণ করে। কিছু উপাদান থাকে যেগুলি না থাকলে বাক্যটির অর্থ সম্পূর্ণ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিছু উপাদান থাকে যেগুলির বাক্যে আবশ্যিকতা না থাকলেও বাক্যে অতিরিক্ত অর্থ যুক্ত করে। বাক্যে কতগুলি আবশ্যিক পরিপূরক উপাদান বসবে তা নির্ভর করে ধাতু বা ক্রিয়ামূলের চরিত্রের ওপর। আবার একই ধাতু অন্য অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হলে তার যুক্তি সংগঠনে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। সেজন্য বর্তমানে ব্যবহৃত বাংলা ধাতুগুলির যুক্তি সংগঠন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রযুক্তির প্রয়োজনের দিকটি ভেবে বাংলা ক্রিয়া-কাঠামো আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: ক্রিয়াপদ গঠন

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন বিষয়ে। বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময় ধাতুর সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়াবিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণতার ভেদে দুই রকমের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়—সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। সমাপিকা ক্রিয়ায় যে ক্রিয়াবিভক্তিগুলি যুক্ত হয় তাদের নির্দিষ্ট অর্থ যেমন রয়েছে তেমনি নির্দিষ্ট ক্রমও রয়েছে। আবার বিভক্তি বা প্রত্যয় ভেদে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ভিন্নতা রয়েছে। ধাতুর সঙ্গে যে বিভক্তি বা প্রত্যয়গুলি জুড়ে যে সমস্ত ক্রিয়াপদ গঠিত হচ্ছে তার সামগ্রিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়টি আরও একটি বিশেষ কারণে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা বাক্যে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় তাতে ক্রিয়ামূল হিসাবে যেমন একপদী ধাতু থাকে তেমনি বহুপদী ধাতুও থাকে; যার মধ্যে একটি হল যৌগিক ক্রিয়ামূল। যৌগিক ক্রিয়ামূলের গঠিত হয় অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিকা ক্রিয়ার মিশ্রণে। তাই যৌগিক ক্রিয়াপদের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বাংলা ক্রিয়াপদের আলোচনাও জরুরি।

ষষ্ঠ অধ্যায়: যৌগিক ক্রিয়া

বাংলা ভাষার এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হল ‘যৌগিক ক্রিয়া’। সাধারণত দুটি ক্রিয়া মিলিত হয়ে একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বৈচিত্র্য। যৌগিক ক্রিয়ার গঠনগত বৈচিত্র্য ছাড়াও যেমন রয়েছে অর্থগত বৈচিত্র্য তেমনি অন্বয়তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যটিও বিষয়টিকে বিশিষ্ট করেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়া হিসাবে যে তালিকা পূর্ববর্তী গবেষণা প্রবন্ধ থেকে পাওয়া তা যাচাই করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: সংযুক্ত ক্রিয়া

বাংলা ভাষা তথা ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে আরেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ‘সংযুক্ত ক্রিয়া’। একটি নামপদ এবং একটি ক্রিয়ার সংমিশ্রণে একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশিত হলে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। সংযুক্ত ক্রিয়ার

গঠন বৈচিত্র্যের পাশাপাশি অর্থগত এবং অন্বয়তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও নজরে পড়ে। সেই বিভন্নতার দিকগুলি এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত ক্রিয়ায় নামপদ ছাড়া যে ধাতুগুলি যুক্ত তার একটি পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সঙ্গে পরিসংখ্যানগত বহুল ব্যবহৃত ধাতু যা এই ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে সংযুক্ত ক্রিয়া উৎপন্ন করে সেগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। এবং সেগুলি যখন সংযুক্ত ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তখন সংযুক্ত ক্রিয়াটির অর্থ-অন্বয়তাত্ত্বিক গঠন কেমন হয় তা তুলে ধরা হয়েছে ক্রিয়া-কাঠামোর মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট ও সাপেক্ষ ব্যাকরণ

২.০ সূচনা

ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানজগতের অন্যান্য বিষয়গুলির মেলবন্ধনে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল পরিগণকীয় ভাষাবিজ্ঞান (Computational Linguistics) যা কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের মিলিত প্রয়াসে উদ্ভূত। আধুনিক প্রযুক্তি এসে যাওয়ার ফলে বিষয়টির চর্চা ও পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব-ভাষা অর্থাৎ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, যা ব্যবহারের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তা মেশিনের সাহায্যে ব্যবহার করতে গেলে ভাষার উপাদানগুলিকে মেশিনের উপযোগী করে সাজাতে হয়। বিচার করে দেখা প্রয়োজন মেশিনের পরিমণ্ডলের কোন দিকগুলি এই কাজে লাগতে পারে। মেশিনের কাছে মানব-ভাষা গ্রহণযোগ্য করে তোলা এক জটিল প্রক্রিয়া। মানব মস্তিষ্কে যে ভাষা-এলাকা (Broca’s and Wernicke's areas) রয়েছে সেখান থেকে ভাষা শোনা, বোঝা, শব্দ-সৃজন প্রভৃতি কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ চেষ্টা করেছে এমন এক যন্ত্র নির্মাণের যেখানে রাখা থাকবে মানব-মস্তিষ্কের অনুরূপ কৃত্রিম বুদ্ধি। মানব মস্তিষ্ক বা স্মৃতির প্রতিরূপ এমনই এক ‘মেমোরি’ রয়েছে কম্পিউটারে, যার মধ্যে রাখা যায় অজস্র ডাটা। প্রয়োজন অনুযায়ী ডাটাগুলি ব্যবহরের জন্য রচিত হয় বিভিন্ন প্রোগ্রামিং-এর নিয়মবিধি। যার দ্বারা যন্ত্রানুবাদ (Machine Translation), ভাষা পরিচিতি (Language recognition), লেখা পড়ে বোঝা (Text understanding), লেখা থেকে কথা (Text-to-speech,) কথা থেকে লেখা (Speech-to-text), উক্তি পরিচিতি (Speech recognition), প্রশ্নোত্তর (Question answering), বাক্যের অর্থ বোঝা

(Sentence comprehension), বাক্য তৈরি (Sentence generation) ইত্যাদির মতো ভাষাসংক্রান্ত জটিল কাজগুলি মেশিনের সাহায্যে সম্পাদন করানোর চেষ্টা চলে। এর জন্য প্রয়োজন ভাষাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং-এর মাধ্যমে ভাষার পরিগণকীয় কাঠামো প্রস্তুত করা হয়, যার লক্ষ্য হল ভাষা বিশ্লেষণ এবং ভাষা উৎপাদন করা। এই সূত্রে উদ্ভূত হয়েছে ভাষাকে, ভাষার ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণকে নতুন আঙ্গিকে দেখার এক পরিসর।

২.১ প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট

ভাষা-প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করে কয়েক দশক ধরে বিশ্ব জুড়ে চলছে বিভিন্ন ভাষার ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং-এর কাজ। কয়েক দশক আগে ভারতেও এই জাতীয় উদ্যোগ শুরু হয়। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রথম ভাষাংশ (corpus) হল 'Kolhapur Corpus of Indian English (KCIE)' যা ১৯৮৮ সালে শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস.ভি শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়[১]। বহুভাষী দেশ ভারতের প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব বুঝে ১৯৯১ সালে ভারত সরকারের বৈদ্যুতিন বিভাগ (Department of Electronics, Govt. of India) এবং Technology Development for Indian Languages (TDIL)-এর যৌথ উদ্যোগে সংবিধান স্বীকৃত ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য মেশিন উপযোগী ভাষাংশ নির্মাণের প্রকল্প শুরু হয়। সেখানে ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়লম প্রভৃতি ভাষাগুলির প্রতিটির জন্য প্রায় এক কোটি শব্দের কর্পাস তৈরির লক্ষ স্থির করা হয়। নির্মিত কর্পাসগুলির পদটীকা, (POS tagging), পৌনঃপুনিকতা পরিমাপ (frequency count), বানান পরীক্ষক (spell-checkers), রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (morphological processing) প্রভৃতি বিষয় যুক্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৯৪ সালে শেষের দিকে প্রোজেক্টটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। ততদিনে প্রতিটি ভারতীয় ভাষাগুলির প্রায় ৩০ লক্ষ শব্দের ভাষাংশ তৈরি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলা-ওড়িয়া-অসমিয়া ভাষার জন্য ভুবনেশ্বর (IIALS, Bhubaneswar) থেকে 'TDIL'-এর যে কর্পাসে পদপরিচয় (POS tagging)-এর কাজ হয়েছিল তা ব্যবহার করেই অনেকাংশে প্রায় শতকরা ৮০-৮৫ ভাগেরও বেশি সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল[২]।

এরপর বিভিন্ন ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক প্রত্যেকে উদ্যোগী হয়ে ভাষা-প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

মেশিন উপযোগী ভাষাংশ তৈরি ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিনির্ভর কাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আই.আই.টি বোম্বে, আই.আই.টি মাদ্রাজ, আই.আই.আই.টি হায়দ্রাবাদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই.এস.আই কলকাতা প্রভৃতি বিশেষভাবে অবদান রেখে চলেছে। যেমন—আইআইটি বোম্বের পরিচালনায় ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ১৮টি ভাষা (হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, সংস্কৃত প্রভৃতি)-র শব্দজাল (IndoWordNet) তৈরির জন্য গোটা ভারতব্যাপী কাজ চলতে থাকে। বাংলা শব্দজালের কাজে ভূমিকা নেয় আই.এস.আই কলকাতা। এই শব্দজালের সাহায্যে কোনও শব্দের অর্থ, পদপরিচয়, প্রতিশব্দ প্রভৃতি বিষয় জানা যায়। যা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আই.আই.আই.টি হায়দ্রাবাদের পরিচালনায় বাংলা সহ ভারতীয় হিন্দি, বাংলা, মারাঠি সহ কয়েকটি ভাষার বৃক্ষচিত্রমালা (Treebank) বিকশিত হয়েছে। এছাড়া নতু নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

ভাষা-প্রযুক্তির জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন হয় প্রচুর ভাষাংশ (corpus)। আরও ভালো হয় যদি তা হয় টীকাযুক্ত ভাষাংশ সংগ্রহ (annotated tex and spaeech corpora)। যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ভাষা-সম্পদ (language resources)। এটি ভাষা-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি যেমন ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি প্রযুক্তিনির্ভর ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যার জন্য ভাষাংশে কয়েকটি স্তরে পর্যায়ক্রমে টীকা যোগ করা হয়। পদ (word level/POS tag), পদগুচ্ছ (phrase/chunk), রূপতত্ত্ব (morphology/word formation), বাক্য (sentence), বৃক্ষচিত্র (tree) প্রভৃতি পর্যায়ে সংগৃহীত ভাষাংশগুলিতে টীকা যোগ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ভাষার যে বৃক্ষচিত্র (Treebank) সংকলনের কাজ চলছে তা অন্বয়ের প্রয়োজনে ব্যাকরণসম্মত টীকাযুক্ত। এই অন্বয়গত টীকাযুক্ত বৃক্ষচিত্রমালাই হল ভাষার উপকরণ সম্প্রসারণের মূল ভিত্তি। এর সঙ্গে অন্যান্য টীকা জুড়ে দেওয়া যায়। সেজন্য বিভিন্ন ভাষায় টীকাযুক্ত বৃক্ষচিত্রমালা সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া

হয়েছে। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো রূপে মূলত পদগুচ্ছ সংগঠন (phrase structure) এবং সাপেক্ষ ব্যাকরণ (dependency grammar)-এর কাঠামোই অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে পদগুচ্ছ সংগঠন (phrase structure) একটি সমাদৃত ও বহুল আলোচিত বিষয়। পদগুচ্ছ সংগঠন (Phrase structure) তাত্ত্বিক ও পরিগণকীয় ভাষাবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে গ্রহণীয় হয়েছে। এই সংগঠনে একটি বাক্যের উপাদানগুলিকে কয়েকটি পদগুচ্ছে বিভক্ত করা হয়। যেমন—বিশেষ্য পদগুচ্ছ, ক্রিয়া পদগুচ্ছ ইত্যাদি। বাক্যের উপাদানগুলিকে পদশ্রেণি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় নির্ণিত হয়। যেমন—

১. তারা ভাত খায়।
সে.বহু.কর্তা ভাত.কর্ম খা-.বর্ত.৩পু

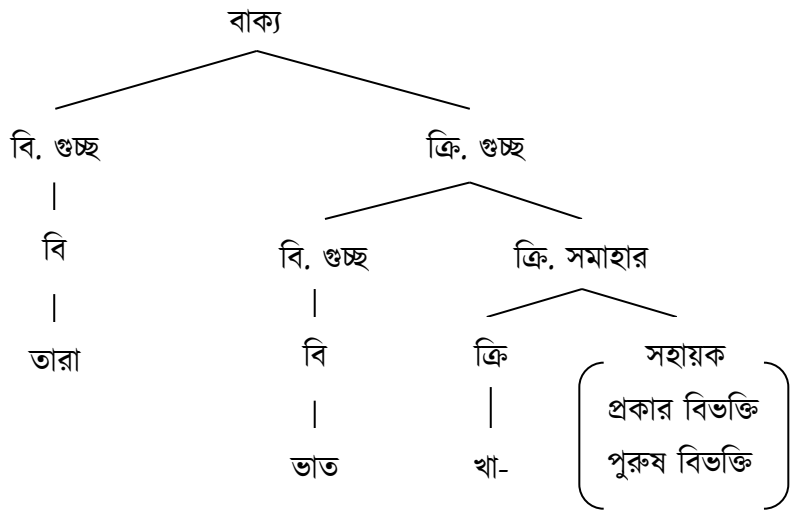

বৃক্ষচিত্র ২.১: পদগুচ্ছ সংগঠন

পদগুচ্ছ সংগঠন (Phase Structure)-কে ভিত্তি করে Penn English Treebank, Penn Korean Treebank, Penn Chinese Treebank, Penn Arabic Treebank, Spanish TreeBank প্রভৃতি বৃক্ষচিত্রমালা গড়ে তোলা হয়।

অন্যদিকে সাপেক্ষ ব্যাকরণ (Dependency Grammar) অনুযায়ী বাক্যের উপাদানগুলিকে অন্বয়গত কেন্দ্রিকতা এবং অর্থগত ভূমিকা অনুযায়ী সাজানো হয়। বাক্যের উপাদানগুলি প্রধান-আশ্রিত

(head-dependent) সম্পর্কে থাকে এবং তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক দেখানো হয়। সাপেক্ষ ব্যাকরণ অনুযায়ী বৃক্ষচিত্র:

২. তারা ভাত খাবে।
সে.বহু.কর্তা ভাত.কর্ম খা-.ভব.৩পু

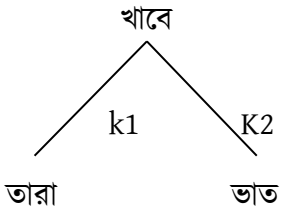

বৃক্ষচিত্র ২.২: সাপেক্ষ সংগঠন

Prague Dependency Tree Bank, Russian Dependency Treebank, The Alpino Dependency Treebank, The Quranic Arabic Dependency Treebank (QADT) প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে সাপেক্ষ সংগঠন (Dependency structute) অনুযায়ী।

২.২ সাপেক্ষ ব্যাকরণ

পদগুচ্ছ ব্যাকরণ (PSG)—যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা চলছে। বাংলা ভাষায়র ক্ষেত্রেও বহুল চর্চিত। এ ব্যাকরণের মূল কাঠামোর মধ্যে বাক্যের পদক্রমের বিষয়টি গণোনার মধ্যে ছিল। যেহেতু আর উত্থান ইংরেজির মতো একটি বিশ্লেষণাত্মক ভাষা (Analytical Language)-কে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে সাপেক্ষ ব্যাকরণে অন্বয়গত কেন্দ্রিকতা থাকার কারণে যে সকল ভাষায় পদের ক্রমটি নির্দিষ্ট নয়, সে সকল ভাষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় ভাষাগুলির, বিশেষ করে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার চরিত্র খানিকটা সংশ্লেষক ভাষা (Synthetic Language)-র মতোই। যেখানে পদক্রম তুলনায় শিথিল কিন্তু অন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব বা অন্বয়তত্ত্বে ক্রিয়ার অন্বয় কেন্দ্রিকতা বাক্যের মূল কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। পদগঠনের রূপতত্ত্ব অনুসারে বাংলা পদগুলি পদান্তর অন্বয়ের চিহ্ন বিভক্তি হিসেবে গ্রহণ করে যেটি সংস্কৃতে ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলায় সেই সমৃদ্ধি না থাকলেও বেশ খানিকটা ঐতিহ্য রয়েছে পদগঠনে।

পরিগণকীয় ভাষাবিজ্ঞানের জন্য সাপেক্ষ ব্যাকরণের বৃদ্ধি পেয়েছে। সাপেক্ষ ব্যাকরণ হল আধুনিক ব্যাকরণগত তত্ত্বগুলির একটি বিশেষ শ্রেণি যা বাক্যের দুটি পদ বা পদগুচ্ছের সাপেক্ষ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি প্রাথমিকভাবে লুসিয়েন টেসনিয়ের (Lucien Tesnière)-এর কাজ থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। এটিকে পদগুচ্ছ সংগঠনের বিপরীত একটি সংগঠন হিসাবে ধরা হয়। এখানে প্রধান (head) ও আশ্রিত (dependent) উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়। সাপেক্ষ সংগঠন পাণিনীয় ব্যাকরণকে অনুসরণ করে নির্মিত।

পাণিনির ব্যাকরণ এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী। এই ব্যাকরণকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (descriptive grammar) ও সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান (generative grammar)-এর প্রাচীনতম উৎস বলে ধরেন কেউ কেউ। পাণিনি (আনু: ৪০০-৫০০ খ্রি.পূ.) 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের আটটি অধ্যায়ে বর্ণিত সূত্রগুলি যেমন নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য, ভাষার কাঠামোকে যেমন বর্ণনা করে তেমনি নতুন পদ তৈরি করতে সাহায্য করে।

কিছু ভারতীয় ভাষার বৃক্ষচিত্রমালা (treebank) গঠন করা হয় পাণিনীয় ব্যাকরণগত কাঠামোকে ভিত্তি করে। পাণিনীয় ব্যাকরণ একপ্রকার সাপেক্ষ সংগঠন (Dependency structute)। বাক্য বিশ্লেষণের জন্য পাণিনীয় ব্যাকরণে কারক সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারক-সম্পর্কের দ্বারা অন্বয়-শব্দার্থগত তথ্যগুলি উপলব্ধ হয়। ভাষা-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে পাণিনীয় সাপেক্ষ ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে তাতে কারক ছাড়াও অন্যান্য সম্পর্ক দেখানো হয়। এখানে মূলত 'Anncorra: Treebanks for indian languages, guidelines for annotating hindi treebank (2009)'[৩] অনুযায়ী কারক ও অন্যান্য সম্পর্কের জন্য যে চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা অনুসৃত হয়েছে।

২.২.১ কারক সম্পর্ক

বাক্যে ক্রিয়াপদ ছাড়াও এক বা একাধিক পদ বা পদগুচ্ছ থাকে। এই পদ বা পদগুচ্ছগুলি বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক থাকে। পাণিনীয় সাপেক্ষ ব্যাকরণ অনুসারে প্রত্যক্ষ সম্পর্কগুলি মূলত কারক-সম্পর্কের হয়ে থাকে। কারক ছাড়াও অন্যান্য এই জাতীয় কিছু সাপেক্ষ

সম্পর্ক স্তরে স্তরে বাক্যের কাঠামোকে সুদৃঢ় করে। এছাড়া থাকে কিছু সাপেক্ষ সম্পর্কহীন উপকরণ। সাপেক্ষ ব্যাকরণ অনুযায়ী কারক সম্পর্ক বোঝাতে 'k' ব্যবহৃত হয়। ভাষার কাঠামো অনুসারে কারকের প্রকারভেদ অনুযায়ী 'k'-এর সঙ্গে নম্বর জুড়ে দেওয়া হয়। কারক ব্যতীত অন্যান্য সম্পর্কগুলির রকমফের অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সংকেত ব্যবহৃত হয়। এই সম্পর্কগুলিকে ধাতুর সাপেক্ষে পৃথক পৃথকভাবে দেখানো যেতে পারে। এই ব্যাকরণ অনুসারে কারক ছয় প্রকার—

i. k1: কর্তৃকারক
ii. k2: কর্মকারক
iii. k3: করণকারক
iv. k4: সম্প্রদান কারক
v. k5: অপাদান কারক
vi. k7: অধিকরণ কারক

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় 'সম্প্রদান কারক'-এর ব্যবহার আধুনিক বাংলায় অনুপস্থিত। এটিকে কর্ম কারকেরই একটি রীতির অন্তর্গত বলে মানা হয়। অন্যদিকে ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে নিমিত্ত কারকের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাকে কারকের তালিকায় না রেখে অন্যান্য সম্পর্কের তালিকায় (rt, rh) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হেতু (rh) এবং উদ্দেশ্য (rt)—উভয়ের মধ্যেই কারক সম্পর্ক থাকে। কারণ, এগুলি ক্রিয়া-সম্পাদনের উদ্দেশ্য ও কারণ বা হেতু হিসাবে কাজ করে।

k1: কর্তৃকারক

ক্রিয়া অকর্মক হোক বা সকর্মক বাক্যে একটি কর্তা থাকে। কর্তাকে 'k1' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

৩. শিশুটি ঘুমোচ্ছে।
শিশু.নির্দে.কর্তা ঘুমা-.বর্ত.ঘট.৩পু

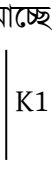

বৃক্ষচিত্র ২.৩: কর্তৃকারক-১

৪. ঘোড়া দৌড়াচ্ছে।
ঘোড়া.কর্তা দৌড়া-.বর্ত.ঘট.৩পু

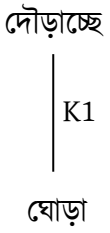

বৃক্ষচিত্র ২.৪: কর্তৃকারক-২

উপরের (৩) নং বাক্যে *শিশুটি* বিশেষ্যপদটি *ঘুমোচ্ছে* ক্রিয়াপদের সঙ্গে এবং (৪) নং বাক্যে *ঘোড়া* বিশেষ্যপদটি *দৌড়াচ্ছে* ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তৃকারক সম্বন্ধে রয়েছে। তাই কর্তৃকারক বোঝেতে 'k1' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। বাক্যে কর্তার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। যেমন—

ras-k1: সহযোগী কর্তা

কখনও কখনও কর্তা কারও সঙ্গে সম্মিলিত প্রয়াসে ক্রিয়া সম্পাদন করে। কর্তা যার সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে সহযোগী কর্তা (Associative) হিসেবে গণ্য করা হয়। সহযোগী কর্তাকে 'ras-k1' দ্বারা বোঝানো হয়। যেমন—

৫. রাকেশ মামার সঙ্গে মেলায় যাবে।
রাকেশ.কর্তা মামা.সম্ব অনু মেলা.স্থান যা-.ভবি.৩পু

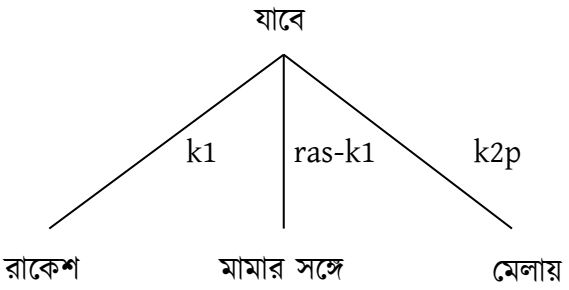

বৃক্ষচিত্র ২.৫: সহযোগী কর্তা-১

৬. দাদার সঙ্গে সীতাও জিলিপি খেয়েছে।
দাদা.সম্ব অনু সীতা.নিশ্চ জিলিপি.কর্ম খা-.বর্ত.পুরা.৩পু

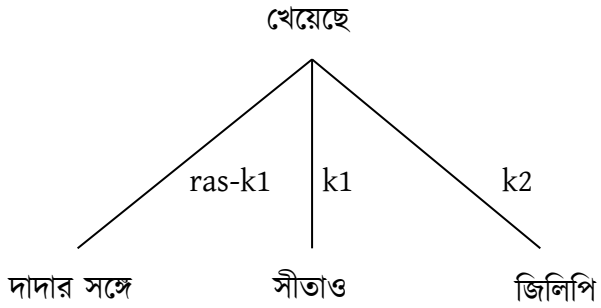

বৃক্ষচিত্র ২.৬: সহযোগী কর্তা-২

উপরের বাক্য দুটিতে কর্তা (k1) হিসেবে রয়েছে যথাক্রমে 'রাকেশ' এবং 'সীতা'। উভয় বাক্যেই কর্তার সঙ্গে একজন সহযোগী কর্তা রয়েছে। (৫) নং বাক্যে *রাকেশ* 'মামার সঙ্গে' মিলিত হয়ে 'যাওয়া' কাজটি এবং (৬) নং বাক্যে *সীতা* 'দাদার সঙ্গে' মিলে 'খাওয়া' কাজটি সম্পাদন করছে। তাই 'মামার সঙ্গে' এবং 'দাদার সঙ্গে' পদগুচ্ছ দুটিতে 'ras-k1' ব্যবহার করা হয়েছে সহযোগী কর্তা বোঝাতে।

k2: কর্মকারক

যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, ক্রিয়া সম্পাদনের ফল যেখানে পড়ে সেটিই কর্ম। কর্মই ক্রিয়া-সম্পাদনে পূর্ণতা দান করে। কর্মকে 'k2' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

৭.	অপু	বিরিয়ানি	খাবে।
	অপু.কর্তা	বিরিয়ানি.কর্ম	খা-.ভবি.৩পু

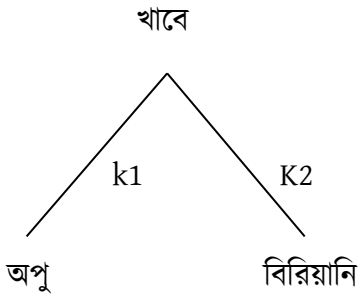

বৃক্ষচিত্র ২.৭: কর্মকারক-১

৮. শুভ্রা গান শুনছে।

শুভ্রা.কর্তা গান.কর্ম শোন্-.বর্ত.ঘট.৩পু

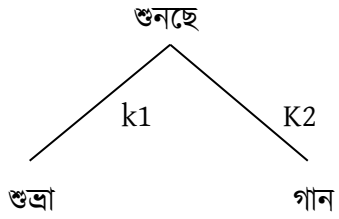

বৃক্ষচিত্র ২.৮: কর্মকারক-২

উপরের বাক্য দুটিতে কর্তা ছাড়াও কর্ম রয়েছে। (৭) নং বাক্যে *বিরিয়ানি* এবং (৮) বাক্যে *গান* কর্ম রূপে রয়েছে। কর্ম দুটিকে 'k2' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

k2g: গৌণকর্ম

ক্রিয়া সকর্মক হলে বাক্যে কর্ম থাকে। সকর্মক ক্রিয়ার কোনও কোনও ক্রিয়া দ্বিকর্মক হয়। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। সাধারণত কর্ম দুটির মধ্যে একটি প্রাণিবাচক এবং অন্যটি বস্তুবাচক হয়ে থাকে। বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম এবং প্রাণিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম ধরা হয়। গৌণ কর্মকে 'k2g' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৯. অনিল রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিল।

অনিল.কর্তা রিক্সাওয়ালা.কর্ম (গৌণ) ভাড়া.কর্ম (মুখ্য) দে-.অতী.৩পু

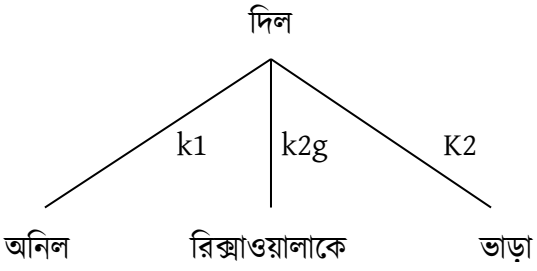

বৃক্ষচিত্র ২.৯: গৌণকর্ম-১

এই বাক্যে কর্তা *অনিল* ছাড়াও রয়েছে দুটি কর্ম—*রিক্সাওয়ালাকে* এবং *ভাড়া*। মুখ্য কর্ম *রিক্সাওয়ালাকে* 'k2' দ্বারা এবং গৌণ কর্ম *ভাড়া* ''k2g' দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

k3: করণ কারক

কর্তা যার দ্বারা কোনও কাজ সম্পন্ন করে, তা করণ-কারক বলে। করণ কারকে 'k3' দ্বারা চিহ্নিত হয়।

১০. পিসি	বটি	দিয়ে	সবজি	কেটেছে।
পিসি.কর্তা	বটি	করণ (অনু)	সবজি.কর্ম	কাট্-.বর্ত.পুরা.৩পু

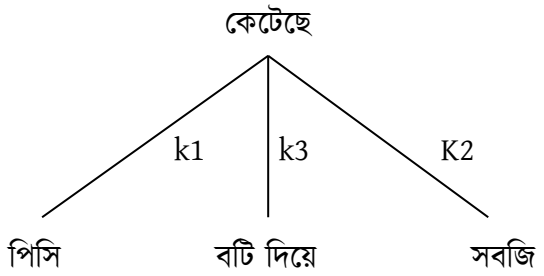

বৃক্ষচিত্র ২.১০: করণ কারক-১

১১. সে	চামচে	পায়েস	খাচ্ছে।
সে.কর্তা	চামচ.করণ	পায়েস.কর্ম	খা-.বর্ত.ঘট.৩পু

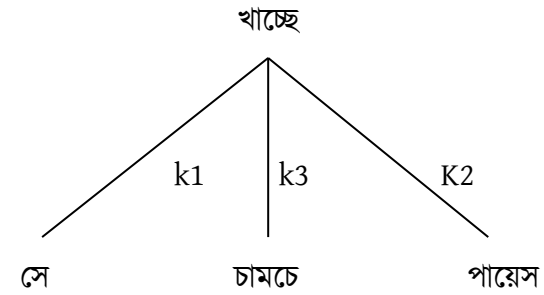

বৃক্ষচিত্র ২.১১: করণ কারক-২

এখানে বাক্য দুটিতে কর্তা যথাক্রমে বটি এবং চামচের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করছে। সেজন্য *বটি দিয়ে* এবং *চামচে* পদগুচ্ছ দুটি করণ কারকের সম্পর্কে রয়েছে এবং এই সম্পর্ক বোঝাতে 'k3' ব্যবহার করা হয়েছে।

যেহেতু বাংলায় সম্প্রদান কারককে গৌণ কর্ম রূপে বিবেচনা করা তাই এখানে তা আলাদা করে আলোচিত হল না।

k5: অপাদান কারক

অপাদান কারক কোনও কার্যকলাপের উৎস নির্দেশ করে। অর্থাৎ, যা কোনও ঘটনার উৎসস্থল—যেখান থেকে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু নির্গত, পতিত, উৎপন্ন ইত্যাদি হয় তাকে অপাদান কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অপাদান কারককে এখানে 'k5' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন—

১২. ছেলেটি গ্রাম থেকে এসেছে।

ছেলে.নির্দে.কর্তা গ্রাম অপা (অনু) আস্-.বর্ত.পুরা.৩পু

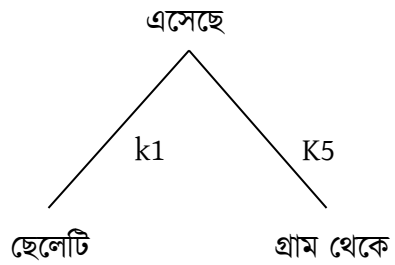

বৃক্ষচিত্র ২.১২: অপাদান কারক-১

১৩. মেসোমশাই কৃষ্ণনগর থেকে সরভাজা এনেছেন।

মেসোমশাই.কর্তা কৃষ্ণনগর অপা (অনু) সরভাজা.কর্ম আন্-. বর্ত.পুরা.৩পু (সম্মা)

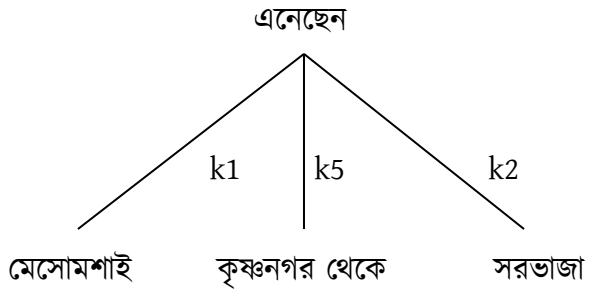

বৃক্ষচিত্র ২.১৩: অপাদান কারক-২

এখানে (১২) নং বাক্যে কর্তার উৎস বোঝাতে *গ্রাম থেকে* এবং (১৩) নং বাক্যে কর্মের উৎস বোঝাতে *কৃষ্ণনগর থেকে* পদগুচ্ছ দুটি ব্যহৃত হয়েছে। পদগুচ্ছ দুটিই ক্রিয়ার সঙ্গে অপাদান কারকের সম্পর্কে রয়েছে। আর অপাদান কারক বোঝাতে 'k5' ব্যবহার করা হয়েছে।

k7: অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সংঘটনের ক্ষেত্রে আধার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যাকে আধার করে কোনও ঘটনা ঘটে বা কিছু অবস্থান করে, বাক্যে তা অধিকরণ কারকের সম্পর্কে থাকে। এই আধার স্থান, কাল এবং বিষয়ভেদে তিন প্রকার হতে পারে। সেই অনুসারে তিন প্রকার অধিকরণ কারক। যথা—

i. কালাধিকরণ (k7t),

ii. স্থানাধিকরণ (k7p)

iii. বিষয়াধিকরণ (k7)

k7t: কালাধিকরণ

১৪. আজ আমরা সিনেমা দেখব।

আজ.কালাধি আমরা.বহুব.কর্তা সিনেমা.কর্ম দেখ্-.ভবি.৩পু

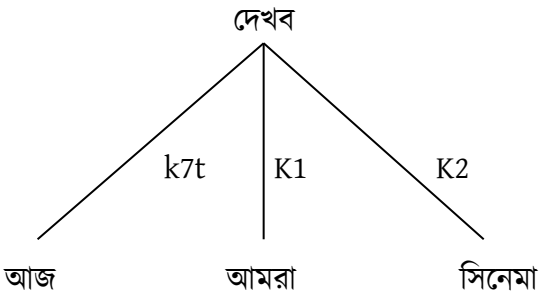

বৃক্ষচিত্র ২.১৪: অধিকরণ কারক-১

এই বাক্যে *আজ* পদটি সময়কে নির্দেশ করেছে। এই সময়রূপী আধারের উপর ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে। তাই এটি কালাধিকরণ। এই কালাধিকরণকে বোঝাতে 'k7t' ব্যবহৃত হয়েছে।

k7p: স্থানাধিকরণ

১৫. কাকা বাড়িতে আছে।

কাকা.কর্তা বাড়ি.স্থানাধি আছ্-.বর্ত.৩পু

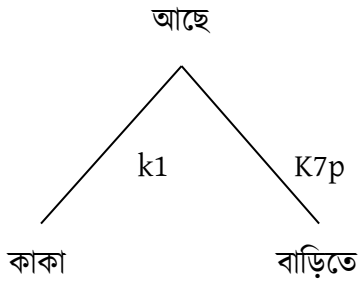

বৃক্ষচিত্র ২.১৫: অধিকরণ কারক-২

(১৫) নং বাক্যে *বাড়ি* হল স্থানাধিকরণ। এই স্থানাধিকরণকে বোঝাতে 'k7p' ব্যবহার করা হয়েছে।

k7: বিষয়াধিকরণ

১৬. সে দুরবস্থায় পড়েছে।

সে.কর্তা দুরবস্থা.বিষয়াধি পড়্-.বর্ত.পুরা.৩পু

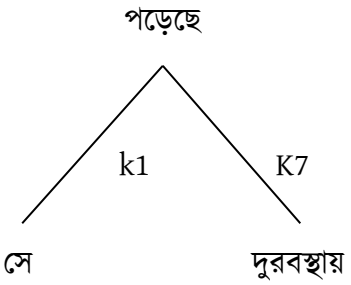

বৃক্ষচিত্র ২.১৬: অধিকরণ কারক-৩

এই বাক্যে *দুরবস্থায়* হল বিষয়াধিকরণ। এটি বোঝাতে 'k7' ব্যবহৃত হয়েছে।

২.২.২ অন্যান্য সাপেক্ষ সম্পর্ক

বাক্যে এমন কিছু উপাদান থাকে যেগুলির সঙ্গে সরাসরি ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে না। সেজন্য ক্রিয়ার সঙ্গে সেগুলির কারক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কিন্তু সেগুলি পরোক্ষে যুক্ত থাকে। কারক ছাড়াও সেগুলির সঙ্গে অন্যান্য সম্পর্ক থাকে। যেমন—সম্বন্ধ পদ, সম্বোধন পদ, তারতম্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি। সেগুলিকে বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যথা—

r6: সম্বন্ধ সম্পর্ক

বাক্যে পদগুচ্ছের গঠন বিভিন্ন প্রকারের হয়। কখনও কখনও দুটি পদের সম্বন্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে পদগুচ্ছ তৈরি হয়। সম্বন্ধ সম্পর্ক দুটি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মধ্যে থাকে। এখানে একটি আরেকটির অধিকারে থাকে। একটি আরেকটিকে বিশেষায়িত করে দেয়। ইংরেজি 'case system' অনুযায়ী 'Genitive case বা Possessive case'-এর অন্তর্ভুক্ত। বাংলায় ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই তাই সম্বন্ধ পদ কারকপদবাচ্য নয়। একে 'r6' (r < relation) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বাংলায় সম্বন্ধ পদের জন্য '-র, -এর' বিভক্তি যুক্ত হয়।

১৭. গাছের ডাল।

ডাল
|
r6
|
গাছের

বৃক্ষচিত্র ২.১৭: সম্বন্ধ সম্পর্ক-১

১৮. মামার বাড়ি।

বাড়ি
|
r6
|
মামার

বৃক্ষচিত্র ২.১৮: সম্বন্ধ সম্পর্ক-২

(১৭) নং উদাহরণে 'গাছ' এবং 'ডাল' পদ দুটির মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য 'গাছ' পদের সঙ্গে '-এর' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে (১৮) নং উদাহরণে 'মামার' এবং 'বাড়ি' পদ দুটি সম্বন্ধ সম্পর্কে রয়েছে।

কখনও কখনও সংযুক্ত ক্রিয়ার যুক্তিগুলি (কর্তা বা কর্ম) সম্বন্ধ পদের সম্পর্কে থাকে. সংযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হয় নামপদ ও ধাতু সহযোগে [বিস্তারিত সপ্তম অধ্যায়ে]। যেহেতু সম্বন্ধ পদ স্থাপিত হয় দুটি

বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের মধ্যে; বিশেষ্য-ক্রিয়ার মধ্যে নয়—তাই সংযুক্ত ক্রিয়ার যুক্তিগুলি বিশেষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্কে থাকে। সেক্ষেত্রে যুক্তিগুলি 'r6-k*' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন—

১৯. আগামীকাল মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হবে।

আগামীকাল.কালাধি মন্দির.নির্দে.সম্ব.কর্তা প্রতিষ্ঠা হ-.ভবি.৩পু

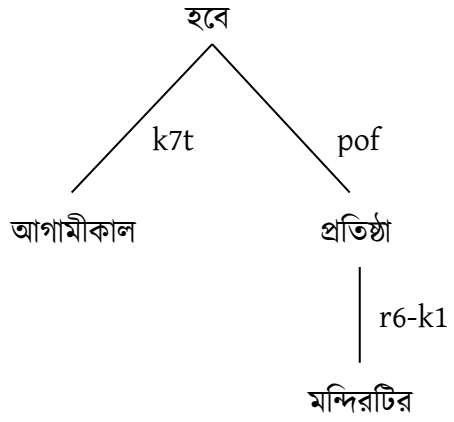

বৃক্ষচিত্র ২.১৯: সম্বন্ধ সম্পর্ক-৩

এই বাক্যে 'প্রতিষ্ঠা হবে' সংযুক্ত ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার নামপদ অংশ 'প্রতিষ্ঠা'-র সঙ্গে 'মন্দির' সম্বন্ধ পদে জুড়ে রয়েছে। আবার 'মন্দির' এই বাক্যের কর্তা। তাই এই জাতীয় সম্বন্ধ সম্পর্কযুক্ত কর্তাগুলিকে 'r6-k1' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। একইভাবে—

২০. আগামীকাল মানসবাবু মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করবেন।

আগামীকাল.কালাধি মানসবাবু.কর্তা মন্দির. নির্দে.সম্ব.কর্ম প্রতিষ্ঠা কর্-.ভবি.৩পু

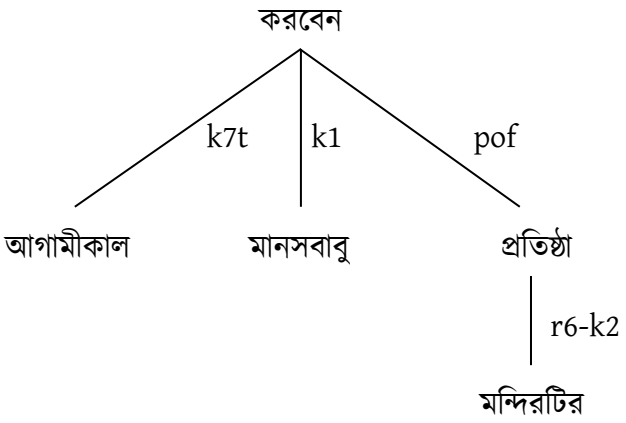

বৃক্ষচিত্র ২.২০: সম্বন্ধ সম্পর্ক-৪

এই বাক্যে ‘মন্দির’ পদটি ‘প্রতিষ্ঠা করবেন’ সংযুক্ত ক্রিয়ার কর্ম যেটি ‘প্রতিষ্ঠা’ পদের সঙ্গে সম্বন্ধ পদে যুক্ত রয়েছে। তাই এই জাতীয় সম্বন্ধ সম্পর্কযুক্ত কর্মকে ‘r6-k2’ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

কখনও কখনও একটি বিশেষ্য পদ ও ক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কের মতো এক প্রকার সম্পর্ক দেখা দেয়। যেটি কারক সম্পর্কও নয়। এই রকম অবস্থার জন্ম নিলে তা ‘r6v’ দ্বারা বোঝানো হয়। যেমন—‘রামের একটা ল্যাপটপ আছে’ বাক্যের বিশেষ্য পদ ‘রাম’ সম্বন্ধ সম্পর্কের মতো জুড়ে আছে ‘আছে’ ক্রিয়ার সঙ্গে।

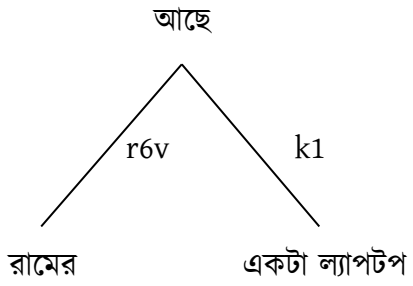

বৃক্ষচিত্র ২.২১: সম্বন্ধ সম্পর্ক-৫

rad: সম্বোধন সম্পর্ক

বাক্যে যে পদের দ্বারা কাউকে আহ্বান করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলা হয়। সম্বন্ধ পদের মতো ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বোধন পদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না, তাই এটিকেও কারক বলা হয় না। ইংরেজিতে একে ‘Vocative case’ বলা হয়েছে। সম্বোধন পদকে ‘rad’ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

২১.	মা,	ভাত	দাও।
	মা.সম্বো	ভাত.কর্ম	দে-.অনুজ্ঞা

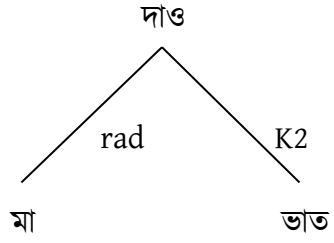

বৃক্ষচিত্র ২.২২: সম্বোধন সম্পর্ক

rt: উদ্দেশ্য সম্পর্ক

প্রতিটি কার্যের পিছনে কারণ থাকে। ঠিক তেমনি ক্রিয়ার কার্য সম্পাদনের পিছনে থাকে উদ্দেশ্য বা কারণ। কখনও কখনও তা প্রকট হয়ে পড়ে। সাপেক্ষ ব্যাকরণ অনুযায়ী কার্যের উদ্দেশ্যগুলি কারক-সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এগুলির সঙ্গে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। অনেকে এগুলিকে নিমিত্ত কারকের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। উদ্দেশ্যকে 'rt' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

২২. মোহন	পড়াশোনার	জন্য	কলকাতায়	আছে।
মোহন.কর্তা	পড়াশোনা.সম্ব	নিমিত্ত (অনু)	কলকাতা.স্থনাধি	আছ্-.বর্ত.৩পু

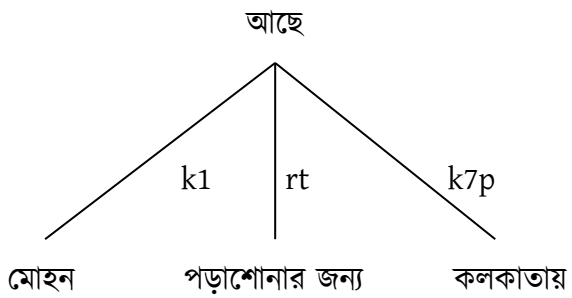

বৃক্ষচিত্র ২.২৩: উদ্দেশ্য সম্পর্ক

এই বাক্যের কর্তা 'মোহন' পড়াশোনার উদ্দেশ্যে বা নিমিত্তে ক্রিয়া সম্পদন করছে। তাই ক্রিয়ার সঙ্গে 'পড়াশোনার জন্য' পদগুচ্ছটির একধরনের উদ্দেশ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাই এটিকে 'rt' দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

rh: হেতু বা কারণ সম্পর্ক

বাক্যে কোনও কোনও বিশেষ্যগুচ্ছ ক্রিয়া সম্পাদনের কারণ বা হেতুকে নির্দেশ করে। বাংলা ভাষায় এগুলিও নিমিত্ত কারক পদবাচ্য। তবে সাপেক্ষ ব্যাকরণে হেতু বা কারণকে 'rh' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

২৩. কোভিডের	জন্য	বহু	মানুষ	চাকরি	হারিয়েছে।
কোভিড.সম্ব	নিমিত্ত (অনু)	বহু	মানুষ.কর্তা	চাকরি.কর্ম	হারা-.বর্ত.পুরা.৩পু

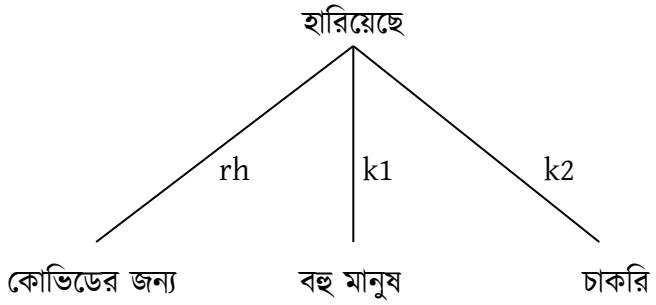

বৃক্ষচিত্র ২.২৪: হেতু বা কারণ সম্পর্ক

এই বাক্যে 'কোভিডের জন্য' বিশেষ্যগুচ্ছ 'হারিয়েছে' ক্রিয়ার কারণ। এটিকে 'rh' দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

২.২.৩ অ-সাপেক্ষ সম্পর্ক

বাক্যে আরও কিছু উপাদান থাকে যেগুলির মধ্যে সরাসরি সাপেক্ষ সম্পর্ক থাকে না। প্রথাগত সাপেক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও সেগুলির মধ্যেও এক প্রকার সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। এগুলির মধ্যে প্রধান-আশ্রিতের সম্পর্ক থাকে না। সেগুলিকে অ-সাপেক্ষ সম্পর্ক (non-dependency relation) হিসেবে ধরা যেতে পারে। যেমন—

- ccof: সংযোজক অব্যয়
- pof: ক্রিয়াংশ

ccof: সংযোগ-বাচক অব্যয়

ভাষায় কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয় যেগুলি কোনও সাপেক্ষ বা আশ্রিত সম্পর্কে বিরাজ করে না। এই পর্যায়ের একটি বিশেষ টীকা হল 'ccof' যা কোনও সাপেক্ষ সম্পর্ককে নির্দেশ করে না। এটি ব্যবহৃত হয় আশ্রয়মূলক এবং সংশ্রয়মূলক সংযোজক (coordinating and subordinating conjunctions)-এর জন্য। যেমন—

২৪. মিনু রং আনল আর রিয়া আবির আনল।

মিনু.কর্তা রং.কর্ম আন্-.অতী.৩পু সংযোজক রিয়া.কর্তা আবির.কর্ম আন্-.অতী.৩পু

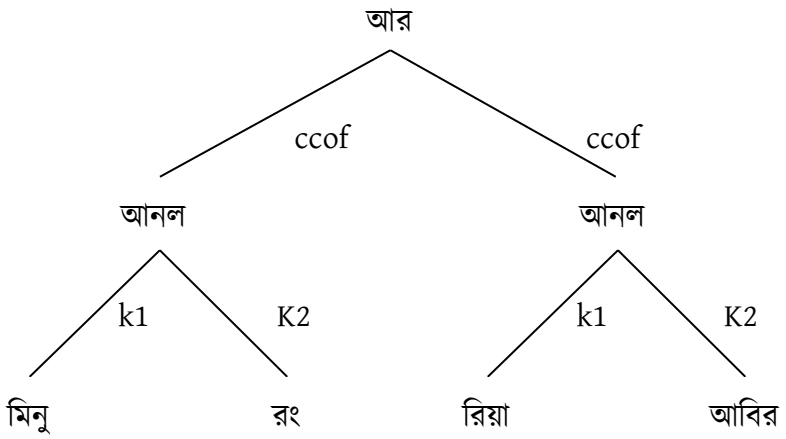

বৃক্ষচিত্র ২.২৫: সংযোগ-বাচক অব্যয়-১

২৫. সৌভিক	বলল	যে	ভাই	লিচু	খেয়েছে।
সৌভিক.কর্তা	বল্-.অতী.৩পু	যে	ভাই.কর্তা	লিচু.কর্ম	খা-.বর্ত.পুরা.৩পু

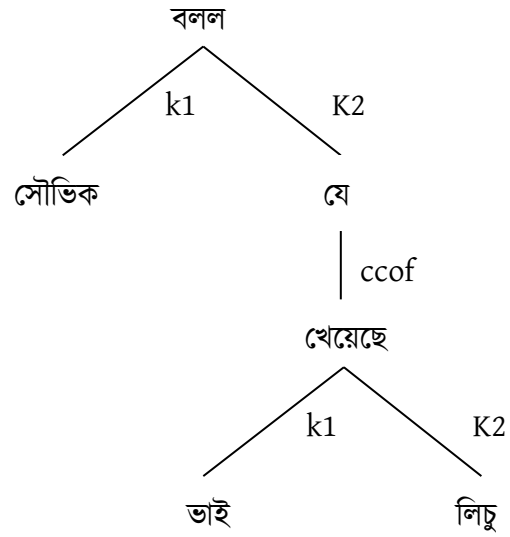

বৃক্ষচিত্র ২.২৬: সংযোগ-বাচক অব্যয়-২

এখানে (২৪) নং বাক্যে দুটি বাক্যাংশকে 'আর' দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উভয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে 'ccof' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। (২৫) নং বাক্যে রয়েছে একটি প্রধান বাক্যে এবং একটি আশ্রিত বাক্য। আশ্রিত বাক্যটিকে চিহ্নিত করার জন্য এখানেও 'ccof' ব্যবহৃত হয়েছে।

pof: ক্রিয়াংশ

সংযুক্ত ক্রিয়া বাংলা ভাষার একটি বিশেষ দিক। সাধারণত একটি নামপদ ও ধাতুর সংমিশ্রণে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠিত হয়। এক্ষেত্রে উভয় উপাদানই সংযুক্ত ক্রিয়ামূলের অংশ। কিন্তু উভয়ের পদগত শ্রেণি পৃথক। কিন্তু উভয়ে মিলে একটি একক। সেজন্য সংযুক্ত ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় 'pof' (part of units such as conjunct verbs)। এই বিশেষ টীকাটি দ্বারা সাপেক্ষ সম্পর্ককে বোঝানো হয় না।

২৬. দাদা স্নান করছে।
দাদা.কর্তা স্নান কর্-.বর্ত.ঘট.৩পু

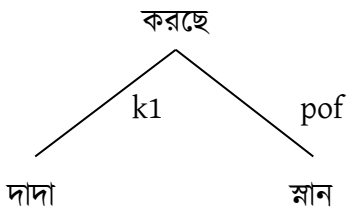

বৃক্ষচিত্র ২.২৭: ক্রিয়াংশ

এখানে 'স্নান করছে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে 'স্নান' এবং 'করছে' উপাদান দুটির সহযোগে। সেজন্য 'স্নান' এবং 'করছে-' উপাদান দুটির মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত ক্রিয়ার সম্পর্ক। সেজন্য এই সম্পর্কটিকে বোঝানোর জন্য 'pof' টীকাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

[১] Dash, N. S. (2004). Language corpora: present Indian need. In *Proceedings of the SCALLA 2004 Working Conference* (pp. 5-7).

[২] ভট্টাচার্য্য, মহীদাস। *পরিগণকীয় পরিমণ্ডলে ভাষার মৌখিক মাধ্যমে—কয়েকটি সমস্যা ও সম্ভাবনা*। আলোচনা চক্র। সংকলন ২৯। আগাস্ট ২০১০। কলকাতা, বেলঘরিয়া। পৃ. ৯২-১১১

[৩] Bharati, A., Sharma, D. M., Husain, S., Bai, L., Begum, R., & Sangal, R. (2009). Anncorra: Treebanks for indian languages, guidelines for annotating hindi treebank (version–2.0). *LTRC, IIIT Hyderabad, India*.

তৃতীয় অধ্যায়:

বাংলা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের শ্রেণিবিন্যাস

৩.০ সূচনা

বাংলা ক্রিয়াপদের মূলে থাকা ধাতুগুলির অবয়বে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি রয়েছে অর্থের ভিন্নতা। সেই অবয়বের বৈচিত্র্যগুলির বিন্যাসের স্পষ্ট ধারণা বাক্যের সামগ্রিক কাঠামোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ধাতু অনুসারে সেগুলির ভিন্নতা দেখা যায়। তাই ধাতুগুলিকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা ক্রিয়াপদ গঠনের প্রক্রিয়াগুলিকে নির্দেশ করে।

৩.১ ধাতুর গঠন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস

ক্রিয়ামূল যেহেতু বিভক্তিযুক্ত হয়ে বসে সে কারণে আধুনিক রূপতত্ত্বের বিচারে বদ্ধ রূপ (bound morph)-এর মতোই। কিন্তু বাক্যে ব্যবহারে এগুলি কোনও শর্তাধীন নিয়মে থাকে না। তাই এগুলিকে মুক্ত রূপ (free morph) বলে অনেকে মনে করেন। সেগুলিই নানা রকম বদ্ধ রূপ অর্থাৎ, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি উপকরণ যুক্ত হয়ে বাক্যে বসে। বিশেষ্য বিশেষণের ক্ষেত্রেও তাই। তবে ভাষায় ভাষায় এর পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে গঠনবৈচিত্র্য তুলনায় বেশি। বাংলাতেও তাই। ধাতু বা ধাতুপ্রকৃতি ভাষায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, একে কেন্দ্র করেই বাক্যের গঠন, একজাতীয় পদগুচ্ছের গঠন, অর্থ, অন্বয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। ধাতুর স্বরূপে ক্রিয়ারও প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই নিয়ন্ত্রিত হয়, ক্রিয়ার মূল অর্থও সুগঠিত থাকে। তবে ধাতু বাক্যে পদ হিসেবে সরাসরি বসতে পারে না, বাক্যের গঠনে তার ভূমিকা অনুসারে ক্রিয়াবিভক্তি (verbal inflection) যুক্ত হয়ে বসে। তা শূন্য বিভক্তি হলেও যুক্ত হয়। বিভক্তি যুক্ত পদ হিসেবে বাক্যের সম্পূর্ণতা যখন

দান করে তখন এটি সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়, আবার বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ হিসেবে বাক্যের বিস্তৃতি ঘটায় উপবাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে। পদ হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে ভাষায় ধাতুর পরিসংখ্যানের বিষয়টি। বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি বর্গগুলি ভাষায় পরিসংখ্যানের বিচারে নতুন নতুন পদ গঠন বা সংযোজনের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল নয়। যেমন সর্বনাম, অব্যয়—ভাষায় এগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট। তুলনায় বিশেষ্য মুক্ত। নিত্যনতুন শব্দমূল বা নামপ্রকৃতি যুক্ত হতে থাকে। তবে ধাতুর সংখ্যা সর্বনাম বা অব্যয়ের তুলনায় বেশি এবং উৎপাদনশীল। ভাষার শব্দ বা পদবন্ধের ভাণ্ডারে সংযোজিত হয়ে চলেছে সময়ে সময়ে। মূল ধাতুর সংখ্যা কি ক্রমাগত বাড়ছে? ব্যাপারটি তা নয়, ক্রিয়ামূলের সংখ্যা বা ধাতুর সংখ্যা ভাষায় নির্দিষ্ট। তবে নতুন নতুন ক্রিয়াপদের ব্যবহার কখনও কখনও বাড়ে সেটি ধাতুর মৌল সংখ্যায় তেমন কোনো পরিবর্তন আনে না। তবে অন্যান্য পদের সঙ্গে সংযোগে জটিল ক্রিয়ামূলের সংখ্যা বাড়ে। যেমন আধুনিক প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি আসার পরে *চ্যাট, ডিলিট, ট্যাগ* প্রভৃতি শব্দ বাংলায় এসে গেল এবং 'কর্-' ধাতু সহযোগে 'চ্যাট্ কর্-', 'ডিলিট কর্-', 'ট্যাগ্ কর্-'—এইরকম সংযোগমূলক জটিল ক্রিয়ামূল তৈরি করে নিল। তবে এগুলিও বিশেষ নিয়মের অধীন। এই বিচারে ক্রিয়ামূলও উৎপাদনশীল বলে মনে করা যেতে পারে।

এই সকল বৈচিত্র্য বিচার করে মৌল ধাতু কোনগুলি সেটি নির্ধারণ করা দরকার। এর নানা প্রেক্ষাপট রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা এর বিন্যাস করেন নানা দিক থেকে। কারণ ব্যবহার অনুসারে এই মৌল রূপগুলির ধ্বনি, সেগুলির ধ্বনিগত পরিবেশের বৈচিত্র্য, অর্থ, কতখানি উৎস নিরপেক্ষ অস্তিত্ব, ধাতুগুলির রূপের ব্যবহারিক পূর্ণতা-অপূর্ণতা, নতুন নতুন জটিল ক্রিয়ামূল গঠনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি নানা দিকের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেগুলির সুবিন্যস্ত পরিচয় যেমন দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১], ভাষাচার্য সুকুমার সেন[২] তেমনি অধ্যাপক সুহাস চ্যাটার্জী[৩], অধ্যাপক পবিত্র সরকার[৪], অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য[৫], অধ্যাপিকা অলিভা দাক্ষী[৬] প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীও এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া অভিধান রচয়িতারাও এইসব দিক থেকে তাঁদের তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

ভাষায় ক্রিয়াপদ তো হঠাৎ করে সংযোজিত হয় না। কখনও কেবল ঐতিহাসিক ভাষাবিশ্লেষণের রীতি যাঁরা অনুসরণ করেছেন তাঁরা দেখিয়েছেন, কোথা থেকে ধাতুগুলি উৎপন্ন হল। তার স্তরে স্তরে যে পরিবর্তন তা দেখিয়েছেন। সেটি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। ধারাবাহিকভাবে ভাষার বিবর্তনের পথ ধরে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে এসে যখন পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে তখন পূর্ববর্তী ক্রিয়াপদগুলি উৎসের উপকরণের কোন প্রভাব রয়েছে কিনা সেগুলি দেখেছেন। কখনও আবার কেবল বর্ণনামূলক ভাষা বিশ্লেষণের বিচারে ধাতুর বর্গ নির্ণয় করেছেন। বিভক্তি যুক্ত হলে ধাতুর ধ্বনিগত পরিবর্তনে কী ধরণের শৃঙ্খলা বহন করে সেই বিষয়টি অনুসারে ধাতুর বর্গের বিন্যাস করেছেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language) গ্রন্থে ঐতিহাসিক ব্যাপারটির একটা স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। বর্ণনামূলক দিকটিও সেখানে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত ধাতুর বর্গের বিন্যাসে গণ-এর অনুসরণে বাংলা ধাতুর গণের আলোচনাও করেছেন তিনি, তবে পদ হিসেবে ব্যবহৃত হলে কী ধরণের পরিবর্তন হয় সেটি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনামূলক আলোচনা তাঁর বাংলা ব্যাকরণেও স্পষ্ট। তিনি তিনভাবে ধাতুর বিন্যাস করেছেন—*সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু (primary root), সাধিত ধাতু (derivative or secondary root) এবং সংযোগমূলক ধাতু (compounded root)।* যখন ধাতুগুলি কোনও বাক্যে ব্যবহৃত হতে লাগল, বিশেষ করে চলিত পরিসরে তখন ধাতুগুলির ধ্বনিগত পরিবেশ (phonotactic context) পরিবর্তিত হত। বিশেষ করে যখন ক্রিয়াবিভক্তির যোগ ঘটল। ধাতুর উপরূপ (allomorph)-এর ব্যবহার দেখা গেল। *কাট্-* ধাতুর ব্যবহারে *কাট্-* যেমন থাকল তেমনি পুরাঘটিত বিভক্তির পূর্বে *কেট্-* এর ব্যবহার। CVC—এই আকৃতির ধাতুমূলগুলির একটা সাদৃশ্যও ছিল। সে কারণে তিনি ধাতুগুলির ধ্বনিগত পরিবেশ ও তার পরিবর্তনের অভিমুখকে গণের ভিত্তি রচনা করে ধাতুগুলিকে একভাবে বিন্যস্ত করলেন। তাঁর উত্তরকালে অন্যান্য ভাষালোচকেরাও এগুলি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য তাঁর আলোচনায় এগুলিকে জড়ো করেছেন, বিশেষ ভাবে মান্য কথ্য বাংলার ধাতুর ধ্বনিগত পরিবেশ অনুসারে বর্গ নির্ণয় যেমন করেছেন তেমনি ধাতুরূপের পূর্ণতা-অপূর্ণতা, বৈচিত্র্যময় উপরূপের রীতি ইত্যাদি অনুসারে বর্গ নির্ণয়

করেছেন। অধ্যাপিকা অলিভা দাক্ষী ক্রিয়ার ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক রীতি অনুসরণ করে সম্ভবত ধাতুর পদের সংখ্যা অনুসারে সরল ও যৌগিক ক্রিয়ামূলের উল্লেখ করেছেন। সরল ক্রিয়ামূলের একদিকে রয়েছে সংস্কৃতজাত ও অসংস্কৃতজাত রূপ। একই সরল ক্রিয়ামূলের আরেকটি হল সাধিত রূপ। সেটিকে তিনভাগে বিন্যস্ত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ধ্বনিপরিবেশ ও দলগত (syllable) বৈচিত্র অনুসারে বিন্যাস। এছাড়াও বিকরণ বা aspect-এর প্রভাবে একই ধাতুর প্রাতিপদিকের (stem) যে পরিবর্তন ঘটে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন রূপে সেই আলোচনাও করেছেন। তাঁর মতে ধাতুর উত্তর '-ইতে-', '-০-' (শূন্য) এবং '-ইয়া-' যুক্ত হলে ধাতুর ধ্বনিগত পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, প্রাতিপদিক স্বরূপ যায় বদলে। তবে তাঁর আলোচনায় তিনি সাধুরীতির আলোচনা করেছেন, বর্তমান রীতিতে সেই পরিবর্তন প্রধানত পুরাঘটিত (perfect system) ক্রিয়াপদের প্রাতিপদিকের অবয়বে দেখা যায়।

ধাতুর এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এল যে, ক্রিয়াপদগুলির মূলে থাকা ধাতুগুলির গঠন বিন্যাসে বিভিন্নতা রয়েছে। বাংলায় ব্যবহৃত ধাতু বা ক্রিয়ামূলগুলিকে নিম্নের রীতিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

ক) একপদিক ক্রিয়ামূল—যেখানে একটি ধাতুই কেবল ক্রিয়ার মূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রূপতত্ত্বের বিচারে এগুলি হল একপদিক ক্রিয়ামূল। এই একপদিক ক্রিয়ামূলগুলিকে গঠন অনুসারে দু'ভাবে বিন্যস্ত করা যায়—

১) মৌলিক ধাতু (Primary Roots)

২) সাধিত ধাতু (Secondary বা Derivative Roots)

খ) একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়ামূল—যেখানে কখনও একাধিক ধাতু কখনও ধাতুর সঙ্গে নামপদ যোগে ক্রিয়ার মূল হিসাবে বিবেচিত হয়। যেহেতু এই প্রকার ধাতুমূলে একাধিক উপকরণ যুক্ত হয় এবং পৃথকভাবে বসে তাই রূপতত্ত্বের বিচারে এগুলি একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়ামূল। এই জাতীয় ক্রিয়ামূলগুলিকে উপকরণ ভেদে প্রয়োজনের নিরিখে দুই ভাগে বিন্যস্ত করা হল—

৩) সংযোগমূলক ক্রিয়ামূল (Conjunct Verb Base)

৪) যৌগিক ক্রিয়ামূল (Compound Verb Base)

৩.১.১ মৌলিক ধাতু

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কিছু ধাতু আছে যেগুলি ঐতিহাসিকভাবে ভাষায় গৃহীত হয়েছে যেগুলির আর কোনও বিশ্লেষণ হয় না।[৭] এগুলি ইংরেজি primary verb থেকে ভিন্ন। সেখানে যেগুলি সহকারী ক্রিয়া এবং প্রধান ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাকে বলে 'primary verb'। অর্থাৎ, যে সব ধাতু অন্য কোনও উপকরণের সাহায্য না নিয়ে ক্রিয়ামূল হতে পারে, যেগুলির আর বিশ্লেষণ হয় না সেগুলিকে সিদ্ধ ধাতু বা মৌলিক ধাতু (Primary Roots) বলা হয়। যেমন—*কর্-, দেখ্-, হাস্-, কাঁদ্-, মর্-, আন্-* ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকভাবে এই জাতীয় ধাতু যেগুলি সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। সংখ্যার বিচারে যার সংখ্যা প্রায় ২০০টি। এমনটিই জানিয়েছেন ভাষাতাত্ত্বিক কৃষ্ণপদ গোস্বামী।[৮] এগুলো ভাষায় এসেছে ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কখনও কখনও ধাতুর সঙ্গে বিকরণ বা উপসর্গ যুক্ত হয়ে যে প্রাতিপদিক সংস্কৃতে তৈরি হয়েছিল সেটিরই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একাত্মভাবে মিশে বাংলায় গৃহীত হয়েছে। আবার কখনও বিশেষ্য বা বিশেষণ থেকে ধ্বনি-পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও বিভিন্নভাবে ভাষায় ঠাঁই পেয়েছে। এছাড়া কিছু সংস্কৃত ধাতু সরাসরি বাংলায় এসেছে। যেমন—

৩.১.১.১ সংস্কৃত ধাতু থেকে প্রাপ্ত বাংলা ধাতু

সংস্কৃত ধাতু কখনও সরাসরি কখনও ধ্বনি-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে।

৩.১.১.১.১ ধ্বনি-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত বাংলা ধাতু

ধাতুর ব্যুৎপত্তি লক্ষ করলে দেখা যাবে, বেশ কিছু সংস্কৃত ধাতু প্রাকৃতে ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। যেগুলির সঙ্গে কোনও বিকরণ বা উপসর্গ যোগ হয়নি। যেমন—

কাট্-: সং √কৃৎ > প্রা √কট্ট (প্রা.ম) > বা √কাট[৯]

বুঁজ্-: সং √মুদ্রয় > প্রা √মুদ্দ > বা √মুদ > √বুজ > √বুঁজ[১০]

৩.১.১.১.২ সরাসরি আগত বাংলা ধাতু

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলি সংস্কৃত ধাতু আছে যেগুলি সাধারণত কাব্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় বা হত।[১১] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার এর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন—গর্জ, চুম্ব, ত্যজ, শোভ, হিংস, আহর, কীর্ত্ত, ধ্যা, নির্মা, প্রণম, বর্জ, ভঞ্জ, ভর্ৎস ইত্যাদি। বর্তমানে এগুলির মধ্যে 'গর্জ', 'বর্ত্ত'-র মতো খুব কম ধাতুই দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় কখনও কখনও।

৩.১.১.২ সংস্কৃত বিকরণ যুক্ত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বাংলা ধাতু

একই সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বিকরণ যুক্ত করে কিংবা উপসর্গ যুক্ত করে নতুন নতুন ধাতুর অবয়ব তৈরি হয়েছে। সেগুলি যখন ক্রিয়াপদ হিসাবে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রাকৃতে বা মধ্য ভারতীয় আর্যে স্বরের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তীকালে নব্যভারতীয় আর্যে সেই ধাতুগুলি ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাতে বেশ কিছু ধাতু যুক্ত হয়েছে। এখানে সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বিকরণ যোগে নিষ্পন্ন কয়েকটি বাংলা ধাতুর ব্যুৎপত্তি দেওয়া হল—

কেন্: সং √ক্রী—ক্রীণা (ক্রীণাতি) > √কী—কিণা; প্রা √কিণ—কিণই (হে) > বা √কি(কে)ন[১২]

জান্-: সং √জ্ঞা—জানা > লি √জানা, প্রা √জাণ > বা √জান[১৩]

৩.১.১.৩ সংস্কৃত উপসর্গ যুক্ত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বাংলা ধাতু

সংস্কৃতে যে ২০টি উপসর্গ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি উপসর্গ ধাতুর আগে বসে নতুন নতুন ধাতু উৎপন্ন করে। কোথাও কোথাও উপসর্গের অর্থ যুক্ত হয়ে থাকে যেমন—

আন্-: সং আ- √নী > প্রা √আণ (প্রা.ম) > বা √আন[১৪]

উড়্-: সং উদ্ + √ডী > প্রা √উড্ড—উড্ডন্তি (হে) > বা √উড়[১৫]

লুকা: সং নি- √লী > প্রা √লুক্ক (হে ৪৫৫) > বা (লুক) লুকা[১৬]

পা: সং প্র + √আপ্—প্রাপ্ > প্রা √পাব (পৈ) > বা পা[১৭]

এখানে 'আ-, উদ্-, নি-, প্র-' প্রভৃতি হল উপসর্গ।

৩.১.২ সাধিত ধাতু

অনেক সময় একটি ধাতু কিংবা শব্দের সঙ্গে এক বা একাধিক প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়ামূল গঠিত হয়। এই পর্যায়ে অধিকাংশ ধাতুগঠনে 'আ-' প্রত্যয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এগুলির অর্থ ও নিষ্পন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী সাধিত ধাতুগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

৩.১.২.১ ণিজন্ত ধাতু

সাধারণত মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে '-আ' বা '-ওয়া' প্রত্যয় যোগ করে ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু সাধিত হয়। যেমন—

√কর্ + আ > √করা

√দেখ্ + আ > √দেখা

√খা + ওয়া > √খাওয়া

এখানে 'কর্-', 'দেখ্-' ধাতু দুটির সঙ্গে 'আ-' এবং 'খা-' ধাতুটির সঙ্গে 'ওয়া-' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যথাক্রমে 'করা-', 'দেখা-' এবং 'খাওয়া-' ণিজন্ত ধাতুগুলি উৎপন্ন হয়েছে। এই বিষয়ে বর্তমান অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৩.১.২.২ নামধাতু

সাধারণত বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যোগ করে নামধাতু গঠিত হয়। যেমন—

হাত + আ > √হাতা

জুতা + আ > √জুতা

এখানে 'হাত' এবং 'জুতা' হল বিশেষ্যবাচক শব্দ যার সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যথাক্রমে 'হাতা-' এবং 'জুতা-' নামধাতু দুটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

৩.১.২.৩ কর্ম-বাচ্যের ধাতু

কর্মবাচ্যের ধাতু নানাভাবে গঠিত হয়। কখনও সেই গঠন হয় একপদিক কখনও হয় বহুপদিক। এখানে একপদী কর্ম-বাচ্যের ধাতুগঠন সম্পর্কে আলোচিত হবে। ধাতুর সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যোগ করে যেমন ণিজন্ত ধাতু নিষ্পন্ন হয় তেমনি কর্ম-বাচ্যের ধাতুও গঠিত হয়। যেমন—

√দেখ্ + আ > √দেখা

√শোন্ + আ > √শোনা

এখানে 'দেখ্-' এবং 'শোন্-' ধাতু দুটির সঙ্গে 'আ-' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যথাক্রমে 'দেখা-' এবং 'শোনা-' কর্ম-বাচ্যের ধাতু দুটি গঠিত হয়েছে। এগুলির সংখ্যা তুলনায় কম।

৩.১.২.৪ ধ্বন্যাত্মক ধাতু

ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে সরাসরি ধ্বন্যাত্মক ধাতুর ভাষায় আগমন ঘটে। অর্থাৎ, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—হাঁচ্, চিল্লা, দাপ্, ফুঁপা, কচ—কচকা ইত্যাদি। আবার ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যোগ করেও ধ্বন্যাত্মক ধাতু গঠন করা হয়। যেমন—

কন্‌কন্ + আ > √কনকনা

ঝক্‌ঝক্ + আ > √ঝকঝকা

এখানে 'কন্‌কন্' এবং 'ঝক্‌ঝক্' হল ধ্বন্যাত্মক ধাতু যেগুলির সঙ্গে 'আ-' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যথাক্রমে 'কনকনা-' এবং 'ঝকঝকা-' ধ্বন্যাত্মক ধাতু নিষ্পন্ন হয়েছে। বাংলায় এই জাতীয় ধাতুর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

৩.১.৩ সংযুক্ত ক্রিয়ামূল

সাধিত ক্রিয়ামূলের অন্য একটি পদ্ধতি হল এই ক্রিয়ামূল। অনেক সময় 'কর্-, দে-, খা-, পা-, ধর্-' প্রভৃতি ধাতু নামবাচক বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে জুড়ে বাংলায় সংযুক্ত ক্রিয়ামূল বা সংযোগমূলক ক্রিয়ামূল (Conjunct Verb Base) গঠন করে। যেমন—

অপেক্ষা + √কর্ > √অপেক্ষা কর্

জিজ্ঞাসা + √কর্ > √জিজ্ঞাসা কর্

ঝাঁপ + √দে > √ঝাঁপ দে

সাঁতার + √কাট্ > √সাঁতার কাট্

এখানে 'অপেক্ষা', 'জিজ্ঞাসা', 'ঝাঁপ' এবং 'সাঁতার' হল নামবাচক শব্দ যেগুলির সঙ্গে 'কর্-', 'দে-' এবং 'কাট্-' ধাতুগুলি যুক্ত হয়ে যথাক্রমে 'অপেক্ষা কর্-', 'জিজ্ঞাসা কর্-', 'ঝাঁপ দে-' এবং 'সাঁতার কাট্-' সংযুক্ত ক্রিয়ামূলগুলি নিষ্পন্ন হয়েছে। এই বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩.১.৪ যৌগিক ক্রিয়ামূল

এছাড়া অনেক সময় একাধিক ক্রিয়াযোগে একটি ক্রিয়ামূল গঠিত হয়। গঠনগত দিক থেকে একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার ধাতুযোগে গঠিত হয় যৌগিক ক্রিয়ামূল (Compound Verb Base)। যেমন—'বলে ফেল্-', 'বসে পড়্-' ইত্যাদি। এখানে 'বলে' এবং 'বসে' হল অসমাপিকা ক্রিয়া। এই বিষয়টি নিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ ণিজন্ত ক্রিয়া: গঠন ও বৈচিত্র্য

নতুন ক্রিয়ামূল-গঠনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হল ণিজন্ত ক্রিয়া বা প্রযোজক ক্রিয়া (causative verb)-মূল গঠন। ণিজন্ত ক্রিয়া-প্রাতিপদিকের এই গঠনপ্রক্রিয়া বাক্যের বিস্তার ঘটানোর জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ, এর যোগে বাক্যের মধ্যে একাধিক বিশেষ্য পদগুচ্ছের সংযোজন ঘটানো যেতে পারে। মৌলিক ধাতুগুলির বেশির ভাগেরই ণিজন্তরূপ তৈরি করা যায়। সাধারণত ধাতুর সঙ্গে

'আ-' বা 'ওয়া-' প্রত্যয় (derivational morph) যোগে ণিজন্ত ধাতু গঠন করা হয়। ণিজন্ত ধাতু গঠনের ফলে ধাতুর অবয়বের স্বরূপ বদলে যায়, আর্গুমেন্টের (argument) সংখ্যারও পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তার চরিত্রও পাল্টে যায়। কর্তারও এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে। মূলত এগুলো একপদিক ক্রিয়া। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্ত ক্রিয়ায় অন্যকে দিয়ে কাজটি সম্পাদন করান। সেই হিসাবে ণিজন্ত ক্রিয়ার দুটি কর্তা থাকে—একটি প্রযোজক কর্তা (causer) যিনি অন্যকে কাজে যুক্ত করেন, আর যিনি যুক্ত হলেন তিনি হলেন প্রযোজ্য কর্তা (causee)। যেমন—

১. ভাই মুড়ি খাচ্ছে।

এখানে অণিজন্ত ক্রিয়ামূল বা ধাতু হল 'খা-'; যার কর্তা হল 'ভাই'। এই 'খা-' ধাতু বাক্যে ণিজন্ত রূপে ব্যবহৃত হলে তার স্বরূপ হয়—

২. মা ভাইকে মুড়ি খাওয়াচ্ছে।

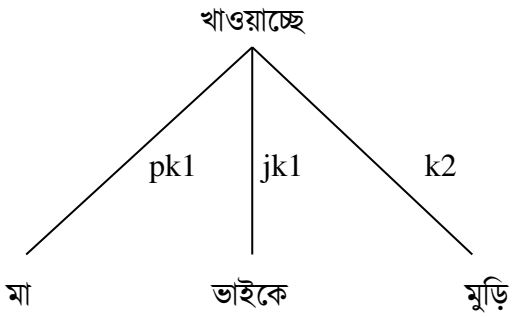

বৃক্ষচিত্র ৩.১: ণিজন্ত ক্রিয়া-১

এই বাক্যে 'খাওয়া-' হল ণিজন্ত ক্রিয়ামূল বা প্রাতিপদিক যা 'খা-' ধাতুর সঙ্গে '-ওয়া-' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে। এখানে 'মা' প্রযোজক কর্তা (pk1) এবং 'ভাইকে' প্রযোজ্য কর্তা (jk1)।

পাশাপাশি ধাতু ও কর্তার স্বরূপ অনুসারে প্রযোজক কর্তা অন্য ব্যক্তির সাহায্যে প্রযোজ্য কর্তাকে ক্রিয়ার কার্যে চালিত করতে পারেন। এই নতুন 'অন্য ব্যক্তি'ও এক ধরনের প্রযোজক কর্তা। এই প্রকারের প্রযোজক কর্তাকে বলা যেতে পারে মধ্যস্থ কর্তা (mediator causer); সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যাকে বলেছেন 'পরিচালিত' বা 'আরোপিত প্রযোজক'[১৮] কর্তা। যেমন—

৩. মা দিদিকে দিয়ে ভাইকে মুড়ি খাওয়াচ্ছে।

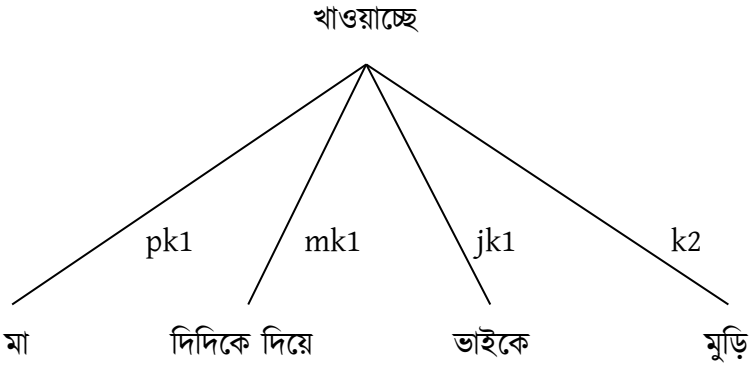

বৃক্ষচিত্র ৩.২: ণিজন্ত ক্রিয়া-২

(২) এবং (৩) নং উভয় বাক্যেই 'মা' 'খাওয়া' কাজটি চালনা করছে, কিন্তু নিজে খাচ্ছে না। তাই 'মা'—প্রযোজক কর্তা (pk1)। আর 'মা' 'ভাই'-কে 'খাওয়া' কাজটি সংঘটিত করতে চালনা করছে। সেজন্য 'ভাই'—প্রযোজ্য কর্তা (jk1)। তবে এই দুটি বাক্যের মধ্যে ফারাক আছে। (২) নং বাক্যে 'মা' প্রত্যক্ষভাবে খাওয়ানোর কাজে যুক্ত। কিন্তু (৩) নং বাক্যে তা নয়, 'মা' সরাসরি 'ভাই'-কে খাওয়াচ্ছে না, 'দিদি'-র সাহায্যে খাওয়াচ্ছে। যেহেতু 'মা' 'দিদি'-র সাহায্যে 'খাওয়া' কাজটি চালনা করছে তাই 'দিদি'রও এক প্রকার কর্তার ভূমিকা আছে। মা-র পরিবর্ত হিসেবে। তাই 'দিদি' এখানে মধ্যস্থ কর্তা (mk1) বা 'আরোপিত প্রযোজক'।

পদগুচ্ছের সংগঠন অনুযায়ী মধ্যস্থ কর্তা 'অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য পদগুচ্ছ' (postpositional phrase)। বাক্যে তা করণ সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে থাকে।[১৯] যেমন—এই বাক্যে 'দিদিকে দিয়ে' পদগুচ্ছটির অনুসর্গ হল 'দিয়ে' এবং বিশেষ্য হল 'দিদিকে'। তাই এটি 'অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য পদগুচ্ছ'। সাধারণত প্রযোজক কর্তা এবং প্রযোজ্য কর্তার পদগুচ্ছের গঠন, বিশেষ্য গুচ্ছ (noun phrase) হলেও কখনও কখনও প্রযোজ্য কর্তা বিকল্পে অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য পদগুচ্ছের (postpositional phrase) হয়ে থাকে। বিষয়টি পদগুচ্ছের সংগঠন (phrase structure) অনুসারে সাজালে পরিস্কার হতে পারে। উদাহরণ:

৪. তারা *রমাকে* নাচিয়েছে।

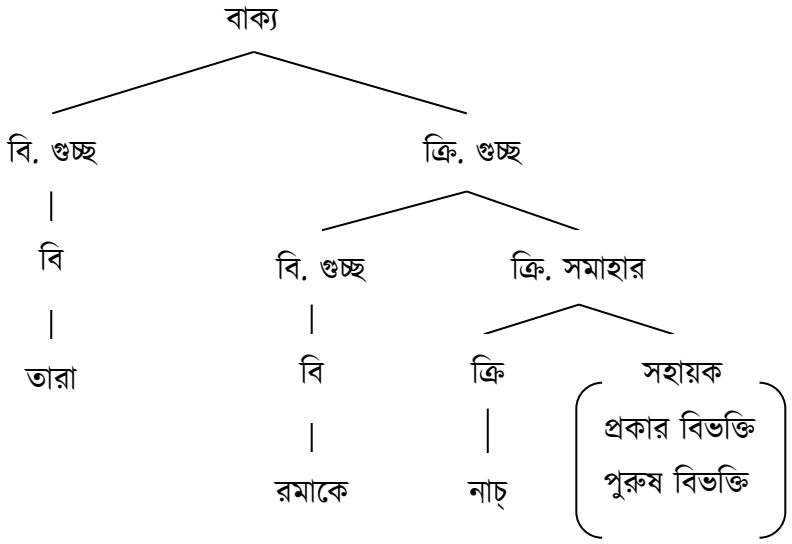

বৃক্ষচিত্র ৩.৩: ণিজন্ত ক্রিয়া-৩

৫. তারা *রমাকে দিয়ে* নাচিয়েছে।

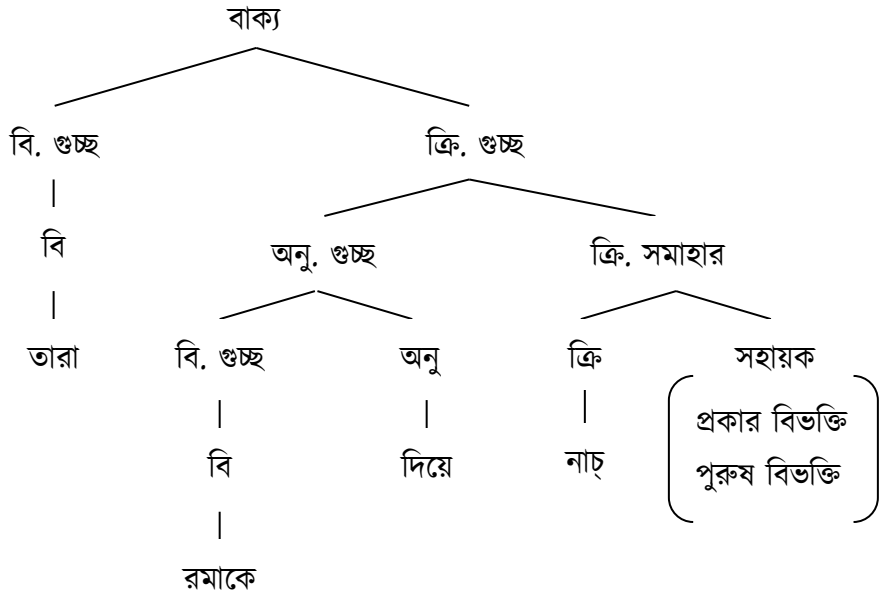

বৃক্ষচিত্র ৩.৪: ণিজন্ত ক্রিয়া-৪

(৪) এবং (৫) নং উভয় বাক্যেই 'রমা' প্রযোজ্য কর্তা। কিন্তু (৪) নং বাক্যে তা বিশেষ্য গুচ্ছে রয়েছে এবং (৫) নং বাক্যে রয়েছে অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য গুচ্ছে। অন্যদিকে বাক্যে মধ্যস্থ কর্তা সব সময় অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য গুচ্ছে থাকে।

ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণ অনুসারে প্রযোজ্য কর্তা কখনও কর্ম কারক কখনও করণ কারকে নীত হয়। যেমন—(২) নং বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে 'ভাইকে' কর্ম কারক এবং (৫) নং বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে 'রমাকে দিয়ে' করণ কারকের সম্পর্কে আবদ্ধ। অথচ উভয়ই প্রযোজ্য কর্তা। আর মধ্যস্থ কর্তা—করণ কারকে। যেমন—(৩) নং বাক্যে 'দিদিকে দিয়ে' ক্রিয়ার সঙ্গে করণ কারকের সম্পর্কে রয়েছে। ব্যাকরণবিদরা এমনটা বলেছেন বিভক্তি চিহ্ন দেখে। অথচ এই প্রযোজ্য কর্তা এবং মধ্যস্থ কর্তা আবার বাক্যে কর্ম রূপে নির্ধারিত হতে পারে। ফলে ব্যাপারটা জটিল রূপে পরিগণিত হয়। বিশেষত মেশিনে প্রসেসিং এর সময় এই জটিলতাগুলো ব্যাকরণের নিয়মকেন্দ্রিক সিস্টেমে সাজাতে গেলে খেয়ালে রাখতে হবে।

ক্রিয়া অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যায় কোন্ কোন্ ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রযোজ্য কর্তা অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য গুচ্ছে থাকবে আর কোনগুলি বিশেষ্য গুচ্ছে থাকবে। যেমন—'আনা', 'কাটা', 'বলা', 'ধোয়া' প্রভৃতি ণিজন্ত ধাতুর প্রযোজ্য কর্তা পদগুচ্ছের কাঠামো অনুযায়ী অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য গুচ্ছের হয়।

যেমন—

৬. তিনি *সুবলকে দিয়ে* মাছ আনালেন।

৭. কাকা *বিপুলকে দিয়ে* গাছ কাটালেন।

উপরের (৬) নং বাক্যে 'সুবলকে দিয়ে' এবং (৭) নং বাক্যে 'বিপুলকে দিয়ে' প্রযোজ্য কর্তা। প্রযোজ্য কর্তা দুটিই অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য পদগুচ্ছে (করণ সম্পর্কে) রয়েছে। এই জাতীয় ণিজন্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আর মধ্যস্থ কর্তা বসার সুযোগ থাকে না।

অন্যদিকে 'হাসা', 'পড়া', 'শেখা' প্রভৃতি ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রযোজ্য কর্তা বিশেষ্য পদগুচ্ছে থাকে। যেমন—

৮. মামা সবাইকে হাসিয়েছেন।

৯. শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছেন।

উপরের (৮) বাক্যে 'সবাইকে' এবং (৯) নং বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা। এই জাতীয় ণিজন্ত ক্রিয়ায় মধ্যস্থ কর্তা যুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্তার গঠনে কোনও বদল আসে না।

কিছু ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রযোজ্য কর্তা বিশেষ্য এবং অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য উভয় পদগুচ্ছের হতে পারে। যেমন—'খাওয়া', 'নাচা' ইত্যাদি।

উদাহরণ:

১০. তিনি কুকুরকে দিয়ে ভাতগুলো খাওয়ালেন।

উপরের (১) নং বাক্য এবং (১০) নং বাক্যের ক্রিয়াপদ দুটিই ণিজন্ত ক্রিয়া—খাওয়া। কিন্তু (১) নং বাক্যের প্রযোজ্য কর্তা 'ভাইকে' বিশেষ্য গুচ্ছে রয়েছে এবং (১০) নং বাক্যের প্রযোজ্য কর্তা 'কুকুরকে দিয়ে' অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য পদগুচ্ছে রয়েছে। তেমনি (৪) এবং (৫) নং বাক্যের প্রযোজ্য কর্তা দুটি যথাক্রমে বিশেষ্য পদগুচ্ছে (রমাকে) এবং অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য পদগুচ্ছে (রমাকে দিয়ে) রয়েছে। এই জাতীয় ণিজন্ত ক্রিয়ায় মধ্যস্থ কর্তা বসতে পারে। তবে মধ্যস্থ কর্তা বসলে প্রযোজ্য কর্তা বিশেষ্য গুচ্ছের হয়ে যায়।

সর্বোপরি, অকর্মক ধাতু ণিজন্ত হলে প্রযোজ্য কর্তা সাধারণত কর্মের স্থান দখল করে (দ্র. ৪ নং বাক্য); কখনও কখনও করণের স্থান নেয় (দ্র. ৫ নং বাক্য)। সকর্মক ধাতু ণিজন্ত হলে সাধারণত প্রযোজ্য কর্তা ধাতুটিতে আরেকটি কর্মের সংযোজন ঘটায় (দ্র. ২ নং বাক্য)। ব্যতিক্রম হিসাবে কখনও কখনও প্রযোজ্য কর্তাটি করণের স্থান দখল করে (দ্র. ৬ ও ৭ নং বাক্য)। মূল বিষয়টি হল ধাতু ণিজন্ত হলে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তা বা ক্রিয়া-সম্পাদক (agent)-এর 'functional role' বদলে যায়,

নতুন কারক সম্পর্ক তৈরি হয়। তা মূলত কর্ম বা করণ—এই দুই কারকের বিকল্প সম্পর্কে বাঁধা পড়ে।

৩.২.১ ণিজন্ত ক্রিয়ার গঠন

এক। প্রত্যয় যোগে

সাধারণত ধাতুর সঙ্গে '-আ' প্রত্যয যোগ করে ণিজন্ত ধাতু গঠিত হয়। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ফলে ণিজন্ত ধাতুর অবয়বে ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তবে ধাতু স্বরান্ত হলে এক ধরনের ধ্বনি-পরিবর্তন দেখা দেয় এবং ধাতু ব্যঞ্জনান্ত হলে আরেক ধরনের পরিবর্তন হয়। ধাতু স্বরান্ত হলে অন্তঃস্থ-ব-শ্রুতি অনুযায়ী '-আ' প্রত্যয়টি '-ওয়া' রূপে রূপান্তরিত হয়। যেমন—

√দেখ্ + আ > √দেখা √গা + আ > √গাওয়া

√বল্ + আ > √বলা √শো + আ > √শোওয়া

দুই। অন্য পদ যোগে

বাংলাভাষায় কিছু ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে ণিজন্ত ধাতু নিষ্পন্ন করা যায় না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় আরেকটি উপাদানের। যেমন—'দাঁড়্', 'দৌড়্', 'ঘুম্' প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যোগ করে ণিজন্ত ক্রিয়া গঠন করা যায় না। এই জাতীয় ধাতুর ণিজন্ত ক্রিয়া কাঠামোয় এক ধরনের সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠন প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট ধাতুজাত বিশেষ্য পদের সঙ্গে 'কর্', 'খা' প্রভৃতি ধাতু যোগে এই ক্রিয়াগুলির ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

১১. শিক্ষক মহাশয় রাজীবকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়েছেন।

১২. কোচ সকলকে দৌড় করাবেন।

এখানে (১১) নং বাক্যে 'দাঁড় করিয়েছেন' এবং (১২) নং বাক্যের 'দৌড় করাবেন' ক্রিয়াপদ দুটির মূলে রয়েছে 'দাঁড় করা-,' এবং 'দৌড় করা-,'—ণিজন্ত ধাতু। কিন্তু এখানে 'দাঁড়' এবং 'দৌড়'-র সঙ্গে '-আ-' প্রত্যয় যুক্ত করে ণিজন্ত ক্রিয়া সংগঠিত হয়নি। উভয়ই বিশেষ্য পদ হিসাবে 'করা-' ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে

ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়েছে—যা সংযুক্ত ক্রিয়ার সংগঠন। লক্ষ করলে দেখা যারে 'কর্-' ধাতুর সঙ্গে ণিজন্ত প্রত্যয় '-আ' যুক্ত হয়েছে। এই ধরনের সংযুক্ত ক্রিয়া সংগঠনের ণিজন্ত ধাতুগুলি হল—

ঘুমা—ঘুম পাড়া	বক্—বকা খাওয়ানো
দাঁড়া—দাঁড় করা	মার্—মার খাওয়া
পেরো—পার করা	লাফা—লাফ দেওয়া

এছাড়া কিছু ক্রিয়ার ণিজন্ত রূপে যৌগিক ক্রিয়া সংগঠন আবশ্যিক হয়ে যায়। যেমন—

১৩. শক্তিবাবু শম্ভুকে দিয়ে মোহনবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ালেন।

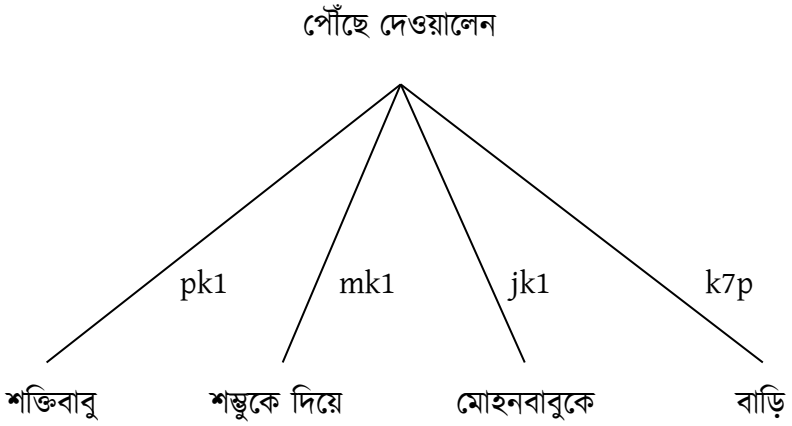

বৃক্ষচিত্র ৩.৫: ণিজন্ত ক্রিয়া-৫

১৪. উমা পিন্টুকে দিয়ে আমগুলো কুড়িয়ে নেওয়াল।

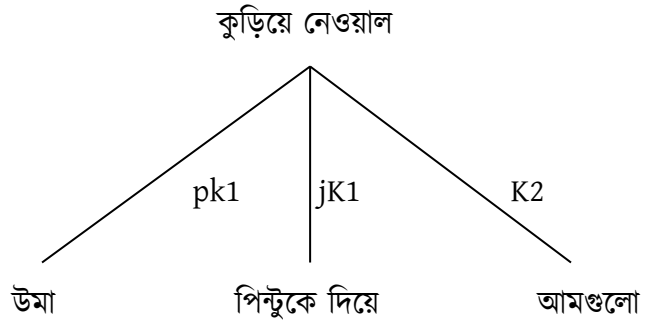

বৃক্ষচিত্র ৩.৬: ণিজন্ত ক্রিয়া-৬

উপরের (১৩) নং বাক্যের ‘পৌঁছে দেওয়ালেন’ এবং (১৪) নং বাক্যের ‘কুড়িয়ে নেওয়াল’ ণিজন্ত ক্রিয়া। উভয় ণিজন্ত ক্রিয়া গঠনে যৌগিক ক্রিয়া সংগঠন আবশ্যিক। এখানে উদ্দিষ্ট ক্রিয়াটি মূল ক্রিয়া হিসাবে থাকে এবং ‘দে’ বা ‘নে’ জাতীয় সহযোগী ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে যায়।

সুতরাং ণিজন্ত ধাতুর গঠনপ্রক্রিয়া দেখে একথা বলা যায়, ণিজন্ত ধাতু কখনও একপদী কখনও বহুপদী হতে পারে। বহুপদী হলে কখনও তা সংযুক্ত ক্রিয়ামূল সংগঠন কখনও যৌগিক ক্রিয়ামূল সংগঠনের মতো হয়। বিষয়টি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

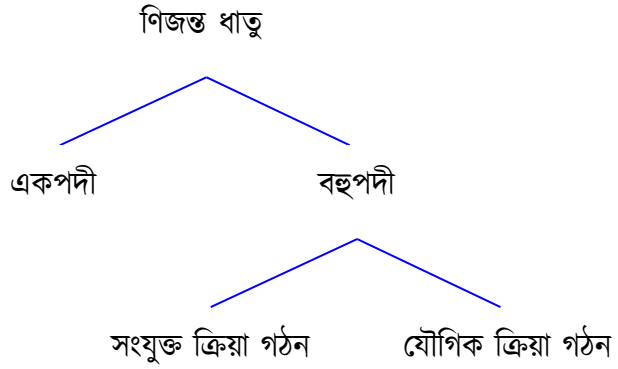

রেখাচিত্র ৩.১: ণিজন্ত ধাতুর গঠন বিন্যাস

৩.২.২ ণিজন্ত ধাতু বনাম মৌলিক ধাতু

ঐতিহাসিকভাবে ভাষা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কিছু ধাতু বাংলায় এসেছে যেগুলির উৎপত্তি সংস্কৃতের ণিজন্ত রূপ থেকে। এগুলিতে বাংলা ণিজন্ত প্রত্যয় ‘-আ’ পাওয়া যায় না এবং ণিজন্তের অর্থও অনেকাংশে বজায় থাকে। তবুও এগুলির সঙ্গে আবার ‘-আ-’ প্রত্যয় যোগ করে নতুন ণিজন্ত ক্রিয়া গঠন করা সম্ভব[২০]। যেমন—

চল্—চাল্—চালা	বহ—বাহ্—বাহা
জ্বল্—জ্বাল—জ্বালা	মর্—মার্—মারা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ধরনের প্রায় অর্ধ-শতাধিক ধাতু বাংলায় এসেছে[২১]। তবে সব ধাতুর সঙ্গে পুনরায় ‘-আ’ প্রত্যয় যুক্ত করে ণিজন্ত ক্রিয়া গঠন করা যায় না।

উপরের এই প্রক্রিয়াটিকে অকর্মক ধাতুকে সকর্মক ধাতুতে পরিণত করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। কারণ, ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়েও (একধরনের অপশ্রুতি) অকর্মক ধাতুকে সকর্মক করার আরেক রীতি আধুনিক বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন—

পড়্—পাড়্—পাড়া

এখানে 'পড়্' ধাতুতে যে স্বরধ্বনি (অ) রয়েছে তার বিস্তার ঘটিয়ে (আ) করে 'পাড়্-' গঠন করা হয়েছে। তারপরে তার সঙ্গে '-আ-' প্রত্যয় যোগ করে ণিজন্ত ক্রিয়া গঠন করা হয়েছে। অনুরূপ:

নড়্—নাড়্—নাড়া

ঢল্—ঢাল্—ঢালা

তবে 'নড়্-' ধাতুটির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'নড়্-' ধাতুটিকে উপরের রীতি অনুসারে অকর্মক থেকে সকর্মকে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি ধাতুটির সঙ্গে সরাসরি ণিজন্ত ক্রিয়া প্রত্যয় '-আ-' জুড়েও করা সম্ভব। যথা:

নড়্—নড়া

৩.২.৩ ণিজন্ত ক্রিয়ামূল ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য

এক।

সাধারণত প্রযোজক কর্তা যেমন প্রাণীবাচক হয়ে থাকে প্রযোজ্য কর্তাও তেমনি। তবে কিছু ণিজন্ত ধাতুর প্রযোজ্য কর্তা হয় অপ্রাণীবাচক। তার সংখ্যা প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি। যেমন—

খসা-	পোড়া-	মেটা-
নেভা-	ফাটা-	রটা-
পচা-	বাজা-	শোকা- ইত্যাদি। ।

উদা:

১৫. লোকটি শুকনো পাতাগুলি পোড়াচ্ছে।

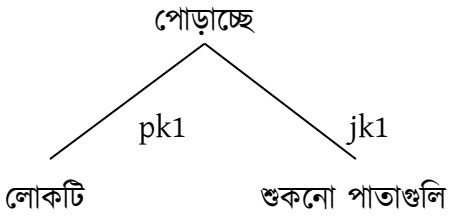

বৃক্ষচিত্র ৩.৭: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-১

এখানে (১৫) নং বাক্যে প্রযোজক কর্তা (লোকটি) হল প্রাণীবাচক এবং প্রযোজ্য কর্তা (শুকনো পাতাগুলি) হল অপ্রাণীবাচক। ব্যবহার অনুসারে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

দুই।

একইভাবে কিছু অকর্মক ক্রিয়া আছে যেগুলির কর্তা প্রাণীবাচক হয়। তাই এগুলি ণিজন্ত ক্রিয়া হলে তার প্রযোজক কর্তার পাশাপাশি প্রযোজ্য কর্তাও প্রাণীবাচক হয়ে থাকে। তার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। সেগুলি হল—

কাঁদা-	জাগা-	বসা-	শোয়া-
কাশা-	ঠকা-	বাঁচা-	হারা-
খাটা-	নাচা-	রাগা-	হাসা- ইত্যাদি।

১৬. শ্যামলদা লোকটিকে খাটাচ্ছে।

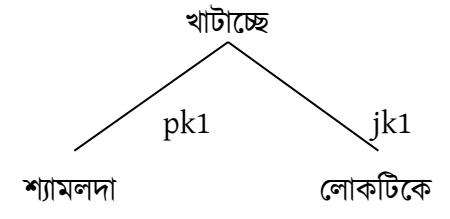

বৃক্ষচিত্র ৩.৮: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-২

এই (১৬) নং বাক্যে প্রযোজক কর্তা (শ্যামলদা) এবং প্রযোজ্য কর্তা (লোকটিকে) উভয়ই হল হল প্রাণীবাচক। এখানেও ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

তিন।

আবার কিছু অকর্মক ক্রিয়া আছে যেগুলির কর্তা প্রাণীবাচক বা অপ্রাণীবাচক উভয়ই হতে পারে। তাই এই ণিজন্ত ক্রিয়াতে প্রযোজক কর্তা এবং প্রযোজ্য কর্তা উভয়ই প্রাণীবাচক বা অপ্রাণীবাচক উভয়ই হতে পারে। এমন ক্রিয়ার সম্ভাব্য সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি। সেগুলি হল—

উড়া-	ডোবা-	ফোলা-	লুকা-
কাঁপা-	দোলা-	ভাসা-	সরা-
জমা-	নামা-	ভিজা-	সাজা- ইত্যাদি।

উদাহরণ—

১৭. মা দিদিকে দিয়ে বোনকে সাজিয়েছেন।

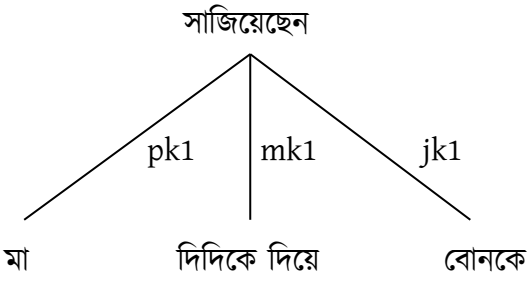

বৃক্ষচিত্র ৩.৯: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-৩

১৮. প্রধান শিক্ষক শিল্পীকে দিয়ে ক্লাসরুমটি সাজিয়েছেন।

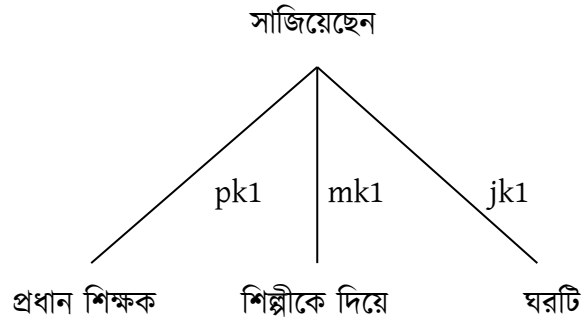

বৃক্ষচিত্র ৩.১০: ণিজন্ত ক্রিয়া ও প্রযোজ্য কর্তার বৈচিত্র্য-৪

এখানে (১৭) এবং (১৮) নং উভয় বাক্যেই 'সাজা-' ণিজন্ত ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু (১৭) নং বাক্যে প্রযোজ্য কর্তা (বোনকে) হল প্রাণীবাচক বিশেষ্য। (১৮) নং বাক্যে প্রযোজ্য কর্তা (ঘরটি) হল অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য। উভয়ই কর্মের সম্পর্কে রয়েছে।

চার।

বাংলাভাষায় কিছু ক্রিয়া আছে যেগুলির কর্মকত্ব একইসঙ্গে অকর্মক এবং সকর্মক। সেগুলির ণিজন্তরূপ পাওয়া যায় এমন ক্রিয়াগুলি হল—*কাটা-, খোলা-, খেলা-, বোঁজা-, ভাঙা-* ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ণিজন্ত ক্রিয়ারই প্রযোজ্য কর্তা অপ্রাণীবাচক হয়। তবে এগুলির মধ্যে *বকা-, মানা-, হাঁকা*—জাতীয় কয়েকটির প্রযোজ্য কর্তা হয় প্রাণীবাচক।

৩.২.৪ ণিজন্ত নিরপেক্ষ ধাতু

বাংলায় ণিজন্ত ক্রিয়ার গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে ণিজন্ত ধাতুমূলের গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্যে নানা মাত্রা রয়েছে। তেমনি কিছু ধাতু রয়েছে যেগুলির ণিজন্ত রূপ পাওয়া যায় না। যেমন—তাকা-, চেঁচা- ইত্যাদি ধাতু।

৩.৩ নামধাতু: গঠন ও বৈচিত্র্য

ক্রিয়ার অভাব পূরণে অন্য একটি প্রক্রিয়া হল নামধাতুর সৃষ্টি। নাম অর্থাৎ বিশেষ্যজাতীয় শব্দ থেকে এই ধাতুগুলি উদ্ভূত হয়। বাংলাভাষায় নামধাতু সাধারণত বিশেষ্যজাতীয় শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু ভাষা-উপাদান যোগ করে তৈরি করে নেওয়া হয়। কখনও কখনও ভাষা-উপাদান ছাড়াও নামধাতু রূপে গৃহীত হয়। সেই প্রেক্ষিতে নামধাতুর গঠনকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে—

৩.৩.১ নামধাতু: '-আ' প্রত্যয় যুক্ত

নামধাতু হল ক্রিয়ামূল বা সাধিত ধাতু গঠনের আরেক রীতি। বাংলা ভাষায় কিছু ধাতু রয়েছে যেগুলি ব্যুৎপত্তিগতভাবে কোনও বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় (বদ্ধ রূপিম বা bound morph)

যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়; যেগুলিকে ব্যাকরণের পরিভাষায় নামধাতু (Deominative Verb) বলা হয়। যেমন—

১৯. অজয় বইটা হাতিয়েছিল।

২০. কাকাবাবু ঝিমোচ্ছেন।

এখানে *হাতিয়েছিল* এবং *ঝিমাচ্ছেন* ক্রিয়াপদ দুটির মূল রয়েছে *হাতা-* এবং *ঝিমা-* নামধাতু। 'হাত' এবং 'ঝিম' শব্দ দুটির সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যথাক্রমে *হাতা-* এবং *ঝিমা-* নামধাতু দুটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এছাড়া *কিল, লাঠি, ধমক, বিষ, লতা* প্রভৃতি বিশেষ্যবাচক শব্দগুলির সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যথাক্রমে *কিলা-, লাঠা-, ধমকা-, বিষা-, লতা-* নামধাতুলি গঠিত হয়। বাংলা ভাষায় এই ধরনের নামধাতুর সংখ্যা অর্ধ-শতাধিক। তবে কিছু নামধাতু আছে যেগুলির সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

এছাড়া বাংলা ভাষায় কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে যেগুলি *কর* ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠন করে। আবার কখনও কখনও ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সঙ্গে *কর* ক্রিয়া না জুড়ে সরাসরি '-আ-' প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহার করা হয়; যেগুলি একপ্রকার নামধাতুর সংগঠন। যেমন—

	ধ্বন্যাত্মক শব্দ	**সংযুক্ত ক্রিয়া**	**নামধাতু**
1.	কন্‌কন্‌	কন্‌কন্‌ করা	কনকনা
2.	ঝক্‌ঝক্‌	ঝক্‌ঝক্‌ করা	ঝকঝকা
3.	ফড়্‌ফড়্‌	ফড়্‌ফড়্‌ করা	ফড়ফড়া
4.	শির্‌শির্‌	শির্‌শির্‌ করা	শিরশিরা
5.	ধড়্‌ফড়্‌	ধড়্‌ফড়্‌ করা	ধড়ফড়া

যে কোনও ভাষায় নামধাতু ঐতিহাসিক বিবর্তনের চেয়ে বেশি সৃজিত হতে পারে; নতুন করে তৈরি করা যেতে পারে। সেজন্য নামধাতুর উদ্ভাবন হল কবি-সাহিত্যিকদের সৃজনশীল পরিণতি। বাংলা

সাহিত্যে নামধাতু বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে। বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের রচনায় নামধাতুর বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি সাহিত্যিকদের হাত ধরে পাওয়া গিয়েছে নতুন নতুন নামধাতু যেগুলি অভিধান বহির্ভূত। নামধাতুর বিশেষ ব্যবহার করেছেন উনবিংশ শতকের কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' সহ অন্যান্য কাব্যগুলিতে। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যিকদের কলমে নতুন নতুন নামধাতুর সৃজন ঘটে।

৩.৩.২ নামধাতু: '-আ' প্রত্যয় বিহীন

সাধারণত শব্দের সঙ্গে '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নামধাতু গঠিত হলেও বাংলা ভাষায় কিছু নামধাতু আছে যেগুলির সঙ্গে কোনও '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয় না; সরাসরি বিশেষ্য বা বিশেষণ থেকে আসে। ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বনি পরিবর্তন হতে দেখা যায়—ধ্বনির আগম, ধ্বনিলোপ প্রভৃতি।

উদা:

২১. গরমে অজিত খুবই ঘামে।

২২. ফুটবল প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের ছাত্ররা জিতেছে।

বাক্য দুটিতে *ঘামে* এবং *জিতেছে* ক্রিয়াপদ দুটির মূলে রয়েছে *ঘাম-* এবং *জিত-* নামধাতু দুটি। দুটি নামধাতুর উদ্ভব হয়েছে *ঘাম* (বিশেষ্য) এবং *জিত* (বিশেষণ) শব্দ থেকে। যেখানে কোনও '-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়নি। বাংলা ভাষায় সেই ধরনের নামধাতু রয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক। এই প্রকার নামধাতুগুলি বিভিন্ন প্রকার ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়। যেমন:

ধ্বনিপরিবর্তনের মাধ্যমে আগত নামধাতু:

	ধ্বনিপরিবর্তন	**নামধাতু**
1.	ধ্বনির আগম	কচ > √কচকা, গুম > √গুমর (?) ইত্যাদি।

2.	ধ্বনিলোপ	উজান > √উজা, জমা > √জম, কাঁচা > √কাঁচ ইত্যাদি।
3.	মিশ্র	আছাড় > √আছড়া, থাবড়া > √থুবড়া, গোল > গুল, কবুল > √কবলা, কোঁকো > √কোঁকা, জুট > √জুড় ইত্যাদি।
4.	সমধ্বনি	পাক > √পাক, ঘাম > √ঘাম, জিত > √জিত, ঠেক > √ঠেক, ভুল > √ভুল ইত্যাদি।

৩.৪ অর্থতাত্ত্বিক বিচারে ধাতুর শ্রেণিবিন্যাস

ধাতুর গঠনপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ যেমন জরুরি তেমনি এর অর্থতাত্ত্বিক দিকটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধাতুগুলি যখন বাক্যে ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত তখন তার একটি অর্থ প্রকাশিত হয়। আবার একই ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিক অর্থে প্রয়োগ হতে পারে। তবে প্রতিটি ক্রিয়ামূল বা ধাতুপ্রকৃতিতে নিহিত থাকে শাব্দিক প্রকার (lexical aspect) অর্থাৎ, ক্রিয়ার আভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতি বা সহজাত রীতি। যে অর্থটি প্রসঙ্গ বা বাক্য-নিরপেক্ষ। যেমন—

২৮.দৌড়া-

> {গতিশীলতা} < + সূচনা, + সমাপ্তি>

এখানে 'দৌড়া-' ধাতুটির দ্বারা নির্দেশিত হয় এর মধ্যে গতিশীলতা রয়েছে—যার সূচনা ও সমাপ্তি আছে। শাব্দিক স্তরের এই অর্থগত রূপরেখাটি প্রসঙ্গ বা বক্তা-নির্ভর নয়; বস্তুনিষ্ঠ। সমস্ত ধাতুপ্রকৃতি বা ক্রিয়ামূলে এই বস্তুনিষ্ঠ অর্থ-সংগঠন বজায় থাকে। সেই প্রেক্ষিতে এই অর্থতাত্ত্বিক বিচারে ধাতুগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন—

৩.৪.১ ব্যাপ্তিকালের বিচারে

ক্রিয়া সম্পাদিত হলে তার একটি সূচনা এবং সমাপ্তি অংশ থাকাটা স্বাভাবিক। অর্থাৎ, একটি ব্যাপ্তি নির্দেশিত হয়। কিন্তু কিছু ক্রিয়া আছে যার কোনও ব্যাপ্তি স্পষ্টত বোঝা যায় না। তাই ব্যাপ্তিকালের ভিত্তিতে ক্রিয়াগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

৩.৪.১.১ গতিশীল ক্রিয়া

যে সব ক্রিয়ার আরম্ভ, চলমানতা এবং শেষ থাকে তাদের গতিশীল ক্রিয়া (Dynamic Verb) বলা হয়। যেমন—যাওয়া, আসা, দৌড়ানো, ওঠা, নামা, বলা, দেখা, হাসা, মারা ইত্যাদি। গতিশীল ক্রিয়াগুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

৩.৪.১.১.১ ঘটনা বা কর্মসূচক ক্রিয়া

যে ক্রিয়াগুলির দ্বারা কোন ঘটনা, কর্ম বা প্রক্রিয়া বোঝায় তাদের ঘটনা বা কর্মসূচক ক্রিয়া (Event Verb) বলে। যেমন—হাঁটা, দৌড়ানো, কাজ করা, লেখা ইত্যাদি। উদাহরণ—

২৯. ছেলেরা মাঠে ক্রিকেট খেলছে।

৩০. লোকটি কাঠ কাটছে।

৩.৪.১.১.২ অবস্থাসূচক ক্রিয়া

যে ক্রিয়াগুলি দ্বারা কোন কিছুর অবস্থা বোঝায় সেগুলি অবস্থাসূচক ক্রিয়া (State Verb)। যেমন—হাসা, পছন্দ করা, দুঃখ পাওয়া ইত্যাদি।

অবস্থাসূচক ক্রিয়াগুলির অনেক ক্রিয়া আবার গতিশীল ক্রিয়া নাও হতে পারে। যেমন - মানসিক অবস্থাজনক কিছু ক্রিয়া—বোঝা, পছন্দ করা ইত্যাদি।

৩.৪.১.২ স্থিতিশীল ক্রিয়া

যে ক্রিয়াগুলির কোন আরম্ভ বা শেষ বোঝা যায় না তাদের স্থিতিশীল ক্রিয়া (Existential Verb) বলে। যেমন—'হ, আছ্, র, থাক্' ধাতুযুক্ত ক্রিয়াগুলি। উদাহরণ—

৩১. বইটি টেবিলের ওপর **আছে**।

৩২. রাম **হয়** বুদ্ধিমান ছেলে।

ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র

[১] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড।

— 2011. The Origin and Development of the Bengali Language. Rupa Publications. Kolkata.

[২] সেন, সুকুমার। ২০১৩। ভাষার ইতিবৃত্ত। চতুর্দশ মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

[৩] Chatterjee, Suhas. (1963). Some aspects of Bengali Verbal Syntax (mimeographed). Department of South Asian Studies. University of Chicago.

[৪] Sarkar, Pabitra. (1976). The Bengali Verb. International Journal of Dravidian Linguistics. V-2, pp. 274-297

[৫] Bhattacharya, Krishna. (1993). Bengali-Oriya Verb Morphology: A Contrastive Study. Das Gupta & Co. PVT. Kolkata.

[৬] Dakshi, Alibha. (2000). Aspect in Bengali. Das Gupta & Co. PVT. Kolkata.

[৭] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ২৯১

[৮] কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ২০০১। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, প্রথম করুণা সংস্করণ। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১৪৭

[৯] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১ম খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ৫৮৮

[১০] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ২য় খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ১৫৯৬

[১১] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ২৯২

[১২] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১ম খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ৬২৭

[১৩] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১ম খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ৯৩৭

[১৪] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১ম খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ২৭৭

[১৫] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১ম খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ৩৭৮

[১৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ২য় খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ১৯৬৪

[১৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ২য় খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ১২৯৩

[১৮] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ৩০৬

[১৯] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ৩০৬

[২০] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ৩০৭

[২১] Chatterji, S. K. (2011). *The Origin and Development of the Bengali Language*. Rupa Publications. Kolkata. (pp. 876-877)

চতুর্থ অধ্যায়:

ধাতুর পরিপূরক উপাদান এবং ক্রিয়া কাঠামো

৪.০ সূচনা

প্রতিটি ধাতু বা ক্রিয়ামূলের যেমন অভিধার্থ থাকে তেমনি থাকে যুক্তি সংগঠন (argument structure)। অর্থাৎ, প্রতিটি ধাতুর জন্য কিছু পরিপূরক উপাদান প্রয়োজন যা ক্রিয়ার অর্থ সম্পূর্ণের জন্য আবশ্যিক। এর তারতম্য ঘটলে অর্থের উপলব্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধাতুগুলি যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন অভিধার্থ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হলে ক্রিয়ার মূল যুক্তি সংগঠন অর্থাৎ, আবশ্যিক উপাদানের পরিবর্তন বা অন্যান্য উপাদান প্রয়োজনও হতে পারে। যেগুলি নির্দিষ্ট অর্থ উৎপাদনে জরুরি। বিষয়টি প্রযুক্তি এবং ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা ধাতুগুলির আবশ্যিক পরিপূরক উপাদান এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। একই সঙ্গে ধাতুর অর্থের পার্থক্য অনুসারে যুক্তি সংগঠন বিশ্লেষণের জন্য প্রযুক্তির উপযোগিতার কথা ভেবে বাংলা ক্রিয়া-কাঠামোর একটা ছক তৈরি করা হবে। এই ছকের মধ্যেই ধাতুর উপকরণগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা করা হবে। নমুনা হিসেবে নির্বাচিত কয়েকটি ধাতুর উপাদানগুলি বিশ্লেষিত হবে।

৪.১ ধাতু ও তার আবশ্যিক উপাদান

একই ধাতুজাত ক্রিয়ার অর্থভেদে বা প্রয়োগভেদে বিভিন্ন কাঠামো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ধাতুপ্রকৃতি বা ক্রিয়ামূলের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে যুক্তি সংগঠন (argument structure)—যা ক্রিয়ার সম্পাদনে আবশ্যিক। এই সংগঠনের কোনও ব্যত্যয় হয় না। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণে এগুলো বহু পূর্বেই

আলোচিত হয়েছে, তবে ভিন্নভাবে। ভারতীয় ব্যাকরণে সেগুলির অন্যতম হল কারকতত্ত্ব। কারক সম্পর্কই বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার পরিপূরক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করে দিতে পারে। কৈয়টের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায় "কারকানাং প্রবৃত্তিবিশেষঃ ক্রিয়া"। অর্থাৎ, ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত ধাতুপ্রকৃতি বা ক্রিয়ামূলের মধ্যে নিহিত থাকে যুক্তি সংগঠন যা কারক সম্পর্কে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন—

১. খা-

> {ক্রিয়া} <ক$_{\text{খাদক, ক্রিয়াসম্পাদক}}$, খ$_{\text{খাদ্যবস্তু}}$> এখানে *খাদক* = কর্তা এবং *খাদ্যবস্তু* = কর্ম

২. ঢোক্-

> {ক্রিয়া} <ক$_{\text{প্রবেশক, ক্রিয়াসম্পাদক}}$, খ$_{\text{স্থান}}$> এখানে *প্রবেশক* = কর্তা এবং *স্থান* = অধিকরণ

৩. যা-

> {ক্রিয়া} <ক$_{\text{পথিক, ক্রিয়াসম্পাদক}}$, খ$_{\text{স্থান}}$> এখানে *পথিক* = কর্তা এবং *স্থান* = লক্ষ্য

৪. রাখ্-

> {ক্রিয়া} <ক$_{\text{মজুতদার, ক্রিয়াসম্পাদক}}$, খ$_{\text{বস্তু}}$, খ$_{\text{স্থান}}$> এখানে *মজুতদার* = কর্তা, *বস্তু* = কর্ম এবং *স্থান* = অধিকরণ

উদাহরণগুলি থেকে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, প্রতিটি ধাতু ক্রিয়াবাচক। প্রথম উদাহরণে 'খা-' ধাতুপ্রকৃতি দ্বারা নির্দেশিত হয় ক্রিয়াটি সম্পাদনের জন্য দুটি উপাদান আবশিক—কর্তা (খাদক) এবং কর্ম (খাদ্যবস্তু)। দ্বিতীয় উদাহরণে 'ঢোক্-' ধাতুপ্রকৃতি নির্দেশ করে ক্রিয়াটির সংঘটনের জন্য কর্তা (প্রবেশক) এবং অধিকরণ (স্থান) অবশ্যিক উপাদান। একইভাবে 'যা-' ধাতু দ্বারা নির্দেশিত হয় ক্রিয়াটির সংঘটনের জন্য পথিকরূপী কর্তা এবং স্থানরূপী লক্ষ্য আবশ্যিক। এতক্ষণ অবধি প্রতিটি ধাতুর দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে ক্রিয়াগুলি সংঘটনে দুটি উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু চতুর্থ উদাহরণে 'রাখ্-' ধাতুপ্রকৃতি অনুসারে ক্রিয়াটি সম্পাদনের জন্য তিনটি উপাদান আবশিক—কর্তা (মজুতদার), কর্ম (বস্তু) এবং অধিকরণ (স্থান)। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাতুপ্রকৃতিতে 'স্থান' আবশ্যিক হলেও কারক সম্পর্কের বিচারে এক নয়—কোনওটি অধিকরণ এবং কোনওটি লক্ষ্য। আবার, ধাতুপ্রকৃতি বা ক্রিয়ামূলের এই সংগঠন দ্বারা এও জানা সম্ভব, কোন ক্রিয়ার জন্য কটি করে উপাদান আবশ্যিক। যে আবশ্যিক উপাদানগুলি উপস্থিত না

থাকলে ক্রিয়ার সম্পাদন সম্ভব নয়। এই উপাদানগুলি বাক্য বা বক্তা-নিরপেক্ষ—অর্থাৎ, বক্তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তাই এই ধরনের সাংগঠনিক রূপরেখা বস্তুনিষ্ঠ হয়।

ভাষা-প্রযুক্তিতে সাপেক্ষ ব্যাকরণের মডেল বিশেষ স্থান দখল করেছে। এই ব্যাকরণের মডেলে কারক-সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেজন্য প্রথমেই বাংলা ক্রিয়ার ধাতুগুলি বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ক্রিয়ার এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি সংগঠন দেখা জরুরি। সেই অনুসারে দেখা যায়, কোনও ধাতুর কর্ম আবশ্যিক উপাদান, কোনও ধাতুর করণ আবশ্যিক তো কোনও ধাতু অধিকরণ উপাদান ছাড়া অসম্পূর্ণ ইত্যাদি। সেই অনুসারে ধাতুগুলিকে বিন্যস্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এগুলির মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণে কর্মকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ, কর্মের আবশ্যিকতা অনুসারে ধাতুগুলিকে বিশ্লেষণ করা হলেও অন্যান্য উপাদানগুলির আবশ্যিকতা অনুযায়ী কোনও শ্রেণীকরণ করা হয়নি। সেজন্য কর্ম ছাড়াও ধাতুর জন্য অপরিহার্য অন্যান্য উপাদান অনুযায়ী ধাতুগুলিকে বিচার করা প্রয়োজন।

৪.১.১ কর্ম: আবশ্যিক উপাদান

বাক্যে কর্তা আবশ্যিক উপাদান। কিন্তু কর্ম থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করে ক্রিয়াটি যে ধাতুজাত সেই ধাতুর কর্মকত্বের ওপর। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণে কর্মকত্ব (Transitivity) অনুসারে ধাতুগুলিকে বিশেষভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ধাতু অনুযায়ী কখনও কর্ম অপরিহার্য হয় আবার কখনও কর্ম থাকে না, ঐচ্ছিক হিসাবেও নয়। আবার কখনও ধাতু বিশেষে আবশ্যিক উপাদান হিসাবে একাধিক কর্ম থাকে। সেই অনুযায়ী কর্মকে ধাতুর বিশেষ মাত্রা ধরে ধাতুগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। যথা—

৪.১.১.১ কর্মের অনুপস্থিতি

এক।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় এমন কিছু ধাতু আছে যেগুলির কর্ম থাকে না, শুধু কর্তাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কর্তা ছাড়া অন্যান্য উপাদান থাকতে পারে, কিন্তু কর্মের কোনও স্থান নেই। এই

ধরনের ধাতুজাত ক্রিয়াগুলিকে অকর্মক ক্রিয়া (Intransitive Verb) বলা হয়। অর্থাৎ, কর্তা হল অকর্মক ক্রিয়ার আবশ্যিক উপকরণ; কর্ম থাকে অনুপস্থিত। উদাহরণ:

৫. পরেশ হাসছে।
পরেশ.কর্তা হাস্-.বর্ত.ঘট.৩পু.

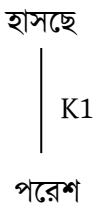

বৃক্ষচিত্র ৪.১: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-১

৬. মহুয়া কেঁদেছিল।
মহুয়া.কর্তা কাঁদ্-.অতী.পুরা.৩পু

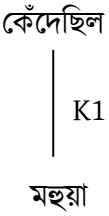

বৃক্ষচিত্র ৪.২: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-২

উপরের বাক্য দুটিতে *হাসছে* এবং *কেঁদেছিল* ক্রিয়াপদ দুটির মূলে রয়েছে যথাক্রমে 'হাস্-' এবং 'কাঁদ্-' ধাতু। বাক্য দুটির কর্তা যথাক্রমে— *পরেশ* এবং *মহুয়া*। বাক্য দুটিতে অর্থাৎ ক্রিয়াপদ দুটির কোনও কর্ম নেই, শুধু কর্তা আবশিক উপাদান। সুতরাং 'হাস্-' এবং 'কাঁদ্-' ধাতু দুটি অকর্মক। এই জাতীয় অকর্মক ধাতুজাত ক্রিয়া কর্ম ছাড়াই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে। ক্রিয়া দুটির যুক্তি সংগঠনকে সাপেক্ষ সম্পর্ক এবং যুক্তি সংখ্যা অনুযায়ী সাজানো যেতে পারে—

	ধাতু	**যুক্তি সংখ্যা**	**আবশ্যিক উপাদান**
১.	হাস্-	১	k1
২.	কাঁদ্-	১	k1

সারণি ৪.১: অকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-১

দুই।

আর্গুমেন্ট সংখ্যার নিরিখে অকর্মক ক্রিয়ায় একটি বিশেষ্যগুচ্ছ আবশ্যিক—যেটি কর্তা। কিন্তু কিছু অকর্মক ক্রিয়ায় আবশ্যিক বিশেষ্যগুচ্ছটি (কর্তা) ছাড়াও আরও বিশেষ্যগুচ্ছ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যেগুলি কারক সম্পর্কের নিরিখে কর্তৃকারকের পাশাপাশি অন্যান্য কারক সম্পর্কে আবদ্ধ। উদাহরণ:

৭. তিনি মাটিতে বসলেন।
তিনি.৩পু.একব.কর্তা মাটি.অধি. বস্-.অতী.৩পু.সম্মা

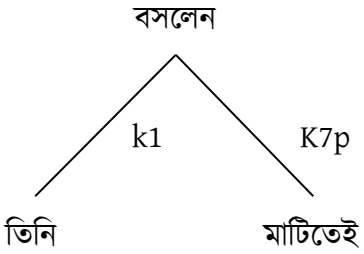

বৃক্ষচিত্র ৪.৩: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-৩

৮. ব্যাগ থেকে আরশোলা বেরোল।
ব্যাগ অপা (অনু) আরশোলা.কর্তা বেরো-.অতী.৩পু

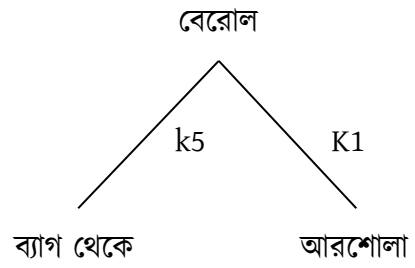

বৃক্ষচিত্র ৪.৪: অকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-৪

উপরের বাক্য দুটিতে অকর্মক ধাতু—'বস্-' এবং 'বেরো-' ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্য দুটিতে যে অর্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কর্তা (তিনি এবং আরশোলা) ছাড়াও আরেকটি করে আর্গুমেন্ট আবশ্যিক, যা কর্ম নয়। কর্তা ছাড়াও (৭) নং বাক্যে রয়েছে 'মাটিতেই' যা স্থানকে নির্দেশ করছে এবং (৮) নং বাক্যে রয়েছে 'ব্যাগ থেকে' যা উৎস নির্দেশ করছে। কারকের দিক দিয়ে যেগুলি অধিকরণ ('মাটিতে') এবং

অপাদান ('ব্যাগ থেকে') কারক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে। সেই হিসাবে ক্রিয়া দুটির যুক্তি সংগঠন হবে নিম্নরূপ—

	ধাতু	**যুক্তি সংখ্যা**	**আবশ্যিক উপাদান**
১.	বস্-	২	k1, k7p
২.	বেরো-	২	k1, k5

সারণি ৪.২: অকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-২

তিন।

অর্থের দিক থেকে কর্তা (subject) এবং ক্রিয়া-সম্পাদক (agent)-এর মধ্যে কর্তৃবাচ্যেই একটু পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ, ক্রিয়া সম্পাদনে কর্তার ভূমিকাগত তফাৎ দেখা যায়। কখনও কখনও কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, কখনও কখনও করে না—ক্রিয়াটি ঘটে। অর্থাৎ, স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্তা (performing subject) নয়। সুতরাং, কিছু অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা (subject) ক্রিয়াটির সম্পাদক (agent) নয়। অর্থাৎ, এই ক্রিয়াগুলির কর্তা ক্রিয়া সম্পাদনে স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়। উদাহরণ:

৯. *হাতিটি* কাদায় পড়েছে।
হাতি.নির্দে.কর্তা কাদা.অধি পড়্-.বর্ত.পুরা.৩পু

১০. *মন্দিরে* ঘন্টা বাজছে।
মন্দির.অধি ঘন্টা.কর্তা বাজ্-.বর্ত.ঘট.৩পু.

উপরের বাক্য দুটিতে 'হাতি' এবং 'ঘন্টা' কর্তা হলেও তারা ক্রিয়া-সম্পাদক নয়; অর্থাৎ, ক্রিয়া উদ্যোগে সম্পাদন করছে না।

চার।

অপরদিকে কিছু অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা (subject) এবং ক্রিয়া-সম্পাদক (agent) একই হয়। অর্থাৎ, ক্রিয়া সম্পাদনে কর্তার ভূমিকা থাকে। উদাহরণ:

১১. *শিশুটি* কাঁদছিল।
শিশু.নির্দে.কর্তা কাঁদ্-.অতী.ঘট.৩পু

১২. *দাদু* হাসছিল।
দাদু.কর্তা হাস্-.অতী.ঘট.৩পু.

উপরের বাক্য দুটিতে 'শিশুটি' এবং 'দাদু' একইসঙ্গে কর্তা এবং ক্রিয়া সম্পাদক; অর্থাৎ, তারা যথাক্রমে 'কাঁদা' এবং 'হাসা' ক্রিয়া সম্পাদনে ভূমিকা রাখে।

৪.১.১.১.১ সমধাতুজ কর্তা

কিছু অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা এবং ক্রিয়া একই ধাতুজাত হয়। যে ধাতু থেকে অকর্মক ক্রিয়াটি উৎপন্ন সেই একই ধাতুজাত বিশেষ্য যদি ক্রিয়ার কর্তা হয় তাহলে সেই কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে। যেমন—

১৩. ছেলের বড়ো *বাড়* বেড়েছে।

১৪. রাতে নহবতের *বাজনা* বাজছিল।

বাক্য দুটির কর্তা এবং ক্রিয়া একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। শুধু তাদের গঠন প্রক্রিয়া ভিন্ন। প্রথম বাক্যে 'বাড়' ধাতু থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ 'বাড়' (√বাড়্+অ) এবং ক্রিয়াপদ 'বেড়েছে' (√বাড়্+এছে) নিষ্পন্ন হয়েছে। এই বাক্যের 'বাড়' পদটি 'বেড়েছে' ক্রিয়ার কর্তা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বাক্যে 'বাজ' ধাতু থেকে 'বাজনা' (√বাজ্+না) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ এবং 'বাজছিল' (√বাজ্+ছিল) ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়েছে। এই বাক্যের 'বাজনা' পদটি 'বাজছিল' ক্রিয়ার কর্তা। উভয় বাক্যেরই ক্রিয়া এবং কর্তা একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হওয়ায় এগুলি সমধাতুজ কর্তা।

৪.১.১.১.২ অকর্মক ধাতু সংখ্যা

অকর্মক ধাতুর সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। কারণ কিছু ধাতুর ব্যুৎপত্তি নিয়ে সংশয় থাকায় সেই ধাতুগুলি থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াগুলি সকর্মক না অকর্মক তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। আবার কিছু ক্রিয়াধাতু একইসঙ্গে অকর্মক ও সকর্মক। ফলে সেগুলিকে এই তালিকায় যোগ করা হবে কিনা

তাও বিচার্য বিষয়। এর উল্টোদিকে রয়েছে আরেকটি মত—সকর্মক ক্রিয়াগুলি অকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হতে পারে। সেই হিসাবে যতগুলি মৌলিক ধাতু পাওয়া ততগুলি অকর্মক ক্রিয়া [ণিজন্ত ক্রিয়া বাদ দিয়ে]। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে বাছাই করে অকর্মক ক্রিয়ার তালিকা দেখতে চাই যেখানে একইসঙ্গে অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়াগুলি থাকবে না, অকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হতে পারলেও সকর্মক ক্রিয়াগুলি থাকবে না। সেই সূত্রে বাংলায় বর্তমানে প্রচলিত একপদী ক্রিয়াগুলির মধ্যে অকর্মক ক্রিয়ার সংখ্যা প্রায় দেড়-শতাধিক। যেমন—

আস্-,	জ্বল্-,	পড়্-,	র-,
ওঠ্-,	ঝর্-,	পালা-,	রাগ্-,
ওড়্-,	ঝুল্-,	পৌঁছা-,	লড়্-,
কাঁদ্-,	টল্-,	ফাট্-,	লাগ্-,
কাঁপ্-,	ডোব্-,	ফোল্-,	শো-,
কাশ্-,	থাক্-,	ব-,	সর্-,
গল্-,	থাম্-,	বস্-,	হ-,
ঘোর্-,	দাঁড়া-,	বাঁচ্-,	হাঁচ্-,
চড়্-,	দৌড়া-,	বাজ্-,	হাঁট্-,
চর্-,	নড়্-,	ভাস্-,	হার্-,
চল্-,	নাচ্-,	মর্-,	হাস্-,
জাগ্-,	নাম্-,	যা-,	হেল্- ইত্যাদি।

৪.১.১.২ কর্মের আবশ্যিক উপস্থিতি

এক।

কিছু ক্রিয়ার যেমন কর্ম থাকে না তেমনি কিছু ক্রিয়ার কর্ম আবশ্যিক। কর্ম থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করে ধাতুর কর্মকত্বের ওপর। যে ক্রিয়া সম্পাদনে কর্তা ছাড়াও কর্ম অপরিহার্য উপাদান হয়ে ওঠে সেগুলিকে সকর্মক ক্রিয়া (Transitive Verb) বলে। অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে কর্তা ও কর্ম—উভয়েরই

উপস্থিতি ক্রিয়া সম্পন্নে জরুরি। এটির ব্যতিক্রম ঘটলে, বাক্যের মধ্যে জরুরি উপাদানের অনুপস্থিতির কারণে এক ধরনের অসম্পূর্ণতার জন্ম নেয়। যথা:

১৫. রিমা বই পড়ছে।
রিমা.কর্তা বই.কর্ম পড়্-.বর্ত.ঘট.৩পু

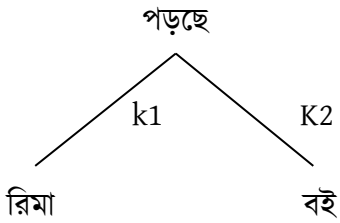

বৃক্ষচিত্র ৪.৫: সকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-১

১৬. শ্রেয়া বিরিয়ানি খাবে।
শ্রেয়া.কর্তা বিরিয়ানি.কর্ম খা-.ভবি.৩পু

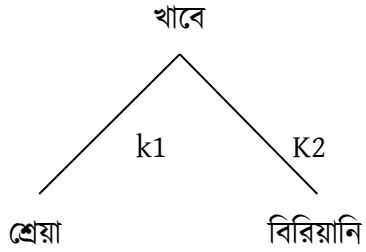

বৃক্ষচিত্র ৪.৬: সকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-২

উপরের বাক্য দুটির 'পড়ছে' এবং 'খাবে' ক্রিয়াপদ দুটি কর্তা (রিমা, শ্রেয়া) ছাড়াও কর্ম (বই, বিরিয়ানি)-কে অবলম্বন করে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে কর্তা এবং কর্ম—উভয়ই আবশ্যিক উপাদান। এই বিচারে ক্রিয়া দুটি সকর্মক ক্রিয়া। সেই হিসাবে ক্রিয়া দুটির যুক্তি সংগঠনকে সাপেক্ষ সম্পর্ক এবং যুক্তি সংখ্যা অনুযায়ী সাজানো যেতে পারে—

	ধাতু	**যুক্তি সংখ্যা**	**আবশ্যিক উপাদান**
৩.	পড়্-	২	k1, k2
৪.	খা-	২	k1, k2

সারণি ৪.৩: সকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-১

আর্গুমেন্টের নিরিখে সকর্মক ক্রিয়ার দুটি বিশেষ্যগুচ্ছ আবশ্যিক—যার একটি কর্তা এবং অন্যটি কর্ম। তবে কিছু সকর্মক ক্রিয়ার একাধিক কর্ম থাকে। অর্থাৎ, একাধিক কর্ম আবশ্যিক হয়ে যায়। সেজন্য অনেক সময় একটি কর্ম দিয়ে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, আরেকটি কর্মের আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই কর্মের সংখ্যার ভিত্তিতে সকর্মক ক্রিয়াগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়।

৪.১.১.২.১ এক-কর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়াগুলির একটি কর্ম থাকে তাদের এককর্মক ক্রিয়া (Mono-transitive Verb) বলে। যেমন – পড়া, শোনা, আনা, নেওয়া ইত্যাদি। উদাহরণ –

১৭.	লিপি	সিনেমা	দেখছে।
	লিপি.কর্তা	সিনেমা.কর্ম	দেখ্-.বর্ত.ঘট.৩পু
১৮.	অপু	কবিতা	লিখছে।
	অপু.কর্তা	কবিতা.কর্ম	লেখ্-.বর্ত. ঘট.৩পু

উপরের (১৭) নং বাক্যে ‘দেখছে’ ক্রিয়ার কর্ম হল ‘সিনেমা’ এবং (১৮) নং বাক্যে ‘লিখছে’ ক্রিয়ার কর্ম হল ‘কবিতা’। উভয় বাক্যেই কর্তা ছাড়া একটি করে কর্ম দ্বারাই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর কোনও কর্মের আকাঙ্ক্ষা এখানে নেই। সেই বিচারে এগুলিকে এক-কর্মক ক্রিয়া বলা যায়।

৪.১.১.২.২ দ্বিকর্মক ক্রিয়া

কিছু ধাতু রয়েছে যেগুলির আবশ্যিক উপাদান হিসাবে দুটি কর্ম থাকা প্রয়োজন। নাহলে ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং, যে ধাতুগুলির দুটি কর্ম থাকে সেই ধাতুজাত ক্রিয়াগুলিকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া (Ditransitive Verb) বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিনটি বিশেষ্যগুচ্ছ আবশ্যিক—যার একটি কর্তা এবং অপর দুটি কর্ম। দুটি কর্ম থাকলে তার একটি মুখ্য কর্ম (Direct object) এবং অন্যটি গৌণ কর্ম (Indirect object) রূপে পরিগণিত হয়। উদাহরণ:

১৯. তিনি	সবাইকে	মিষ্টি	দিলেন।
তিনি.৩পু.একব.কর্তা	সবাই.কর্ম (গৌণ)	মিষ্টি.কর্ম	দে-.অতী.৩পু

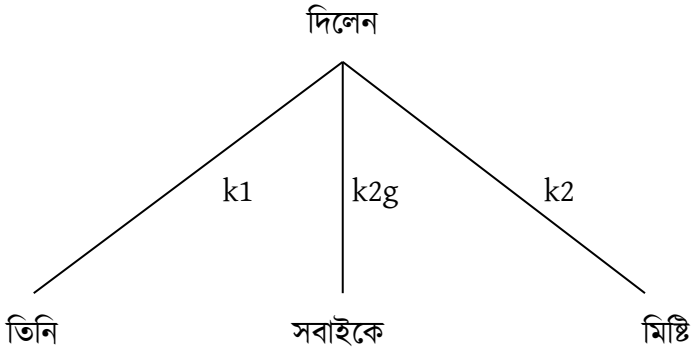

বৃক্ষচিত্র ৪.৭: দ্বিকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-১

২০. ছাত্ররা	কথাটা	বিভাগীয় প্রধানকে	বলবে।
ছাত্ররা.কর্তা	কথা.নির্দে.কর্ম (গৌণ)	বিভাগীয় প্রধান.কর্ম	বল্-.ভবি.৩পু।

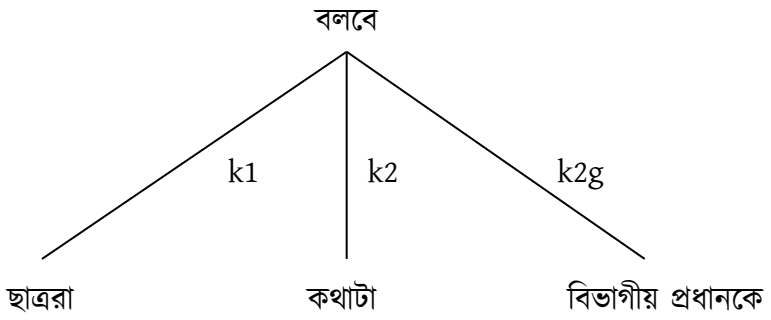

বৃক্ষচিত্র ৪.৮: দ্বিকর্মক ধাতুর আবশ্যিক উপাদান-২

উপরের বাক্য দুটিতে কর্তা (তিনি, ছাত্ররা) ছাড়াও রয়েছে দুটি করে কর্ম। (১৯) নং বাক্যের কর্ম দুটি—'সবাইকে, মিষ্টি' এবং (২০) নং বাক্যের কর্ম দুটি—'কথাটা, বিভাগীয় প্রধানকে'। দুটি কর্ম থাকলে একটি কর্ম হয় প্রাণীবাচক বিশেষ্য এবং অন্যটি হয় অপ্রাণীবাচক বা বস্তুবাচক বিশেষ্য। এক্ষেত্রে মুখ্য কর্ম হয় অপ্রাণীবাচক বা বস্তুবাচক বিশেষ্যটি এবং গৌণ কর্ম হয় প্রাণীবাচক বিশেষ্যটি। সেই সূত্রে 'মিষ্টি, কথাটা'—মুখ্য কর্ম এবং 'সবাইকে, বিভাগীয় প্রধানকে'—গৌণ কর্ম। সাধারণত আদর্শ বাক্যের পদক্রমের নিয়মানুসারে গৌণ কর্মটি মুখ্য কর্মের আগে আসে। ক্রিয়ার দুটির যুক্তি সংগঠন—

	ধাতু	যুক্তি সংখ্যা	আবশ্যিক উপাদান
১.	দে-	৩	k1, k2, k2g
২.	বল্-	৩	k1, k2, k2g

সারণি ৪.৪: দ্বিকর্মক ধাতুর যুক্তি সংগঠন-১

৪.১.১.২.৩ সমধাতুজ কর্ম

সমধাতুজ কর্তার বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সকর্মক ক্রিয়াকে যেমন কর্ম উল্লেখ না করে অকর্মক ক্রিয়ার মতো বাক্যে ব্যবহার করা যায়, তেমনি কখনও কখনও অকর্মক ক্রিয়াও সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় বাক্যে যে ধাতু থেকে ক্রিয়াপদটি উদ্ভূত সেই একই ধাতু থেকে উদ্ভূত বিশেষ্যপদ বাক্যের মধ্যেই সেই ক্রিয়ার কর্ম সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে। এই জাতীয় কর্মকে সমধাতুজ কর্ম (Cognate Object) বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ:

২১. সে একটা মিষ্টি *হাসি* হাসল।

২২. অনুষ্ঠানে তুমি একটা *নাচ* নেচেছিলে।

উপরের বাক্য দুটিতে একই ধাতু থেকে ক্রিয়া এবং কর্ম উদ্ভূত হয়েছে। প্রথম বাক্যে 'হাস্-' ধাতু থেকে 'হাসি' (√হাস্+ই) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ এবং 'হাসল' (√হাস্+ল) ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়েছে। এই বাক্যের 'হাসি' পদটি 'হাসছে' ক্রিয়াপদের কর্ম। অনুরূপ দ্বিতীয় বাক্যে 'নাচ্-' ধাতু থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ 'নাচ' (√নাচ্+অ) এবং ক্রিয়াপদ 'নেচেছিল' (√নাচ্+এছিল) নিষ্পন্ন হয়েছে। এই বাক্যের 'নাচ' পদটি 'নেচেছিল' ক্রিয়ার কর্ম। উভয় বাক্যেরই ক্রিয়া এবং কর্ম একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হওয়ায় এদের সমধাতুজ কর্ম বলে। বাংলায় বেশ কিছু ধাতুর এমন ব্যবহার রয়েছে। তবে এগুলি উৎপত্তি এবং ব্যবহার অনুসারে অন্যান্য কর্ম থেকে ভিন্ন।

শুধু অকর্মক ক্রিয়ারই সমধাতুজ কর্ম থাকতে পারে তা নয়; সকর্মক ক্রিয়ারও সমধাতুজ কর্ম থাকতে পারে। উদাহরণ:

২৩.শিশুরা একটা *খেলা* খেলছে।

এই বাক্যের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ 'খেলা' (√খেল্+আ) এবং ক্রিয়াপদ 'খেলছে' (√খেল্+ছে) একই ধাতু 'খেল্-' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'খেলা' পদটি 'খেলছে' ক্রিয়ার কর্ম—সমধাতুজ কর্ম। লক্ষ করার বিষয়—'খেলছে' সকর্মক ক্রিয়া। যেমন, 'শিশুরা বল খেলছে'—বাক্যে 'বল' কর্ম। সুতরাং, অকর্মক এবং সকর্মক—উভয় প্রকার ক্রিয়ারই সমধাতুজ কর্ম থাকতে পারে।

সকর্মক ক্রিয়াজাত সমধাতুজ কর্মগুলি মূল কর্মের সঙ্গে 'constrastive distribution'-এ থাকে। কারণ, এই সমধাতুজ কর্ম বাক্যে বসলে সম্ভাব্য অন্য কর্মটি বসতে পারে না। এই বিচারে বলা যেতে পারে যে সমধাতুজ কর্মটি, মূলত কর্মই। সমধাতুজ কর্ম যদি সকর্মক ক্রিয়াজাত হয় তাহলে মূল কর্মটি ওই বিশেষ্যগুচ্ছেই সমধাতুজ কর্মের সঙ্গে সমাসবদ্ধ রূপে বাক্যে বসে। যেমন—ধুলোখেলা, রংখেলা ইত্যাদি।

৪.১.১.২.৪ সকর্মক ধাতুর সংখ্যা

ঠিক যে কারণে অকর্মক ধাতুর সংখ্যা নির্ণয় করা সমস্যাজনক, একই কারণে বাংলা সকর্মক ধাতুর সংখ্যা নির্ণয় করা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কারণ কিছু ক্রিয়ার ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে। এই জাতীয় কয়েকটি ধাতুর কথা সরিয়ে রেখে দেখা গিয়েছে সকর্মক ধাতুর সংখ্যা প্রায় দু'শোর কাছাকাছি। যেমন—

আন্-,	খা-,	চা-,	ছোঁ-,
কর্-,	খেল্-,	চাট্-,	জান্-,
কাড়্-,	খোঁজ্-,	চেড়্-,	টান্-,
কুড়া্-,	খোঁড়্-,	চেন্-,	টেপ্-,
কেন্-,	ঘাঁট্-,	চোষ্-,	টোক্-,
কোট্-,	ঘের্-,	ছাড়্-,	ঠেল্-,

ডল্-,	নে-,	বক্-,	মান্-,
ঢাল্-,	পড়্-,	বাছ্-,	মার্-,
তাড়া-,	পর্-,	বেচ্-,	মোছ্-,
তোল্-,	পা-,	বেল্-,	রাখ্-,
থো-,	পাড়্-,	বোঝ্-,	লেখ্-,
দেখ্-,	পার্-,	ভাব্-,	শেখ্-,
ধো-,	পোষ্-,	মাখ্-,	শোন্-,
নাড়্-,	ফেল্-,	মাজ্-,	সঁপ্- ইত্যাদি।

৪.১.১.৩ অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়া

এক।

কিছু ক্রিয়া আছে যেগুলি একইসঙ্গে অকর্মক এবং সকর্মক রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু ভাষায় এও রয়েছে যে, এমন কিছু সকর্মক ধাতু যখন ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন কর্তার অনুপস্থিতিতে কর্মই বাক্যে কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। ধাতুর স্বরূপটি এখানে অকর্মক ধাতুতে পরিণত হয়। অকর্মক ক্রিয়াটির (যখন অকর্মক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয়) কর্তা সকর্মক ক্রিয়ার (যখন সকর্মক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয়) কর্ম হয়। উদাহরণ:

২৪. ডালটি ভাঙল।

ডাল.নির্দে.কর্তা ভাঙ্-.অতী.৩পু

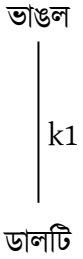

বৃক্ষচিত্র ৪.৯: অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়ার উপাদান-১

২৫. সে ডালটি ভাঙল।

সে.৩পু.একব.কর্তা ডাল.নির্দে.কর্ম ভাঙ্-.অতী.৩পু

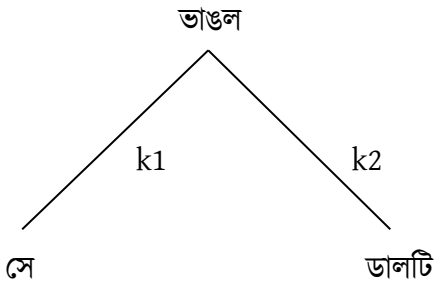

বৃক্ষচিত্র ৪.১০: অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়ার উপাদান-২

এই বাক্য দুটিতে 'ভাঙ্-' ধাতুজাত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। (২৪) নং বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক রূপে; যার কর্তা—*ডালটি*। (২৫) নং বাক্যে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে সকর্মক রূপে; যার কর্ম প্রথম বাক্যের কর্তা—*ডালটি*। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে এই জাতীয় ধাতুর ক্ষেত্রে কর্মকত্বের স্বরূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে কর্তা-কর্মের স্থানবদল হয়ে যায়।

বাংলা ভাষায় এই জাতীয় ক্রিয়ার সংখ্যা প্রায় অর্ধ-শতাধিক। যেমন—

	ধাতু	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	আটকা-	অকর্মক	ঘুড়িটা গাছে আটকে গিয়েছে।
		সকর্মক	তারা লড়িটাকে আটকে দিল।
২.	কাট্-	অকর্মক	মেঘ কেটে গেল।
		সকর্মক	তারা শাল গাছটা কেটে ফেলেছে।
৩.	খোল্-	অকর্মক	হাওয়ায় দরজাটা খুলে গিয়েছিল।
		সকর্মক	ভাই দরজাটা খুলে দিয়েছে।
৪.	ঢাক্-	অকর্মক	আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল।
		সকর্মক	মা খাবার ঢেকে রেখেছে।

৫.	ভাঙ্-	অকর্মক	বাড়িটা ভেঙে পড়ছে।
		সকর্মক	তারা বাড়িটা ভেঙে ফেলল।

ইত্যাদি।

এই জাতীয় ধাতুগুলি যখন অকর্মক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তার কর্তা সাধারণত ক্রিয়া-সম্পাদক হয় না; সেগুলি সাধারণত মনুষ্যেতর বিশেষ্য হয়ে থাকে। তবে ব্যতিক্রম কিছু রয়েছে। যেমন—'লুকা-' ধাতুটির কথা ধরা যাক। এই ধাতুটি অকর্মক হোক বা সকর্মক—যে রূপেই ব্যবহৃত হোক না কেন ধাতুটির কর্তা বাক্যে ক্রিয়া-সম্পাদক হয় এবং তা মনুষ্যবাচক বিশেষ্য হয়।

এই ক্রিয়া-ধাতুর ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা দেখা দেয়। অর্থাৎ, একই ধাতু কখনও সকর্মক কখনও অকর্মক রূপে ব্যবহৃত হলেও সেগুলি সব সময় labile verb বা ergative verb হয় না। কারণ, তাদের ব্যুৎপত্তি ভিন্ন হয়। সেক্ষেত্রে সেগুলি Homophonous বা সমধ্বনিগুচ্ছ হয়। যেমন—'পড়্-', 'বক্' ইত্যাদি ধাতুজাত ক্রিয়াগুলি সমগোত্রীয়।

৪.১.২ করণ: আবশ্যিক উপাদান

কিছু ধাতু আছে যার কর্তা ও কর্ম ছাড়াও আরও কিছু আর্গুমেন্ট থাকে। যেগুলি ছাড়া বাক্যের গ্রহযোগ্যতা তৈরি হয় না। অন্যান্য আবশ্যিক উপাদানের মধ্যে কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি ধাতুটির সঙ্গে করণ কারক সম্পর্কে থাকে। যেমন—

২৬. মাসি বটি দিয়ে মাছ কাটছে।

২৭. লোকটি ছাঁকনি দিয়ে চা ছাঁকছেন।

২৮. লোকটি (শাবল দিয়ে) মাটি খুঁড়ছে।

উপরের (২৬) এবং (২৭) নং বাক্য দুটিতে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্তা এবং কর্মের পাশাপাশি করণ কারককে আবশ্যিক উপাদান হিসাবে প্রয়োজন। যেমন—(২৬) নং বাক্যে 'বটি দিয়ে' এবং (২৭) নং বাক্যে 'ছাকনি

দিয়ে' করণ কারক দুটি আবশ্যিক উপাদান। অনেক সময় বাক্যের প্রয়োজনে কোনও আবশ্যিক উপাদান উহ্য থাকতে পারে। যেমন—(২৮) নং বাক্যে কর্তা এবং কর্ম থাকলেও করণ কারকটি নেই, যা এই ক্রিয়ার ধাতুর আবশ্যিক উপাদান। উহ্য বোঝাতে উপাদানটিকে প্রথম বন্ধনী ( )-র মধ্যে রাখা হয়েছে। করণ কারক ধাতু-নির্দিষ্ট আবশ্যিক একটি উপাদান। এর যুক্তি সংগঠন—

	ধাতু	**যুক্তি সংখ্যা**	**আবশ্যিক উপাদান**
১.	কাট্-	৩	k1, k2, k3
২.	ছাঁক্-	৩	k1, k2, k3
৩.	খোঁড়্-	৩	k1, k2, (k3)

সারণি ৪.৫: আবশ্যিক উপাদান—করণ

প্রযুক্তির প্রয়োজনে ভাষার সুত্রগুলিকে ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের ধারা বজায় রেখে কিছু অংশ নতুন করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

উদাহরণ—

২৯. ঝড়ে গাছটি পড়েছে।

এখানে 'ঝড়ে' উপায়াত্মক করণ কারক। কিন্তু প্রযুক্তির প্রয়োজনে সাপেক্ষ ব্যাকরণের সম্পর্ক অনুযায়ী এগুলিকে হেতু (reason) পর্যায়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের কোনও কোনও করণ কারক সাপেক্ষ ব্যাকরণে হেতু (rh)। যদিও 'পড়্-' ক্রিয়ার আবশ্যিক উপাদান উপায়াত্মক করণ বা হেতু কোনটাই নয়।

৪.১.৩ অপাদান: আবশ্যিক উপাদান

কোনও কোনও ধাতুর আবশ্যিক উপাদান হিসাবে 'উৎস' থাকে। এই উৎস অপাদান কারককে নির্দেশ করে। উদাহরণ—

৩০. কপাল থেকে রক্ত ঝরছে।

৩১. পাহাড়ের গা থেকে পাথর খসছে।

এখানে প্রথম বাক্যে 'কপাল থেকে' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'পাহাড়ের গা থেকে'—উৎস দুটি (অপাদান কারক) আবশ্যিক উপাদান।

	ধাতু	যুক্তি সংখ্যা	আবশ্যিক উপাদান
১.	ঝর্-	২	k1, k5
২.	খস্-	২	k1, k5

সারণি ৪.৬: আবশ্যিক উপাদান—অপাদান

৪.১.৪ অধিকরণ: আবশ্যিক উপাদান

কোনও কোনও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকরণ কারক আবশ্যিক। বিষয়, স্থান এবং কাল ভেদে অধিকরণ কারক তিন প্রকার। তবে এখানে স্থানবাচক বিশেষ্য বা অধিকরণ কারককে আবশ্যিকতার বিচারে রাখা হয়েছে। উদাহরণ—

৩২. নদীতে কচুরিপানা ভাসছে।

৩৩. গরুগুলো মাঠে চরছে।

এখানে প্রথম বাক্যেই 'নদীতে' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'মাঠে' স্থানবাচক বিশেষ্য আবশ্যিক উপাদান। যে স্থান দুটি অপাদান কারক হিসাবে রয়েছে।

	ধাতু	যুক্তি সংখ্যা	আবশ্যিক উপাদান
১.	ভাস্-	২	k1, k7p
২.	চর্-	২	k1, k7p

সারণি ৪.৭: আবশ্যিক উপাদান—অধিকরণ

৪.২ বাংলা ধাতু ও তার আবশ্যিক পরিপূরক উপাদান সংগঠন

এই রীতিতে বাংলা ধাতুর প্রকৃতি বা ক্রিয়ামূলের বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার করে দেখলে বাংলা ধাতুর বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি সংগঠনের একটা রূপ বেরিয়ে আসে। কোন ধাতুর ক্ষেত্রে কটি করে যুক্তি আবশ্যিক, ধাতুর সঙ্গে আবশ্যিক উপাদানগুলির কারক সম্পর্ক ইত্যাদি। সেখান থেকে যুক্তি বা আর্গুমেন্টের সংখ্যা এবং আবশ্যিক উপাদানের কারক-সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়েকটি সাংগঠনিক আদল পাওয়া যায়। যথা:

	আবশ্যিক উপাদান	যুক্তি সংখ্যা	ধাতু
১.	k1,	১	কাঁদ্-, কাঁপ্-, কাশ্-, খাট্-, গল্-, চল্-, চেঁচা্-, জাগ্-, ঝুঁক্-, টল্-, টিক্-, ঠিকরা-, থমকা-, দৌড়া-, নড়্-, নাচ্-, পালা-, পুড়্-, ভিজ্-, মর্-, হাস্- ইত্যাদি।
২.	k1, k2,	২	কর্-, খা-, খোঁজ্-, খেল্-, গা-, চেন্-, জান্-, টান্-, ঠেল্-, তুল্-, দেখ্-, নে-, পড়্-, পর্-, পা-, পার্-, ফেল্-, বাছ্-, ভাব্-, মার্-, লেখ্-, শোন্- ইত্যাদি।
৩.	k1, k2, k2g	৩	পাঠা্-, দে-, বল্- ইত্যাদি।
৪.	k1, k2, k3,	৩	কুঁচা-, কাট্-, কুট্-, চাঁচ্-, ছাঁক্-, ছাঁট্-, ছুল্-, ঝাড়্-, ঝাল্-, ঝোড়্-, ডল্-, ঢাক্- ইত্যাদি।
৫.	k1, k2, k3, k7p,	৪	লেপ্- ইত্যাদি।
৬.	k1, k2, k5,	৩	আন্-, কাড়্-, কিন্-, কুড়া-, চা-, পাড়্- ইত্যাদি।
৭.	k1, k2, k7p,	৩	ঢাল্-, পোর্-, বিছা-, রাখ্-, লুকা-, সঁপ্-, হাতড়া ইত্যাদি।
৮.	k1, k2, ras-k2,	৩	জড়া-, বাঁধ্- ইত্যাদি।
৯.	k1, k2, rd,	৩	ছোড়্-, লেলা- ইত্যাদি।
১০.	k1, k2p,	২	যা-, আস্- ইত্যাদি।
১১.	k1, k5,	২	উথলা-, উপচা-, উপড়া-, উব্-, খস্-, ছলকা-, ঝর্-, ঝুল্-, পালা- ইত্যাদি।
১২.	k1, k5, k7p,	৩	পড়্-, নাম্- ইত্যাদি।
১৩.	k1, k7,	২	মাত্- ইত্যাদি।

১৪.	k1, k7p,	২	ওড়্-, ঘোর্-, চর্-, ঢোক্-, বস্-, বিঁধ্-, ভাস্-, ভেড়্-, লুটা-, হাঁট্- ইত্যাদি।
১৫.	k1, ras-k1	২	জুড়্-, জড়া-, লড়্- ইত্যাদি।
১৬.	k1, rd	২	তাকা- ইত্যাদি।
১৭.	k1, rh,	২	ভোগ্- ইত্যাদি।

সারণি ৪.৮: বাংলা ধাতু ও তার আবশ্যিক পরিপূরক উপাদান সংগঠন

ধাতুগুলির এই আবশ্যিক উপাদানগুলি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। ক্ষেত্রবিশেষে কোনও উপাদান উহ্য থাকলেও থাকতে পারে। আবার ধাতুগুলি নিজস্ব অভিধার্থ ছাড়াও লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই আবশ্যিক উপাদানগুলি ছাড়াও অন্যান্য উপাদান জরুরি হয়ে পড়ে যা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে, অর্থের সমৃদ্ধি ও সংযোজন ঘটায়। তখন অর্থ সাপেক্ষে বিভিন্ন সংগঠন উদ্ভূত হয়। তারও এক ধরনের আদল পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রায়োগিক অর্থযুক্ত বাক্যগুলি কয়েকটি সাংগঠনিক আদলেরই আশ্রয় নেয়। প্রযুক্তির প্রয়োজনে যার জন্য তৈরি করা হয়েছে ক্রিয়া-কাঠামো।

৪.৩ বাংলা ক্রিয়া-কাঠামো

সাপেক্ষ ব্যাকরণ অনুযায়ী ক্রিয়াপদকে কেন্দ্রে রেখে বাক্যের অন্যান্য পদগুলির মধ্যে কারক ও অন্যান্য সম্পর্ক বিচার করা হয়। যার মাধ্যমে আন্বয়িক ও শব্দার্থতত্ত্বগত দিকগুলি ফুটে ওঠে। এর অনেক তথ্যই ধাতু বা ক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। তাই ক্রিয়া-বিশ্লেষণে তার অভ্যন্তরীণ উপকরণ সমেত বিন্যস্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণ থেকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে নানাভাবে ধাতু ও ক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সুবাদে প্রযুক্তির নিরিখে বিভিন্ন ভাষায় তৈরি করা হচ্ছে ক্রিয়া কাঠামো (verb frame); অর্থাৎ, ক্রিয়ার আভ্যন্তরীণ উপকরণ সমেত, সংক্ষেপে ধাতু বা ক্রিয়ার উপকরণ কাঠামো। ক্রিয়া-কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন আন্বয়িক সংগঠন ও শব্দার্থতত্ত্বগত তথ্যগুলি পাওয়া সম্ভব। এদিক থেকে ইংরেজি ভাষায় অনেকটা কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ভারতীয় ভাষাগুলির ক্রিয়া কাঠামো নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও প্রযুক্তিতে ব্যবহৃতও হয়েছে। সেগুলি অনুসরণ করে বাংলা ক্রিয়া কাঠামো তৈরি যেতে পারে। সেখানে পাণিনীয় ও সাপেক্ষ ব্যাকরণ অনুসারে ক্রিয়ার পরিপূরক উপাদান ও বিভক্তির নানা তথ্য থাকবে। বিষয়টি প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি বাংলা ক্রিয়ার ভাষাবিজ্ঞানসম্মত আলোচনাতেও গুরুত্ব পেতে পারে।

প্রতিটি ক্রিয়ার যেমন মূল অর্থ অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থ থাকে তেমনি বাক্যে একাধিক অর্থে প্রয়োগ হতে পারে। ফলে ধাতুর ব্যবহার নিরপেক্ষ যে অর্থ তার বৈচিত্র্য দেখা যায়। অর্থের পরিবর্তন ঘটলে ধাতুর যে সকল বৈশিষ্ট্য বা উপাদান নির্ধারিত থাকে সেগুলিরও সংযোজন-বিয়োজন ঘটে। যেমন—

৩৪. জানালাটা এঁটে গিয়েছে।

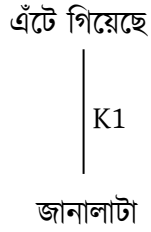

বৃক্ষচিত্র ৪.১১: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-১

৩৫. জামাগুলো ব্যাগে এঁটে গিয়েছে।

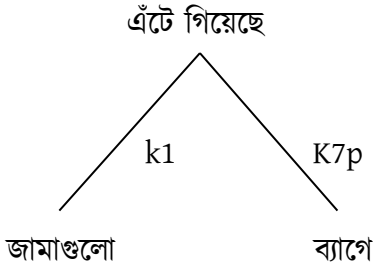

বৃক্ষচিত্র ৪.১২: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-২

এই দুটি বাক্যে 'আঁট্-' ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার জন্য ক্রিয়ার পরিপূরক উপাদানের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। উভয় বাক্যেই 'আঁট্-' অকর্মক ক্রিয়া। (৩৪) নং বাক্যে 'আঁট্-' ক্রিয়ার অর্থ শক্ত হওয়া বা দৃঢ় হওয়া। তার সাপেক্ষ সম্পর্কের জন্য আবশ্যিক উপাদান হল কর্তা। (৩৫) নং বাক্যে 'আঁট্-

' ক্রিয়ার অর্থ কুলানো বা পর্যাপ্ত হওয়া এবং তার আবশ্যিক উপাদানগুলি হল—কর্তা এবং স্থানাধিকরণ। সুতরাং একই ক্রিয়ার ভিন্ন দুটি অর্থের জন্য ক্রিয়া কাঠামোতেও ভিন্নতা দেখা যায়।

আবার কখনও কখনও একই ক্রিয়া বিভিন্ন বাক্যে একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও ক্রিয়ার অন্বয় ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণ:

৩৬.রাম দিদিকে শাড়ি পাঠিয়েছে।

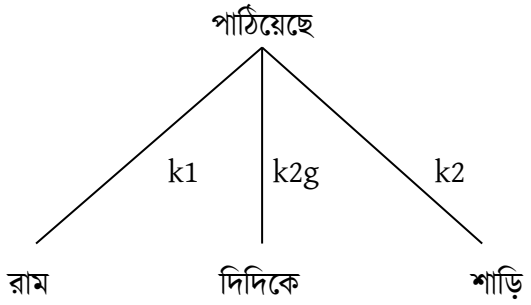

বৃক্ষচিত্র ৪.১৩: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-৩

৩৭.তারা রামকে দিল্লী পাঠিয়েছে।

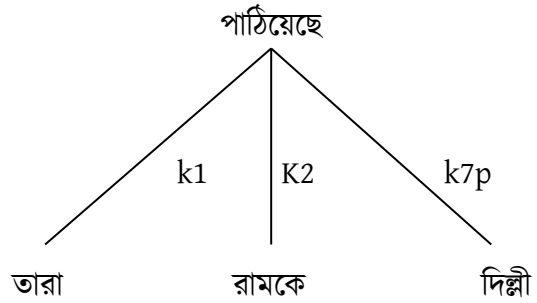

বৃক্ষচিত্র ৪.১৪: একই ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-৪

উপরের দুটি বাক্যে 'পাঠা-' ক্রিয়ার একই অর্থ থাকলেও আলাদা ক্রিয়া-কাঠামো রয়েছে। প্রথম বাক্যের আবশ্যিক যুক্তিগুলি হল কর্তা, গৌণ কর্ম এবং কর্ম। পরের বাক্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক যুক্তিগুলি হল কর্তা, কর্ম ও লক্ষ্য। উপরের বাক্য দুটি থেকে একই ক্রিয়ার একই অর্থের দুটি ভিন্ন ক্রিয়া-কাঠামো পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই অর্থযুক্ত ধাতু বা ক্রিয়ামূল একাধিক ক্রিয়া কাঠামো গ্রহণ করতে পারে।

আবার কখনও কখনও দেখা যায় ক্রিয়া ভিন্ন হলেও ক্রিয়া-কাঠামো একই থাকে। যেমন—

৩৮.বাবলু রামকে ডাকল।

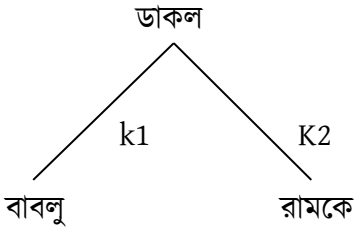

বৃক্ষচিত্র ৪.১৫: ভিন্ন ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-১

৩৯.বাবলু রামকে মারল।

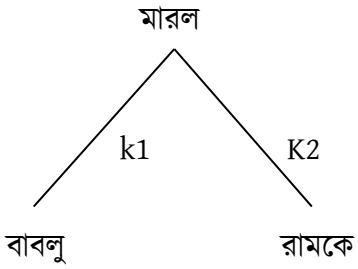

বৃক্ষচিত্র ৪.১৬: ভিন্ন ক্রিয়ার অর্থ ও অন্বয়-২

এই দুটি বাক্যে দুটি ভিন্ন ক্রিয়া যাদের অর্থ ভিন্ন হলেও ক্রিয়া কাঠামো একই। দুটি বাক্যের ক্ষেত্রেই আবশ্যিক যুক্তিগুলি হল কর্তা এবং কর্ম।

বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হতে ধাতুর আবশ্যিক যুক্তি (mandatory argument)-গুলি অনেক সময় বাক্যের অধিগঠনে (surface structure) নাও থাকতে পারে। বাক্যের অধিগঠনে না থাকলেও সেগুলি বাক্যের অধোগঠনে (deep structure) অবস্থান করে। বাক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আবশ্যিক যুক্তিগুলি না থাকলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। অন্যদিকে কিছু উপাদান থাকে যেগুলি আবশ্যিক না হলেও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; প্রায় অত্যাবশ্যকীয় যুক্তি হয়ে ওঠে। এগুলি ক্রিয়ার ব্যবহারিক অর্থের অন্বয়গত সংগঠনের ওপর নির্ভর করে। এই জাতীয় যুক্তিগুলিকে ইপ্সিত যুক্তি (desirable argument) বলা যেতে পারে। ইপ্সিত যুক্তিগুলিও অনেক সময় বাক্যের অধিগঠনে অনুপস্থিত থাকে; কিন্তু প্রসঙ্গে তার উপস্থিতি থাকে। সুতরাং আবশ্যিক যুক্তিগুলি যেমন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে অপরিহার্য তেমনি ইপ্সিত যুক্তিগুলি অপরিহার্য না হলেও

কাঙ্ক্ষিত। এছাড়া বাক্যের অধিগঠনে কিছু উপাদান যুক্ত হতে পারে। বাক্যে যেগুলি অতিরিক্ত অর্থ সংযোজন করে। এই জাতীয় উপাদানগুলিকে বলে ঐচ্ছিক যুক্তি (optional argument)। ঐচ্ছিক যুক্তিগুলি না থাকলেও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হতে কোনও বাধা পায় না। বাক্যে যেমন—

৪০. সে বইটা এনেছে।

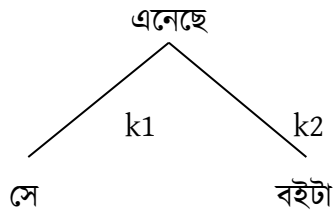

বৃক্ষচিত্র ৪.১৭: ক্রিয়া ও তার পরিপূরক উপাদান-১

৪১. সে কলেজ স্ট্রিট থেকে বইটা এনেছে।

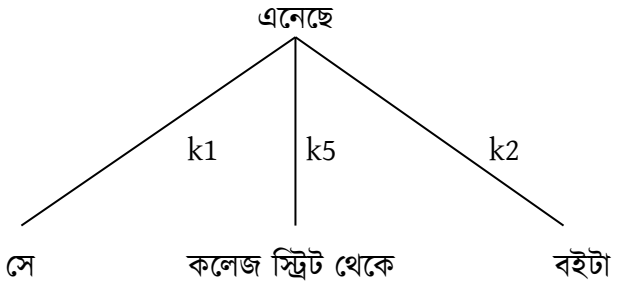

বৃক্ষচিত্র ৪.১৮: ক্রিয়া ও তার পরিপূরক উপাদান-২

৪২. সে গত মাসে কলেজ স্ট্রিট থেকে বইটা এনেছে।

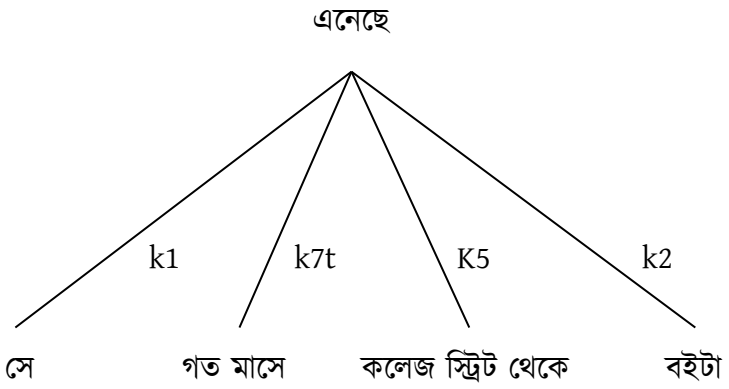

বৃক্ষচিত্র ৪.১৯: ক্রিয়া ও তার পরিপূরক উপাদান-৩

(৪০) নং বাক্যে 'আন্-' ক্রিয়ার দুটি আবশ্যিক উপাদান রয়েছে—কর্তা (সে) এবং কর্ম (বইটা)। (৪১) নং বাক্যে এই দুটি উপাদান ছাড়াও আরেকটি উপাদান রয়েছে—অপাদান (কলেজ স্ট্রিট থেকে)। এখানে কার্যের উৎসটি (অপাদান) আবশ্যিক উপাদান না হলেও বাক্যের অর্থ প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সেই বিচারে 'কলেজ স্ট্রিট থেকে' (k5) পদগুচ্ছটি ক্রিয়ার ইপ্সিত যুক্তি। (৪২) নং বাক্যে আবশ্যিক ও ইপ্সিত যুক্তি ছাড়াও আরেকটি উপাদান রয়েছে। এই উপাদানটি বাক্যের অতিরিক্ত অর্থ যোগ করছে। এই উপাদানটি ছাড়াও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কখনও কখনও প্রসঙ্গের নিরিখে যেটির গুরুত্ব থাকতে পারে। তাই এটি ঐচ্ছিক যুক্তি। এই যুক্তি বাক্যে একাধিক যুক্ত হতে পারে।

৪.৩.১ ক্রিয়া ও থিটা ভূমিকা

শব্দার্থতত্ত্ব অনুযায়ী বাক্যের প্রতিটি পদের নির্দিষ্ট কিছু অর্থ থাকে। একই পদ বা যুক্তি বিভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশে সক্ষম। ভারতীয় কারকের ভাবনা ছাড়াও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিটি যুক্তি (argument)-র থিটা ভূমিকা (theta role) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ কয়েকটি থিটা ভূমিকা:

I. ক্রিয়া-সম্পাদক (Agent): ক্রিয়ার কার্য যে সম্পাদন করে, কাজের উদ্যোক্তা। যেমন—তারা মাটি কাটছে, প্রীতি গান গাইছে, ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে ইত্যাদি।

II. অধীন ব্যক্তি বা বিষয় (Patient/theme): কোনও কাজের ফল যার উপরে পড়ে। যেমন—সে গল্প পড়ছে, তিনি সবাইকে মিষ্টি দিলেন, তিনি রামকে বকলেন ইত্যাদি।

III. অনুভব কর্তা (Experiencer): অভিজ্ঞতায় থাকা। যেমন—সে জাদুকরকে চেনে, তার ভয় করছে, লোকটি দুঃখী ইত্যাদি।

IV. লক্ষ্য (Goal): ক্রিয়ার কার্য যেদিকে ধাবিত হয়। যেমন—ছাত্ররা স্কুলে যাচ্ছে, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

V. উপকারী (Benefactive): উপকার সুলভ কোনও কাজ। যেমন—তিনি লোকটিকে শীতবস্ত্র দিলেন, তিনি ছেলেটিকে একশ টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন ইত্যাদি।

VI. উপকরণ (Instrument): যার দ্বারা কোনও কাজ করা হয়। যেমন—সে ছুরি দিয়ে ফল কাটছে, সে লাঠি দিয়ে কুকুরটাকে মারল ইত্যাদি।

VII. স্থানবাচক (Locative): কোনও কিছু অবস্থান করে বা ঘটে এমন কোনও স্থান। যেমন—সে এখন লাইব্রেরিতে আছে, চাষিরা মাঠে ধান কাটছে ইত্যাদি।

VIII. উৎস (Source): যেখান থেকে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর আগমন ঘটে। যেমন—তারা উত্তরপ্রদেশ থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছেন, ছেলেরা গাছের ডাল থেকে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে ইত্যাদি।

৪.৩.২ ক্রিয়া কাঠামো ও বিভক্তি

সাধারণত বাক্যে যখন কোনও উপাদান যুক্ত হয় তখন তা কোনও না কোনও বিভক্তি নিয়ে বসে। সংস্কৃত ভাষা রূপতাত্ত্বিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ একটি ভাষা। ভাষা-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য যে সাপেক্ষ ব্যাকরণের চর্চা হচ্ছে তা পাণিনীয় ব্যাকরণকে ভিত্তি করে তৈরি। পাণিনীয় ব্যাকরণ লিখিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে। সংস্কৃত ভাষার মতো না হলেও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলিতেও তাদের নিজস্ব বিকাশের ভিত্তিতে বিভক্তি সংগঠনে রূপতত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তবে বাংলা ভাষা পুরোপরি সমান্তরালভাবে অনুশাসিত নয়। এখানে একই কারকের জন্য একাধিক বিভক্তি যেমন যুক্ত হতে পারে তেমনি একই বিভক্তি একাধিক কারক সম্পর্ককে নির্দেশ করে। বিভক্তির পাশাপাশি রয়েছে অনুসর্গ, যেগুলি বিভক্তির মতো ভূমিকা পালন করলেও পদের সঙ্গে জুড়ে বসে না, আলাদা বসে। যেমন—

একই কারকের জন্য একাধিক বিভক্তি

৪৩. *রাম* বাজারে যাচ্ছে।

৪৪. *ছাগলে* গাছটা খেয়েছিল।

৪৫. *বুলবুলিতে* ধান খেয়েছে।

উপরের (৪৩), (৪৪) এবং (৪৫) নং বাক্যে কর্তা হিসাবে যে উপাদানগুলি বসেছে সেগুলির বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন। (৪৩) নং বাক্যের কর্তা 'রাম'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ∅ বিভক্তি। আর (৪৪) নং বাক্যে 'ছাগল' পদের সঙ্গে '-এ' বিভক্তি এবং (৪৫) নং বাক্যে 'বুলবুলি'-র সঙ্গে '-তে' বিভক্তি জুড়ে বসেছে।

একই কারকের জন্য বিভক্তি ও অনুসর্গ

বিভক্তি ছাড়াও অনুসর্গও কারক সম্পর্ক গঠনে বিশেষ ভূমিকা নেয়। কখনও কখনও বিভক্তি ও অনুসর্গ একই কারকের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেমন—

৪৬. সে *কাঁসার থালায়* ভাত খায়।

৪৭. সে *কাঁসার থালা থেকে* ভাত খায়।

এখানে (৪৬) নং বাক্যে 'কাঁসার থালায়' এবং (৪৭) নং বাক্যে 'কাঁসার থালা থেকে'—অপাদান কারক। অথচ এর জন্য (৪৬) নং বাক্যে বিভক্তি (-য়) আর (৪৭) নং বাক্যে অনুসর্গ (থেকে) যুক্ত হয়েছে। একইভাবে—

৪৮. সে *বটিতে* মাছ কাটে।

৪৯. সে *বটি দিয়ে* মাছ কাটে।

এখানে (৪৮) নং বাক্যে 'বটিতে' এবং (৪৯) নং বাক্যে 'বটি দিয়ে'—উভয়ই করণ কারককে নির্দেশ করে। এই কারকের জন্য (৪৮) নং বাক্যে বিভক্তি (-তে) আর (৪৯) নং বাক্যে অনুসর্গ (দিয়ে) ব্যবহৃত হয়েছে। যার জন্য পদগুচ্ছের ধরণ বদলে যায়। আলোচ্য (৪৬) নং বাক্যের 'কাঁসার থালায়' এবং (৪৮) নং বাক্যের 'বটিতে' বিশেষ্য গুচ্ছে (noun phrase) রয়েছে। আর (৪৭) নং বাক্যের 'কাঁসার থালা থেকে' এবং (৪৯) নং বাক্যের 'বটি দিয়ে' অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্য গুচ্ছে (post-positional phrase) রয়েছে।

একটি বিভক্তি একাধিক কারকে

একই কারকের জন্য যেমন একাধিক বিভক্তি বা অনুসর্গ যুক্ত হতে পারে তেমনি একই বিভক্তি একাধিক কারকের ক্ষেত্রে ব্যহৃত হতে পারে। যেমন—

৫০. *পাখিতে* ধান খেয়েছে।

৫১. কেউ *বাড়িতে* আছেন?

এখানে (৫০) নং বাক্যে 'পাখিতে' এবং (৫১) নং বাক্যে 'বাড়িতে'—উভয় পদেই '-তে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। অথচ 'পাখিতে'—কর্তা এবং 'বাড়িতে'—অধিকরণ কারককে নির্দেশ করে। ব্যাকরণে এগুলি বহুল চর্চিত।

ক্রিয়ার উপাদান-শ্রেণি

বাক্যে একই ক্রিয়ার যে পরিপূরক উপাদান যুক্ত সেগুলির পদশ্রেণি অনেক সময় ভিন্ন হয়ে থাকে। যথা:

৫২. *পাখি* ডাকছে।

এই বাক্যে 'পাখি' কর্তা প্রাণীবাচক; কিন্তু পদটি মনুষ্যেতর। ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

৫৩. *রামবাবু* ছেলেটিকে ডাকলেন।

এই বাক্যে কর্তা 'রামবাবু' প্রাণীবাচক এবং মনুষ্যবাচক। ক্রিয়াটি সকর্মক ক্রিয়া।

৪.৩.৩ বাংলা ক্রিয়া-কাঠামো গঠন

ক্রিয়ার এই সব তথ্য ক্রিয়াপদ গঠনে অত্যন্ত জরুরি। প্রযুক্তির সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত একটি পদের বিশ্লেষণে এই তথ্যগুলি যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান তেমনি ক্রিয়াপদের গঠন প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহার করতে চাইলে এগুলিকে কীভাবে ধাতুর সঙ্গে সজ্জিত করা যায় সেটি এই ক্রিয়া-কাঠামোর বিশেষ শর্ত। অর্থাৎ, ভাষার ধাতু বা ক্রিয়ামূলগুলিকে এই রীতিতে একটি মেট্রিক্স বা সারণি রীতিতে

সজ্জিত করলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে। এটিকে এক ধরনের সকল প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য (attribute) যুক্ত সার্বিক অভিধান স্বরূপ ভাষা-সম্পদ বলা যেতে পারে। ধাতু বা ক্রিয়ামূলের এই ভাষা-সম্পদ গড়ে তোলা দরকার। সেই সূত্রে ভারতীয় ভাষাগুলির ক্রিয়ার এই কাঠামোর নির্মাণের কিছু ভিত রচনার প্রয়োজন। ভারতীয় কয়েকটি ভাষায় এই ধরনের চর্চা অনেকটা এগিয়েছে। সেগুলি যথাযথ বিবেচনা করে বাংলা ক্রিয়া-কাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে।

ক্রিয়ার আভিধানিক অর্থ ছাড়া কিছু প্রায়োগিক অর্থ থাকে। এই অর্থ ভিন্নতার জন্য অনেক সময় ক্রিয়ার মূল যুক্তি সংগঠন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, ক্রিয়াপদ নির্মাণের অভ্যন্তরে এই যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে কিছু আছে আবশ্যিক উপাদান যেগুলি না হলে ক্রিয়া সম্পাদনে সমস্যা হতে পারে, অর্থের উপলব্ধি ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া কিছু থাকে ইপ্সিত উপাদান যেগুলিও কারক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। এই উপাদানগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বক্তা বা বাক্য সৃজন করে যে তার ইচ্ছা অথবা প্রসঙ্গের ওপর নির্ভর করে। তাই এই কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলত ক্রিয়ার আবশ্যিক ও ইপ্সিত উপাদান সহ সাপেক্ষ সম্পর্কের বিষয়গুলি বিচার করা হবে। আর যে উপাদানগুলি বাক্যে অতিরিক্ত অর্থ সংযোজন করে মাত্র অর্থাৎ, ঐচ্ছিক যুক্তিগুলিকে এখানে রাখা হয়নি। প্রয়োজনীয় বিভক্তি বা অনুসর্গগুলি চিহ্নিত করা যাবে। সঙ্গে প্রতিটি উপাদানের পদ পরিচয় দেওয়া থাকবে। এছাড়া এখানে চেষ্টা করা যেতে পারে আধুনিক বাক্যতত্ত্বের থিটা ভূমিকা অর্থাৎ, বিশেষ্যের বাক্য সম্পাদনে ভূমিকা। সেই বিষয়গুলিও গণনায় থাকবে। প্রথম অংশে ধাতু ও ধাতু সম্পর্কিত এই প্রাথমিক তথ্যগুলি থাকবে। আর দ্বিতীয় অংশে থাকবে মূল ক্রিয়া-কাঠামোর সারণি যেখানে ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠন, বিভক্তি ইত্যাদি তথ্য পরিবেশিত হবে। যথা:

ধাতুর প্রাথমিক তথ্য:

- ধাতু বা ক্রিয়ামূল:
- অর্থ পরিচয়:
- অর্থ:
- সমার্থক ক্রিয়া:

- ইংরেজি শব্দ:

ক্রিয়া-কাঠামো:

- ক্রিয়া-কাঠামোর ক্রমিক নং:
- উদাহরণ:
- থিটা ভূমিকা:

ক্রিয়া কাঠামো সারণি:

উদাহরণ স্বরূপ 'ওঠ্-' ধাতুর একটি ক্রিয়া-কাঠামো বর্ণনা করা হল:

ধাতু বা ক্রিয়ামূল: ওঠ্-

- **অর্থ পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ১
- **অর্থ:** আরোহণ করা
- **সমার্থক ক্রিয়া:** চড়্-,
- **ইংরেজি শব্দ:** to climb
- **ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ১/কা১
- **উদাহরণ:** তারা পাহাড়ে উঠেছিল।
  তারা.বহুব.কর্তা পাহাড়.স্থানাধি ওঠ্-.অতী.পুরা.৩পু
- **থিটা ভূমিকা:** ক্রিয়া-সম্পাদক, স্থানাধিকরণ, ক্রিয়া

সম্পর্ক	প্রয়োজনীয়তা	বিভক্তি	পদ পরিচয়
k1	আ	০	বি, +প্রাণী
k7p	আ	-এ,	বি,

সারণি ৪.৯: 'ওঠ-' ধাতুর অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো

এখানে ব্যবহৃত ধাতুটি হল 'ওঠ্-'। *অর্থ পরিচয়* অংশে কিছু তথ্য রয়েছে যেগুলি হল—ধাতু বা ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার শ্রেণি এবং অর্থ নম্বর। তথ্যগুলি '/' চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা রয়েছে। যেমন—এখানে 'ওঠ্-' ধাতু, *অক* দ্বারা বোঝানো হয়েছে ক্রিয়াটি অকর্মক, এবং *অ১* দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ক্রিয়ার অর্থ নম্বর। -*অ১*

অর্থাৎ, ক্রিয়ার প্রথম অর্থ। ক্রিয়ার যতগুলি অর্থ এই ক্রিয়া কাঠামোতে বিশ্লেষণ করা হবে সেই অনুসারে ক্রিয়ার অর্থ নম্বর বৃদ্ধি পাবে। *ক্রিয়ার শ্রেণি* অংশটি ভাগ করা হয়েছে কর্মকত্ব এবং ণিজন্তের ওপর ভিত্তি করে। ক্রিয়াটি অকর্মক হলে *অক*, সকর্মক হলে *সক*, দ্বিকর্মক হলে *দ্বিক* এবং ণিজন্ত হলে *ণি* দ্বারা নির্দেশিত হবে। *ইংরেজি শব্দ* অংশে থাকবে ক্রিয়াটির ইংরেজি প্রতিশব্দ। প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে অন্যান্য ভাষার প্রতিশব্দ যোগ করা যেতে পারে। কিংবা এটিকে বাদ রাখাও যেতে পারে।

ক্রিয়া যেমন একাধিক অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি একই অর্থযুক্ত ক্রিয়ার একাধিক কাঠামো, অন্বয়-অর্থতাত্ত্বিক সংগঠন থাকতে পারে। তাই একই অর্থের জন্য কটি ক্রিয়া-কাঠামো গৃহীত হয়েছে তা ক্রিয়া কাঠামো পরিচয় অংশে সংযোজিত হবে। যেমন–শেষের 'কা১, কা২, কা৩' ইত্যাদি দ্বারা বোঝানো হয় ক্রিয়ার নির্দিষ্ট অর্থের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্রিয়া কাঠামোর সংখ্যা। এক্ষেত্রে ক্রিয়া কাঠামোর নম্বরগুলি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এটিকেই ক্রিয়ার মৌলিক কাঠামো পরিচয় হিসাবে ধরা যেতে পারে। *উদাহরণ* অংশে থাকবে ক্রিয়া নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত একটি বাংলা বাক্য। মূলত সরল বাক্যই বিশ্লেষিত হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে জটিল কিংবা যৌগিক বাক্যও যুক্ত হতে পারে। *থিটা ভূমিকা* অংশে সংযোজিত হবে ক্রিয়ার সঙ্গে উপাদানগুলির থিটা সম্পর্ক।

মূল ক্রিয়া-কাঠামোর সারণিতে কিছু তথ্য থাকবে যেগুলি নিম্নরূপ:

i. সাপেক্ষ সম্পর্ক: ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তিগুলির সম্পর্ক (কারক ও অন্যান্য সাপেক্ষ সম্পর্ক)
ii. উপাদানের প্রয়োজনীয়তা: আবশ্যিক (আ) এবং ইপ্সিত (ই)
iii. বিভক্তি: কারক বিভক্তি চিহ্ন ও অনুসর্গ
iv. উপাদানের পদ পরিচয়: বিশেষ্য (বি), বিশেষণ (বিণ), ক্রিয়া (ক্রি), প্রাণীবাচক (+প্রাণী), অপ্রাণীবাচক (-প্রাণী), বস্তুবাচক (ব), মনুষ্যবাচক (+মনু), মনুষ্যেতর প্রাণী (-মনু) ইত্যাদি।

উপরের ক্রিয়া কাঠামোতে '৺ঠ্-' ধাতুর 'আরোহণ করা' অর্থের জন্য 'সম্পর্ক' অংশে যুক্তিগুলি হল— *তারা* এবং *পাহাড়ে*। *তারা* এবং *পাহাড়ে-র* কারক সম্পর্ক যথাক্রমে কর্তা (k1) এবং স্থানাধিকরণ

(k7p)। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কর্তা (তারা) এবং স্থানাধিকরণ (পাহাড়ে) উভয়ই আবশ্যিক যা 'আ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এখানে কর্তা (তারা) কারকের জন্য শূন্য বিভক্তি রয়েছে; তাই 'ϕ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে এবং স্থানাধিকরণ (পাহাড়ে)-এ '-এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এই তথ্যগুলি বিভক্তি স্তম্ভে রাখা হয়েছে। এখানে পদ-পরিচয়ের নিরিখে কর্তা (তারা) এবং স্থানাধিকরণ (পাহাড়ে) উভয়ই বিশেষ্য তাই 'বি' দ্বারা বোঝানো হয়েছে। পাশাপাশি কর্তা (তারা) প্রাণীবাচক বিশেষ্য তাই '+প্রাণী' দ্বারা এবং স্থানাধিকরণ (পাহাড়) অপ্রাণীবাচক তাই '-প্রাণী' দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

এটিকে বাংলা ক্রিয়া-কাঠামোর প্রাথমিক একটি নকশা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রিয়া-কাঠামোর সারণি বাড়ানো সম্ভব। আরও বিষয় প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়া ধাতু বা ক্রিয়ামূল সম্পর্কিত আরও তথ্য যুক্ত করা সম্ভব। যেহেতু বিষয়টি প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত তাই প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ হিসাবে ধাতুর অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠমোর ভিন্নতা বিশ্লেষণ করা হল—

ধাতু বা ক্রিয়ামূল: ওঠ্-

- **অর্থ পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ২
- **অর্থ:** নির্গত হওয়া,
- **সমার্থক ক্রিয়া:** আস্-, বেরো-,
- **ইংরেজি শব্দ:** to emit
- **ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ২/কা১
- **উদাহরণ:** রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে।
  রান্নাঘর অপা (অনু) ধোঁয়া.কর্তা ওঠ্-বর্ত.ঘট.৩পু
- **থিটা ভূমিকা:** উৎস, বিষয়, ক্রিয়া

সম্পর্ক	প্রয়োজনীয়তা	বিভক্তি	পদ পরিচয়
k5	ই	থেকে	বি,
K1	আ	ϕ	বি,

সারণি ৪.১০: 'ওঠ-' ধাতুর দ্বিতীয় অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো

- **অর্থ পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ৩
- **অর্থ:** বন্ধ হওয়া
- **সমার্থক ক্রিয়া:**
- **ইংরেজি শব্দ:** to close
- **ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ৩/কা১
- **উদাহরণ:** টাইপ সেন্টারটা উঠে গিয়েছে।
  টাইপ সেন্টার.নির্দে.কর্তা ওঠ্-.অসমাক্রি যা-.বর্ত.পুরা.৩পু
- **থিটা ভূমিকা:** বিষয়, ক্রিয়া

সম্পর্ক	প্রয়োজনীয়তা	বিভক্তি	পদ পরিচয়
K1	আ	Φ	বি,

সারণি ৪.১১: 'ওঠ-' ধাতুর তৃতীয় অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো

- **অর্থ পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ৪
- **অর্থ:** আমদানি হওয়া
- **সমার্থক ক্রিয়া:** আস্-,
- **ইংরেজি শব্দ:** to be imported
- **ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়:** ওঠ্-/অক/অ৪/কা১
- **উদাহরণ:** বাজারে কমলালেবু উঠেছে।
  বাজার.স্থানাধি কমলালেবু.কর্তা ওঠ্-.বর্ত.পুরা.৩পু
- **থিটা ভূমিকা:** স্থান, বিষয়, ক্রিয়া

সম্পর্ক	প্রয়োজনীয়তা	বিভক্তি	পদ পরিচয়
k7p	ই	এ	বি,
K1	আ	Φ	বি,

সারণি ৪.১২: 'ওঠ-' ধাতুর চতুর্থ অর্থ ও ক্রিয়া-কাঠামো

উপরের ক্রিয়া-কাঠামোগুলিতে দেখানো হয়েছে একই ধাতু বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য তার ক্রিয়া-কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আবার কখনও কখনও অর্থ ভিন্ন হলেও একই ক্রিয়া-কাঠামো ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে 'ওঠ্' ধাতুর কয়েকটি অর্থ এবং তার জন্য নির্দিষ্ট ক্রিয়া-কাঠামো বিশ্লেষণ

করা হয়েছে। ***সারণি ৪.৯*** -এ 'ওঠ্-' ধাতুর 'আরোহণ করা' অর্থের জন্য ক্রিয়া-কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 'ওঠ্-' ধাতুটি যখন 'নির্গত হওয়া' অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তার ক্রিয়া-কাঠামো কেমন হবে তা রয়েছে ***সারণি ৪.১০*** -এ। এখান থেকে পরিস্কার, এই অর্থে ব্যবহৃত হতে গেলে বাক্যে দুটি উপাদান প্রয়োজন—কর্তা (ধোঁয়া) এবং অপাদান (রান্নাঘর থেকে)। তবে এখানে কর্তা (ধোঁয়া) আবশ্যিক উপাদান এবং অপাদান (রান্নাঘর থেকে) ইপ্সিত উপাদান। কর্তৃকারকের জন্য 'ধোঁয়া'-র সঙ্গে ∅ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এবং অপাদান কারকের জন্য 'রান্নাঘর'-এর পরে 'থেকে' অনুসর্গ যুক্ত হয়েছে। এই পদ দুটি বিশেষ্য। 'ওঠ্-' ধাতুর এই অর্থ এবং ক্রিয়া-কাঠামো 'আস্-' এবং 'বেরো-' ধাতুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই এই দুটি সমার্থক ক্রিয়া।

আবার ***সারণি ৪.১১*** -এ বর্ণিত হয়েছে 'ওঠ্-' ধাতু 'বন্ধ হওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হলে তার ক্রিয়া-কাঠামো কেমন হবে। এই অর্থের জন্য আবশ্যিক উপাদান কর্তা (টাইপ সেন্টারটা)। এই ধাতুর চতুর্থ অর্থ এবং তার ক্রিয়া-কাঠমো রয়েছে ***সারণি ৪.১২*** -এ। এখানে 'ওঠ্-' ধাতুর চতুর্থ অর্থ—'আমদানি হওয়া'-জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল—কর্তা (কমলালেবু) এবং স্থানাধিকরণ (বাজারে)। এই একই অর্থ এবং ক্রিয়া-কাঠামো 'আস্-' ধাতুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সুতরাং এটা পরিস্কার যে একটি ধাতু ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, কারক-সম্পর্ক, বিভক্তি প্রভৃতির বদল ঘটতে পারে। আবার কখনও কখনও অর্থের বদল ঘটলেও কিছু ক্রিয়া-কাঠমোর পরিবর্তন হয় না। যেমন—এখানে 'ওঠ্-' ধাতুর প্রথম তিনটি অর্থের জন্য ক্রিয়া-কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু প্রথম ও চতুর্থ অর্থের ক্রিয়া-কাঠামো অভিন্ন।

অপরদিকে অনেক সময় একই অর্থের জন্য ক্রিয়া-কাঠামো ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন—

ধাতু বা ক্রিয়ামূল: আন্-

- **অর্থ পরিচয়:** আন্-/সক/অ১
- **অর্থ:** আনয়ন করা
- **সমার্থক ক্রিয়া:**
- **ইংরেজি শব্দ:** bring

- **ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়:** আন্-/সক/অ১/কা১
- **উদাহরণ:** দাদু তরমুজ এনেছে।

  দাদু.কর্তা তরমুজ.কর্ম আন্-বর্ত.পুরা.৩পু
- **থিটা ভূমিকা:** ক্রিয়া-সম্পাদক, বিষয়, ক্রিয়া

সম্পর্ক	প্রয়োজনীয়তা	বিভক্তি	পদ পরিচয়
K1	আ	০	বি, +মনু,
k2	আ	০	বি,

- **ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়:** আন্-/সক/অ১/কা২
- **উদাহরণ:** কাকা কাশ্মীর থেকে আখরোট এনেছে।

  কাকা.কর্তা কাশ্মীর অপা (অনু) আখরোট.কর্ম আন্-বর্ত.পুরা.৩পু
- **থিটা ভূমিকা:** ব্যক্তি, উৎস, বিষয়, ক্রিয়া

সম্পর্ক	প্রয়োজনীয়তা	বিভক্তি	পদ পরিচয়
K1	আ	০	বি, +মনু,
k5	আ	থেকে	বি,
k2	আ	০	বি,

- **ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়:** আন্-/সক/অ১/কা৩
- **উদাহরণ:** বাবা মেয়ের জন্য জামা এনেছে।

  বাবা.কর্তা মেয়ে.সম্ব নিমিত্ত (অনু) জামা.কর্ম আন্-বর্ত.পুরা.৩পু
- **থিটা ভূমিকা:** ব্যক্তি, উদ্দেশ্য, বিষয়, ক্রিয়া

সম্পর্ক	প্রয়োজনীয়তা	বিভক্তি	পদ পরিচয়
K1	আ	০	বি, +মনু,
rt	ই	র, জন্য	বি,
k2	আ	০	বি,

সারণি ৪.১৩: 'আন্-' ধাতুর একটি অর্থ ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-কাঠামো

এখানে 'আন্-' ক্রিয়ার একটি অর্থ 'আনয়ন করা' অর্থের জন্য বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়া-কাঠামো ব্যবহৃত হতে পারে। অনেক সময় বিবক্ষাবশত কিছু আবশ্যিক উপাদান অনুপস্থিত থাকে আবার ইপ্সিত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাক্যের সাপেক্ষে। এখানে বিবক্ষাবশত প্রতিটি ক্রিয়া-কাঠামোর জন্য আলাদা আলাদা *ক্রিয়া কাঠামো পরিচয়* রয়েছে। যেমন— *আন্-/সক/অ১/কা১* অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল কর্তা (দাদু) এবং কর্ম (তরমুজ)। 'আন্-' ধাতুটি সকর্মক হওয়ার জন্য দুটি উপাদানই আবশ্যিক। কিন্তু এই একই অর্থের জন্য ভিন্ন ক্রিয়া-কাঠামো দেখা যায় *আন্-/সক/অ১/কা২* অংশে। এখানে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে কর্তা (কাকা) কর্ম (আখরোট) ছাড়াও রয়েছে অপাদান (কাশ্মীর থেকে)। এই উপাদানটি না থাকলে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ব্যাহত হতে পারে। এর তৃতীয় ক্রিয়া-কাঠামো *আন্-/সক/অ১/কা৩* অংশেও রয়েছে তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু তাদের কারক সম্পর্কে খানিকটা ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, এখানে কর্তা (বাবা) এবং কর্ম (নতুন জামা) ছাড়াও রয়েছে উদ্দেশ্য (মেয়ের জন্য) উপাদান।

সুতরাং, ধাতুর অর্থ এবং ক্রিয়া-কাঠামোর মধ্যে রয়েছে অজস্র ভিন্নতা। একই ক্রিয়া যেমন বিভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জন্য কখনও ক্রিয়া-কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে কখনও অভিন্ন হয়। আবার একই অর্থের জন্য একাধিক ক্রিয়া-কাঠমো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে নির্বাচিত কয়েকটি ধাতুর বিভিন্ন অর্থ ও তার প্রয়োজনীয় ক্রিয়া-কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার জন্য প্রাথমিক পর্বে মূলত যৌগিক ক্রিয়ার [বিস্তারিত: ষষ্ঠ অধ্যায়] সহায়ক ক্রিয়াগুলিকে বেছে নেওয়া হল। এছাড়া 'আগলা', 'আটকা' জাতীয় কয়েকটি ধাতুর ক্রিয়া-কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেগুলি বাংলা যৌগিক ক্রিয়ার সহায়ক ক্রিয়া নয়। এই ক্রিয়া-কাঠামো দ্বারা বিশেষ কিছু চিত্র পাওয়া যায়। ধাতুগুলির বিভিন্ন অর্থ এবং তাদের অন্বয়গত বিভিন্ন উপাদান ও সম্পর্ক। অর্থ এবং অন্বয়ের ভিত্তিতে পূর্বে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। এখানে ধাতুগুলির ক্রিয়া-কাঠামো অর্থাৎ, তাদের অর্থ-অন্বয়গত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধাতুগুলির শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে। এখানে মূলত সাপেক্ষ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ধাতুগুলিকে বিন্যস্ত করা হল। যথা—

৪.২.৩.১ ক্রিয়া-কাঠামো ১: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	অতিক্রান্ত হওয়া	যা-, কাট্-,	শীতকালটা গেল।
২.	অবনতি	পড়্-,	জিনিসের মান পড়ে গেছে।
৩.	আন্দোলিত হওয়া	ওড়্-,	পতাকা উড়ছে।
৪.	আরম্ভ হওয়া	ওঠ্-,	ঝড় উঠেছে।
৫.	উদিত হওয়া	ওঠ্-,	সূর্য উঠেছে।
৬.	ঘুম পাওয়া,	আঁট্-,	চোখ এঁটে আসছে।
৭.	ঝরে পড়া,	পড়্-, ঝর্-, ওঠ্-,	মাথার চুলগুলো পড়ে যাচ্ছে।
৮.	থামা,	ধর্-, থাম্-,	বৃষ্টিটা ধরেছে।
৯.	দণ্ডায়মান হওয়া	দাঁড়া-, ওঠ্-,	ছাত্ররা উঠে দাঁড়াল।
১০.	নষ্ট হওয়া	যা-,	রেডিওটা গিয়েছে।
১১.	প্রতিষ্ঠিত হওয়া,	দাঁড়া-,	তার ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গেছে।
১২.	বৃদ্ধি পাওয়া	ওঠ্-, বাড়্-,	নদীর জল উঠছে।
১৩.	শুকিয়ে যাওয়া	শুকা-,	তেঁতুল গাছটা মরে গেল।
১৪.	সমাপ্ত হওয়া, দিনাবশেষ	পড়্-,	বেলা পড়ে গেল।
১৫.	স্রোতহীন হওয়া	শুকা-,	নদীটি মরে গিয়েছে।

৪.২.৩.২ ক্রিয়া-কাঠামো ২: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, adv

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	ক্লান্ত হওয়া	চল্-,	পা আর চলছে না।
২.	চালু থাকা	চল্-,	ব্যবসা ভালো চলছে না।
৩.	বিনিময়ের যোগ্য হওয়া	চল্-,	এই টাকাটা আর চলবে না।
৪.	হ্রাস পাওয়া	কম্-,	ব্যথাটা একটু মরেছে।

৪.২.৩.৩ ক্রিয়া-কাঠামো ৩: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	অপরের সম্পত্তি ভোগ করা	খা-, মার্-,	লোকটা অনেকের জমি খেয়েছে।

২.	অবগত থাকা।	জান্-,	সে বিষয়টা জানে।
৩.	আটক করা,	ধর্-, পাকড়া-,	পুলিশ চোরটিকে ধরে ফেলেছে।
৪.	আনা, বহন করা	আন্-,	দাদু তরমুজ এনেছে।
৫.	কদর করা	ফেল্-,	রামবাবুর কথা কেউ ফেলে না।
৬.	গজানো	ছাড়্-,	গাছটি নতুন পাতা ছাড়ছে
৭.	জানা	জান্-, দেখ্-,	তারা ঘটনাটা দেখেছে।
৮.	তোলা	তোল্-,	দিদিমা শাক তুলছে।
৯.	ত্যাগ করা,	ফেল্-, ছাড়্-,	সে পুরানো জামাগুলো ফেলে দিল।
১০.	দক্ষতা	জান্-, পার্-,	রাকেশ বাঁশি বাজাতে জানে।
১১.	দর্শন করা	দেখ্-,	সে পাহাড়ের ছবি দেখছে।
১২.	দায়িত্ব নেওয়া	ধর্-, দেখ্-,	দাদা সংসারের হাল ধরল।
১৩.	নিক্ষেপ করা,	ফেল্-, ছোঁড়্-,	তিনি বাতিল কাগজগুলো ফেলে দিলেন।
১৪.	নির্মাণ করা,	তোল্-,	বিল্টুরা নতুন ঘর তুলেছে।
১৫.	পরিচিত থাকা	জান্-, চেন্-,	রাম শিল্পীকে জানে।
১৬.	পরীক্ষা করা	দেখ্-,	তিন্নি মাংসের ঝোলটা চেখে দেখল।
১৭.	পর্যবেক্ষণ করা	দেখ্-,	অফিসারবাবু বাগানটা দেখছেন।
১৮.	পান করা	খা-,	তুমি শরবত খাবে?
১৯.	পাহারা দেওয়া	আগলা-,	কুকুর বাড়ি আগলে রাখে।
২০.	প্রতিশোধ স্পৃহা	ছাড়্-, দেখ্-,	আমি তোমাকে ছাড়ব না।
২১.	বশ করা	খা-,	বৌমা ছেলেকে খেয়েছে।
২২.	বিপন্ন করা; নষ্ট করা	খা-,	ক্লাবের ছেলেরা পড়ুয়া ছেলেটিকে খেয়েছে।
২৩.	বিবেচনা করা	শোন্-,	তিনি সকলের কথাই শোনেন।
২৪.	ভোজন করা; খাওয়া	খা-,	তারা মোমো খাবে।
২৫.	শুরু করা	ধর্-,	ঐন্দ্রিলা গান ধরেছে।
২৬.	শ্রবণ করা	শোন্-,	সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছে।
২৭.	সর্বনাশ করা	খা-,	ওরা প্রীতমের পাকা চাকরিটা খেয়েছে।
২৮.	সামাল দেওয়া	আগলা-, সামলা-,	মা তিন ভাইকেই আগলেছেন।
২৯.	সেবন করা	খা-,	ওরা হাওয়া খাচ্ছে।
৩০.	সমর্থ হওয়া	পার্-,	সে কাজটা পারবে।

৪.২.৩.৪ ক্রিয়া-কাঠামো ৪: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, k3,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	অর্থের বিনিময়ে কেনা	নে-, কেন্-,	আমরা পাঁচশো টাকা দিয়ে দুটো জামা নিলাম।

৪.২.৩.৫ ক্রিয়া-কাঠামো ৫: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, k3, k7p,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	রচনা করা	তোল্-,	দিদি রুমালে সুচ-সুতো দিয়ে ফুলের নকসা তুলেছে।

৪.২.৩.৬ ক্রিয়া-কাঠামো ৬: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, k5,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	আদায় করা,	নে-, তোল-,	লোকগুলো দোকানদারের কাছ থেকে চাঁদা নিল।
২.	উত্তোলন করা,	তোল্-,	তারা পুকুর থেকে জল তুলছে।
৩.	কুড়ানো	তোল্-, কুড়া-,	সে মাটি থেকে শুকনো পাতাগুলো তুলছে।
৪.	গ্রহণ করা,	নে-,	তিনি আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিলেন।
৫.	বোঝা	জান্-, বোঝ্-,	সে পল্লবীর কাছে থেকে অংকটা জেনে নিয়েছে।
৬.	লুঠ করা	নে-, কাড়্-,	দুষ্কৃতীরা লোকটার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে নিয়েছে।
৭.	সংগ্রহ করা,	আন্-, কেন্-,	তিনি কলকাতার ফুটপাথ থেকে পুরানো কয়েনটা এনেছেন।

৪.২.৩.৭ ক্রিয়া-কাঠামো ৭: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, k7p,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	জমায়েত করা,	আন্-,	তিনি ছাত্রদের বইমেলায় এনেছেন।
২.	উত্থাপন করা	তোল্-, পাড়্-, ফেল্-,	মাসিমা সবার সামনে কথাটা তুললেন।

৩.	নিযুক্ত করা	রাখ্-,	তারা মেসে রান্নার মাসি রেখেছে।
৪.	পাতিত করা	ফেল্-,	তারা লোকটাকে রাস্তায় ফেলে দিল।
৫.	পালন করা	রাখ্-, পোষ্-,	তিনি বাড়িতে কুকুর রেখেছেন।
৬.	প্রতিষ্ঠা করা, বজায় রাখা	আন্-,	মেয়েটি তোমাদের ঘরে শান্তি এনেছে।
৭.	বন্ধক রাখা	রাখ্-,	সে লোকটির কাছে গহনা রেখেছে।
৮.	রাখা,	তোল্-, রাখ্-,	সে জামাগুলো আলমারিতে তুলল।
৯.	প্রেরণ করা।	পাঠা-,	তিনি ছেলেকে বিদেশে পাঠালেন।

৪.২.৩.৮ ক্রিয়া-কাঠামো ৮: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2p,

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	আসা, আগমন করা,	আস্-, পৌঁছা-,	বাবা বাড়ি এসেছেন।
২.	গমন করা,	চল্-, যা,	তারা বনের দিকে চলল।
৩.	প্রবেশ করা	যা-,	সবাই ক্লাসে গিয়েছে।
৪.	যাত্রা করা	যা-,	তারা আগামীকাল দিল্লী যাবে।

৪.২.৩.৯ ক্রিয়া-কাঠামো ৯: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2p, k5,

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	ফেরা, প্রত্যাগমন করা	আস্-, ফের্-,	দীনেশ বিদেশ থেকে বাড়ি এল।

৪.২.৩.১০ ক্রিয়া-কাঠামো ১০: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k5

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	নির্গত হওয়া,	ওঠ্-, আস্-, বেরো-,	রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে।
২.	বাসস্থান পরিবর্তন করা	ওঠ্-, সরা-, চল্-,	পরেশবাবুরা এখান থেকে উঠে গেছেন।
৩.	ম্লান (ফিকে) হওয়া; ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া	ওঠ্-, বেরো-,	নতুন জামা থেকে রঙ উঠছে।

৪.	পালানো	খোল্-, পালা-,	ছেলেরা সেখান থেকে খুলে নিল।
৫.	স্খলিত হওয়া	পড়্-,	গাছ থেকে পাঁচটা আম পড়ে গিয়েছে।
৬.	বার হওয়া	বেরো-,	বন থেকে হাতি বেরোল।
৭.	প্রকট হওয়া	আস্-,	দূর থেকে আজানের সুর ভেসে আসছে।

৪.২.৩.১১ ক্রিয়া-কাঠামো ১১: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k7p,

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	অন্তর্ভুক্ত হওয়া	ঢোক্-,	হায়দ্রাবাদ শহরটি এখন তেলেঙ্গানায় ঢুকে পড়েছে।
২.	অন্বেষণ করা	দেখ্-, খোঁজ্-,	রবিন পুকুরের দিকটায় দেখল।
৩.	অবস্থান করা, থাকা,	ওঠ্-, আছ্-, র-,	তারা স্টার হোটেলে উঠেছিল।
৪.	অবস্থিত হওয়া	পড়্-, আছ্-,	স্কুলের পিছনে বাড়িটা পড়বে।
৫.	আটকানো	আট্কা-,	ঘুড়িটা গাছের ডালে আটকে আছে।
৬.	আধেয়রূপে থাকা	আছ্-, র, থাক্-,	ডিমে প্রোটিন আছে।
৭.	আবির্ভূত হওয়া	ধর্-, আস্-, জাগ্-,	গাছে লিচু ধরেছে।
৮.	আমদানি হওয়া	আস্-, ওঠ্-,	বাজারে ইলিশ এসেছে।
৯.	আরোহণ করা,	ওঠ্-, চাপ্-, চড়্-,	আমরা ট্রেনে উঠলাম।
১০.	উদিত হওয়া	ভাস-,	গল্পটা মনে ভাসছে।
১১.	উপবেশন করা	বস্-,	তিনি কাঠের চেয়ারে বসেন।
১২.	উপস্থিত থাকা	আছ্-, র-, আস্-,	দশ জন ছাত্র ক্লাসে আছে।
১৩.	একত্রিত হওয়া	জুট্-,	ছেলেরা মেলায় জুটেছে।
১৪.	ওড়া,	ওড়্-,	বাগানে প্রজাপতি উড়ছে।
১৫.	কুলানো	ধর্-, আঁট্-,	বইগুলো ব্যাগে ধরে গেল।
১৬.	গতিরোধ হওয়া	দাঁড়া-, থাম্-,	গাড়িটি মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল।
১৭.	জমা	দাঁড়া-, জম্-,	একটু বৃষ্টিতেই এখানে জল দাঁড়িয়ে যায়।
১৮.	ধরা পড়া	ওঠ্-, আস্-, আটকা-,	জালে আজ অনেক মাছ উঠেছে।
১৯.	নিমজ্জিত না হওয়া	ভাস-,	কৌটোটা জলে ভাসছে।
২০.	পতিত হওয়া, পড়া	পড়্-,	ছাগলটা গর্তে পড়েছে।
২১.	পর্যটন করা	বেড়া-,	তারা সিকিমে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।
২২.	প্রচারিত হওয়া	ভাস-,	কথাটা গ্রামে-গঞ্জে ভেসে বেড়াচ্ছে।
২৩.	প্রতিষ্ঠা হওয়া	বস্-,	ওখানে নতুন পাড়া বসেছে।

২৪.	প্রবিষ্ট হওয়া	বস্-,	কাদায় পা বসে যাচ্ছে।
২৫.	প্রবেশ করা,	ঢোক্-, আস্-, যা-,	শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে ঢুকছেন।
২৬.	ফোটা,	আস্-, ফোট্-, ধর্-,	গাছে শিউলি এসেছে।
২৭.	বিদ্ধ হওয়া	আট্‌কা-, বেঁধ্-,	কুকুরটার গলায় মাংসের হাড় আটকে গিয়েছে।
২৮.	বিদ্যমান থাকা,	আছ্-, র-, থাক্-,	বইটা টেবিলে আছে।
২৯.	বোধগম্য হওয়া	ঢোক্-,	এই অঙ্ক তার মাথায় ঢুকবে না।
৩০.	ভাসা,	ভাস্-,	বাতাসে ধুলো উড়ছে।
৩১.	মাপসই হওয়া, কুলান	আঁট্-,	জামা-কাপড়গুলো এই ব্যাগে এঁটে গেছে।
৩২.	যোগদান করা	ঢোক্-, যা-,	প্রীতি ওদের থিয়েটারে ঢুকেছে।
৩৩.	শুকিয়ে যাওয়া	বস্-,	গায়ে জল বসে যাবে।
৩৪.	সংহত হওয়া	বস্-,	দেওয়ালে রংটা বসে গিয়েছে।
৩৫.	সঙ্গত হওয়া	পড়্-,	নদী সাগরে পড়ে।
৩৬.	সঞ্চরন করা	বেড়া-,	আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।
৩৭.	স্মৃতিতে থাকা	আছ্-, র, থাক্-,	তিনি আমাদের হৃদয়ে আছেন।
৩৮.	হাঁটা	বেড়া-,	তিনি ছাদে বেড়াচ্ছেন।

৪.২.৩.১২ ক্রিয়া-কাঠামো ১২: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, rh,

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	অগ্রসর হওয়া,	আস্-,	অসহায় মনুষগুলির সাহায্যার্থে তিনিই প্রথম এলেন।
২.	অতিক্রম করা,	উপচা-,	একটু বৃষ্টিতেই পুকুরটা উপচে পড়ে।
৩.	উন্মোচিত হওয়া	খোল্-,	হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেল।
৪.	বন্ধ হওয়া	আট্‌কা-,	হাওয়ায় দরজাটা আটকে গেল।
৫.	প্লাবিত হওয়া	ভাস্-,	বন্যায় কয়েকটা গ্রাম ভেসে গিয়েছে।
৬.	জর্জরিত হওয়া	ভাস্-,	হরিবাবুর মৃত্যুর জন্য সংসারটা ভেসে গেল।
৭.	প্রাণত্যাগ করা	চল্-, মর্-,	বৃদ্ধটি হৃদরোগে চলে গেলেন।
৮.	কষ্ট পাওয়া	কোঁকা-,	ছেলেটি ব্যথায় মরে যাচ্ছে।

৪.২.৩.১৩ ক্রিয়া-কাঠামো ১৩: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, ras-k1,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	এঁটে ওঠা	পার্-,	যতীন রথীনের সঙ্গে পারবে না।
২.	মানানসই হওয়া	যা-, মানা-,	এই জামাটা প্যান্টের সঙ্গে যাচ্ছে না।
৩.	সমর্থ হওয়া,	আঁট্-, পার্-,	ইউক্রেন রাশিয়ার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না।
৪.	সহায়রূপে থাকা	আছ্-,	আমি তোমার সঙ্গে আছি।

৪.২.৩.১৪ ক্রিয়া-কাঠামো ১৪: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, k5, rh,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	ঘুষ গ্রহণ করা	খা-, নে-, ঝার্-,	টিকিট না কাটায় টিটি লোকটির কাছ থেকে দুশ টাকা খেয়েছে।
২.	আত্মসাৎ করা	খা-, নে-, মার্-, ঝার্-,	লোকটি চাকরির জন্য তাদের কাছে পাঁচ লাখ টাকা খেয়েছে।
৩.	আদায় করা,	আন্-,	ছেলেরা কালীপুজো উপলক্ষ্যে অনীল কাকার কাছ থেকে এক হাজার টাকা এনেছে।

৪.২.৩.১৫ ক্রিয়া-কাঠামো ১৫: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, k7t,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	অবগত থাকা	শোন্-, জান্-,	গতকাল আমি ঘটনাটা শুনেছি।
২.	রক্ষণাবেক্ষণ করা,	আগলা-,	মানসবাবু তার পৈতৃক ভিটে শেষ জীবন পর্যন্ত আগলে গিয়েছেন।

৪.২.৩.১৬ ক্রিয়া-কাঠামো ১৬: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, k7t, k7p,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	সঞ্চয় করা	রাখ্-, জমা-,	সে রোজ পাঁচ টাকা ভান্ডারে রাখে।

৪.২.৩.১৭ ক্রিয়া-কাঠামো ১৭: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2, rt

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	অবরোধ করা	আটকা-,	যুবকরা পুজোর চাঁদার জন্য পথচারীদের আটকাচ্ছিল।

৪.২.৩.১৮ ক্রিয়া-কাঠামো ১৮: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k2p, k7t,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
২.	রওনা দেওয়া	বেরো-, যা-,	রাম একটু পরে অফিসে বেরোবে।

৪.২.৩.১৯ ক্রিয়া-কাঠামো ১৯: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k3,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	নির্বাহ হওয়া	চল্-,	এই টাকায় সংসার চলে?

৪.২.৩.২০ ক্রিয়া-কাঠামো ২০: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k7

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	অতিরিক্ত হওয়া	উপচা-,	পুজোয় মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে।
২.	আশ্রয় করে থাকা	দাঁড়া-,	সংসারটা বাবার পেনশনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৪.২.৩.২১ ক্রিয়া-কাঠামো ২১: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k7, k7t,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	অবশিষ্ট থাকা	আট্‌কা-, ঠেক্-,	পুঁজি এখন দশ হাজার টাকায় আটকেছে।

৪.২.৩.২২ ক্রিয়া-কাঠামো ২২: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k7, rh,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	উত্তীর্ণ না হওয়া,	আট্‌কা-,	সে এবারের পরীক্ষায় দুই নম্বরের জন্য আটকে গেল।

২.	আশ্রয় নেওয়া	ঢোক্-,	পল্টু মারের ভয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে ।
৩.	গতিরোধ হওয়া	আট্‌কা-,	তারা জ্যামে আটকে গেছে।
৪.	জমে যাওয়া	আট্‌কা-, জমা-,	নর্দমা পরিস্কার না থাকায় বৃষ্টির জলগুলো রাস্তায় আটকে আছে।
৫.	বাধাপ্রাপ্ত হওয়া,	আট্‌কা-,	জোয়ার না থাকায় নৌকাটা চরে আটকে গেল।

৪.২.৩.২৩ ক্রিয়া-কাঠামো ২৩: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k7t

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	অসংযমী হওয়া	ওড়্-,	ছেলেটি এখন উড়ছে।
২.	প্রস্থান করা	ওঠ্-, আস্-, যা-,	আমরা এখন উঠি।
৩.	বন্ধ হওয়া	ওঠ্-,	টাইপ সেন্টারটা উঠে গেছে।
৪.	শয্যা ত্যাগ করা, জাগ্রত হওয়া	ওঠ্-, জাগ্-,	তিনি প্রতিদিন ভোরে ওঠেন।
৫.	সংগৃহীত হওয়া	ওঠ্-, হ-, আস্-, জম্-,	আজ এক হাজার টাকা চাঁদা উঠল।
৬.	অনুষ্ঠিত হওয়া	আছ্-, হ, র,	আগামীকাল ভাগনের জন্মদিন আছে।
৭.	অপেক্ষা করা,	দাঁড়া-, থাম্-,	তুই আর দশ মিনিট দাঁড়া।
৮.	আগমন হওয়া	ঢোক্-, আস্-,	এবারে বর্ষা দেরিতে ঢুকবে
৯.	ক্ষতি হওয়া	যা-, হারা-,	গতকাল তার হাজার টাকা গিয়েছে।
১০.	জাগরিত হওয়া,	জাগ্-, ওঠ্-,	সে সকাল সাতটায় জেগেছিল।
১১.	টেকসই হওয়া	যা-, টেক্-,	এই মোবাইলটা অনেকদিন গেল।
১২.	প্রস্থান করা	আস্-, যা-,	আমরা আজ আসি।
১৩.	শক্ত বা দৃঢ় হওয়া,	আঁট্-,	বর্ষাকালে জানালাটা এঁটে যায়।
১৪.	সংগৃহীত হওয়া	জুট্-,	আজ ডাল-ভাত জুটেছে।
১৫.	প্রকাশ পাওয়া	ভাস্-,	তিনদিন পর মৃতদেহটা ভেসে উঠল।

৪.২.৩.২৪ ক্রিয়া-কাঠামো ২৪: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, k7t, k7p

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	উত্তীর্ণ হওয়া,	ওঠ্-,	সে এবার ক্লাস এইটে উঠল।
২.	বসবাস করা	আছ্-, র-, থাক্-,	তারা এখন কৃষ্ণনগরে আছে।

৩.	উপচে ওঠা, প্লাবিত হওয়া	আস্-,	গতবারের বর্ষায় মসজিদ পর্যন্ত নদীর জল এসেছিল।
৪.	জন্ম হওয়া,	আস্-, হ-,	অনেক দিন পরে এই পরিবারে কন্যা সন্তান এল।

৪.২.৩.২৫ ক্রিয়া-কাঠামো ২৫: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, rad,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	আকৃষ্ট হওয়া	আট্‌কা-,	নীল জামাটার দিকে তার চোখ আটকে গেল।

৪.২.৩.২৬ ক্রিয়া-কাঠামো ২৬: প্রয়োজনীয় উপাদান—r6v, k1,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	গজানো	ওঠ্-, গজা-, বেরো-	বাচ্চার দাঁত উঠেছে।
২.	অধিকারে থাকা	আছ্-, র,	দিদির একটা সুন্দর হাতঘড়ি আছে।

৪.২.৩.২৭ ক্রিয়া-কাঠামো ২৭: প্রয়োজনীয় উপাদান—r6v, k1, k5,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	আয় হওয়া, উপার্জন হওয়া, লাভ হওয়া	মেল্-, হ-, (পা-)	ফলের ব্যবসা থেকে আমার দুই-একশ টাকা আসে।

৪.২.৩.২৮ ক্রিয়া-কাঠামো ২৮: প্রয়োজনীয় উপাদান—r6v, k1, k7,

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	প্রাপ্ত হওয়া,	আস্-, মেল্-,	তার এই সেমেস্টারে ১৮০ নম্বর এসেছে।

৪.২.৩.২৯ ক্রিয়া-কাঠামো ২৯: r6v, k1, adv

	অর্থ	ধাতু	উদাহরণ
১.	সক্ষম হওয়া,	আস্-, (পার্-)	গানটা আমার ভালো আসে না।

৪.২.৩.৩০ ক্রিয়া-কাঠামো ৩০: প্রয়োজনীয় উপাদান—vmod, k1,

	অর্থ	**ধাতু**	**উদাহরণ**
১.	অন্তর্হিত হওয়া	ওড়্-,	লোকটিকে দেখে আমার বোধবুদ্ধি উড়ে গেল।
২.	অনুপ্রাণিত হওয়া	জাগ্-,	শিক্ষকের কথা শুনে ছাত্ররা জেগে উঠল।

- অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ সমাপিকা ক্রিয়ার জুড়লে ‘vmod’ দ্বারা বোঝানো হয়।

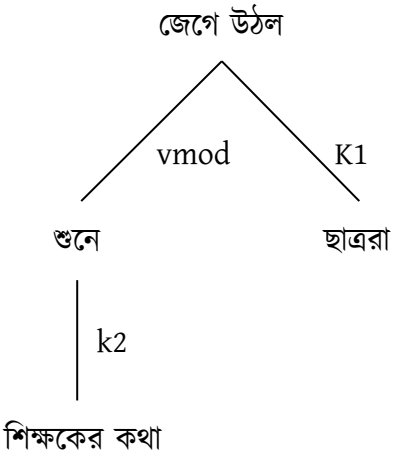

পঞ্চম অধ্যায়:

বাংলা ক্রিয়াপদ গঠন ও তার উপকরণ

৫.০ সূচনা

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের গঠন যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে বাংলা ক্রিয়ার যেগুলি পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোকে বাক্যের অর্থ ও বাক্য সমাপনের ভিত্তিতে একভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, আবার শব্দগঠনের দিক থেকে আরেকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। বাক্যগঠন বিশ্লেষণ করলে সেখানে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কথা আসে। আর শব্দগঠনের কথা বিচার করলে আসে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াজাত বিশেষণের কথা। এই আলোচনায় ক্রিয়াজাত বিশেষ্য এবং ক্রিয়াজাত বিশেষণকে বহির্ভূত রাখা হয়েছে। বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা সেই ধারার অনুসারী।

সমাপিকা ক্রিয়া গঠনের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে—কখনও বিভক্তিহীন, কখনও একটি বিভক্তি আবার কখনও একাধিক বিভক্তির যোগে পদগুলি গঠিত হয়। একাধিক বিভক্তি যখন যুক্ত হয় তখন তার মধ্যে এক শৃঙ্খলা অনুসৃত হয়। কিংবা যখন বিভক্তিহীনও হয় তখনও বৈয়াকরণিক তথ্যগুলি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত হয় বলেই এর মধ্যে একটি পদগত বৈশিষ্ট্য বিভক্তি না থাকলেও অনুভূত হয়। সুতরাং ক্রিয়াপদে বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী উপাদান। কিন্তু কখনও কখনও বিভক্তির আকারগত উপস্থিতি থাকে না, যাকে শূন্য বিভক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন—

১. তুই কর।

২. তুই বল।

বাক্য দুটির 'কর' এবং 'বল' ক্রিয়াপদে কোনও বিভক্তি-চিহ্ন নেই। ক্রিয়াপদ দুটির মূলে রয়েছে যথাক্রমে 'কর্-' এবং 'বল্-' ধাতু দুটি। কিন্তু বাক্যে বসার সুবাদে বিভক্তি-চিহ্ন থাক বা না থাক এর একটি অর্থবোধ আছে এবং এর কর্তা সহজেই অনুভূত হয়। আবার একটি বিভক্তি যুক্ত হলে ক্রিয়ার পুরুষ নির্ধারিত হয় এবং একই সঙ্গে সাধারণ বর্তমান কালকে নির্দেশ করে। একাধিক বিভক্তি যুক্ত হলে কালের প্রসঙ্গ আসে—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। যেমন—অতীত কালের জন্য 'ল/ইল' বিভক্তি এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্য 'ব' বিভক্তি যুক্ত হয়।

ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদে পরিণত হয় এবং বাক্যে বসে। বাক্যে দু-ভাবে ক্রিয়াপদ বসে—

(ক) বাক্য সম্পন্ন করে, ব্যাকরণে একে সমাপিকা ক্রিয়া (Finite verb) বলে।

(খ) বাক্য সম্পন্ন না করে বাক্যের কাঠামোর বিস্তার ঘটায়, জটিল বাক্যের কাঠামো তৈরি করে। এগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite verb) বলে। বাস্তবে এগুলি এক একটি সরল বাক্যের বৈয়াকরণিক সংযোজন আশ্রয়বাক্য অর্থাৎ প্রধান উপবাক্য। এবং এটির ব্যবহারের একটি মুক্ত পরিসর রয়েছে, তবে তা অসীম নয়।

সমাপিকা ক্রিয়াপদে যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় সেগুলির বৈশিষ্ট্য অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে সকল চিহ্ন যুক্ত হয় তা থেকে ভিন্ন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[১] ও অধ্যাপক সুকুমার সেন[২] অসমাপিকা ক্রিয়াপদে বিভক্তি স্বরূপ ব্যবহৃত চিহ্নগুলিকে প্রত্যয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে বাংলায় সেগুলি বিভক্তি স্বরূপ রীতিতেই ব্যবহৃত হয়। কারণ এই চিহ্নগুলি যুক্ত রূপটি প্রাতিপদিক নয়। অসমাপিকার বিভক্তি স্বরূপ চিহ্নগুলি সমাপিকার থেকে ভিন্ন।

সাধারণভাবে ক্রিয়াপদ গঠনের রীতি ব্যাকরণে বহুল চর্চিত একটি বিষয়। তবে প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে তার নির্দিষ্ট একটি চিত্রের প্রয়োজন। এই নিরিখে ক্রিয়া সম্পাদনের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাক্য সম্পন্নে একধরনের ক্রিয়ার ব্যবহার হয় আবার বাক্যের মাঝেও বিশেষ করে আধুনিক বাক্যতত্ত্বের রীতিতে বাক্যের মধ্যে বসে এক ধরনের জটিল বাক্য রীতি তৈরি করে (embedded sentence structure)। যেগুলি বাক্য সম্পন্ন করে না কিন্তু বাক্যের মূল ক্রিয়াপদ যুক্ত যে রূপ তার অর্থকে সম্পৃক্ত করে। যেহেতু এগুলো বাক্য সম্পন্ন করে না। সে কারণে এগুলি বাক্যাংশ অসমাপিত অবস্থায় রাখে, সেকারণে এগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া। পদের আকাঙ্ক্ষার রীতি অনুসারে এই পদগুলি বাক্যের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। এই প্রেক্ষাপটে বাক্যের সমাপ্তি-অসমাপ্তি অনুসারে ক্রিয়াপদকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১। সমাপিকা ক্রিয়া (Finite Verb)

২। অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite Verb)

৫.১ সমাপিকা ক্রিয়াপদ

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাকে সমাপিকা ক্রিয়াপদ (Finite Verb) বলে। ক্রিয়া-ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগে সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। বাংলা ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়া দু-ধরনের ভূমিকা পালন করে—অর্থগত এবং গঠনগত [চক্রবর্তী, ১৯৯২]। যথা—

ক। সমাপিকা ক্রিয়া অর্থের দিক দিয়ে বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটায় (উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলার থাকে)।

খ। গঠনের দিক দিয়ে বাক্যে পদগুচ্ছ সাধারণভাবে শেষ হয় একটি সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে। কারণ, বর্গীকরণের ভিত্তিতে বাংলা বাক্যের অধোগঠনের পদশ্রেণির বিন্যাস হল 'SOV' বা Subject-Object-Verb এই ক্রম।

৫.১.১ মৌলিক ধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া

ধাতুর সঙ্গে এক বা একাধিক ক্রিয়া-বিভক্তি জুড়ে সমাপিকা ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়। ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি বসার নির্দিষ্ট ক্রমের অনুশাসন রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কোনও বিভক্তি ব্যবহৃত না হয়ে অব্যবহিত পরের বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। কিন্তু বিভক্তিক্রমের কোনও ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। এমন হলে পদটির গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। ধাতুর মধ্যেও আবার একাধিক শ্রেণি রয়েছে। সেগুলির পদগঠনে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। তবে ধাতু যে শ্রেণিরই হোক ক্রিয়াবিভক্তি নির্দিষ্ট ক্রমেই বসে। এখানে মৌলিক ধাতুজাত ক্রিয়াপদ গঠনের একটি চিত্র নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে দেখানো হল:

বাংলা ক্রিয়াপদের বিভক্তিক্রম:

	ক্রিয়াপদ	R	1	2	3	4
		ধাতু	বিভ.১	বিভ.২	বিভ.৩	বিভ.৪
			Aspect	Aux	Tense	PNG (Person)
১.	বলে	বল্	-	-	-	এ
২.	বলবি	বল্	-	-	ব	ই
৩.	বলছিলেন	বল্	-	ছ	ল/ইল	এন
৪.	বলেছে	বল্	এ	ছ	-	এ
৫.	বলেছিলাম	বল্	এ	ছ	ল/ইল	আম

সারণি ৫.১: বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন-বিন্যাস ১

উপরের সারণিতে 'বল্-' ধাতুজাত পাঁচটি সমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠনপ্রণালী দেখানো হয়েছে। (১) *বলে* ক্রিয়াপদে 'বল্-' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরুষ বিভক্তি '-এ'। (২) *বলবি* ক্রিয়াপদে 'বল্-' ধাতুর সঙ্গে কাল বিভক্তি (ভবিষ্যৎ) '-ব' এবং পুরুষ বিভক্তি '-ই' যুক্ত হয়েছে। (৩) *বলছিলেন* ক্রিয়াপদে 'বল্-' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যথাক্রমে সহায়ক বিভক্তি '-ছ', কাল বিভক্তি (অতীত) '-ল/-ইল' এবং পুরুষ

বিভক্তি '-এন'। (৪) *বলেছে* ক্রিয়াপদে 'বল্-' ধাতুর সঙ্গে যথাক্রমে প্রকার বিভক্তি '-এ', সহায়ক বিভক্তি '-ছ' এবং পুরুষ বিভক্তি '-এ' যুক্ত হয়েছে। তেমনি (৫) *বলেছিলাম* ক্রিয়াপদে 'বল্-' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যথাক্রমে প্রকার বিভক্তি '-এ', সহায়ক বিভক্তি '-ছ' কাল বিভক্তি (অতীত) '-ল/-ইল' এবং পুরুষ বিভক্তি '-আম'। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি ক্রিয়াপদে ধাতুর সঙ্গে এক বা একাধিক বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যখন একাধিক বিভক্তি যুক্ত হয়েছে তখন বিভক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে বসেছে। সর্বাধিক চারটি বিভক্তি বসেছে। যখন দুটি কিংবা তিনটি বিভক্তি যুক্ত হয় তখনও নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে বসে; ক্রমভঙ্গ হয় না। যেমন—(২), (৩) এবং (৪) নং ক্রিয়াপদে বিষয়টি প্রতিভাত হয়। (২) নং ক্রিয়াপদে ধাতুর সঙ্গে কাল বিভক্তি এবং পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। (৩) নং ক্রিয়াপদে ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহায়ক বিভক্তি, কাল বিভক্তি এবং পুরুষ বিভক্তি। (৪) নং ক্রিয়াপদে ধাতুর সঙ্গে প্রকার বিভক্তি, সহায়ক বিভক্তি এবং পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। প্রতিটি ক্রিয়াপদেই ধাতুর সঙ্গে কিছু বিভক্তি যুক্ত আছে কিছু বিভক্তি নেই। কিন্তু কখনও ক্রমভঙ্গ হয়নি। বাংলা ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ক্রমটি এমন—ধাতুর সঙ্গে যথাক্রমে প্রকার বিভক্তি, সহায়ক বিভক্তি, কাল বিভক্তি এবং পুরুষ বিভক্তি বসে। ধাতু এবং বিভক্তিগুলিকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

i. R = ধাতু (Root)
ii. 1 = বিভক্তি ১ (প্রকার—Aspect)
iii. 2 = বিভক্তি ২ (সহায়ক—Auxiliary Verb)
iv. 3 = বিভক্তি ৩ (কাল—Tense)
v. 4 = বিভক্তি ৪ (পুরুষ—Person)

এইভাবে চিহ্নিত করলে উপরের পাঁচটি ক্রিয়াপদের গঠনকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে—

১. বলে : R4
২. বলবি : R34
৩. বলছিলেন : R234
৪. বলেছে : R124
৫. বলেছিলাম : R1234

ক্রিয়াপদগুলিতে ধাতুর সঙ্গে এই যে বিভক্তি জুড়ে যায় তাতে কখনও একটি, কখনও একাধিক আবার কখনও সবকটি বিভক্তি যুক্ত হয়। কিন্তু কখনও বিভক্তিশূন্য হয় না। অন্তত একটি বিভক্তি যুক্ত হয়। আর সেই বিভক্তিটি হল পুরুষ বিভক্তি। প্রতিটি ক্রিয়াপদে '4' অর্থাৎ, পুরুষ বিভক্তি রয়েছে। যেমন— (১) নং ক্রিয়াপদে (R4) ধাতুর সঙ্গে শুধু পুরুষ বিভক্তি (4) যুক্ত হয়েছে; অন্য কোনও বিভক্তি নেই। আর (২), (৩), (৪) এবং (৫) নং ক্রিয়াপদে অন্যান্য বিভক্তির সঙ্গে পুরুষ বিভক্তি (4)-টিও রয়েছে। সুতরাং, এই পুরুষ বিভক্তি বাংলা ক্রিয়াপদে একমাত্র বিভক্তি যা আর কোনও বিভক্তি থাকুক বা না থাকুক ধাতুর সঙ্গে এই বিভক্তি যুক্ত হয়। অন্যান্য বিভক্তি যুক্ত হলেও ধাতুর সঙ্গে পুরুষ বিভক্তি থাকে।

পুরুষভেদে অর্থাৎ, '4' -এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভক্তি চিহ্ন রয়েছে। এর কারণ এক্ষেত্রেই একমাত্র কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সাযুজ্য (agreement) থাকে। বাকি বিভক্তিগুলি সব ক্ষেত্রেই এক থাকে। কারণ বাকিগুলি সাযুজ্য-নির্ভর নয়।

তবে বর্তমান অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থে)-এর ক্ষেত্রে পুরুষ বিভক্তির স্থানে ϕ (শূন্য বিভক্তি) বসে। এক্ষেত্রে শুধু R দ্বারাই ক্রিয়ারূপগুলি বোঝানো যায়। যেমন—

৬. বল : R
৭. যা : R
৮. দেখ : R
৯. কর : R
১০. পড় : R

এখানে একপদী ক্রিয়ারূপের বিভক্তি ও সাংকেতিক বিভিন্নতা দেখানো হল। ভবিষ্যৎ কালের ঘটমান এবং পুরাঘটিত ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন। সেখানে এক ধরনের যৌগিক ক্রিয়ারূপ দেখা যায়। তাই এখানে তা আলোচ্য নয়।

নিত্যবৃত্ত একমাত্র অতীত কালেই হয়। নিত্যবৃত্ত অতীতের ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে ধাতুর একমাত্র নিত্যবৃত্ত বিভক্তি '-ত' যুক্ত হয় আর সঙ্গে পুরুষ বিভক্তি যুক্ত হয়। অন্যান্য বিভক্তি (প্রকার, সহায়ক,

অতীত কাল)-গুলি লুপ্ত হয়। এই '-ত' বিভক্তি যেমন একদিকে নিত্যবৃত্ততার অর্থ বহন করে তেমনি অতীত কালকেও নির্দেশ করে। কাল বিভক্তি যেহেতু তৃতীয় স্থানে বসে তাই এই বিভক্তিকে (3) দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিত্যবৃত্ত অতীতের ক্রিয়ারূপের সাংকেতিক রূপ হবে—

১১. বলত : R(3)4

১২. যেতাম : R(3)4

১৩. দেখতিস : R(3)4

১৪. করত : R(3)4

১৫. পড়তেন : R(3)4

নঞর্থক বাক্য (Negative sentence)-এর ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরে 'না' বা 'নি' বসে। সেক্ষেত্রে ধাতুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিভক্তি যুক্ত হওয়ার পর 'না' বা'-নি' যুক্ত হয়। লেখার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সঙ্গে '-নি' যুক্ত হয়ে বসে এবং 'না' পৃথকভাবে বসে। না-বাচক অব্যয় ('না' বা'-নি')-কে 'N' (Negation) দ্বারা চিহ্নিত করলে উপরের ক্রিয়াপদগুলির সাংকেতিক হবে নিম্নরূপ। 'N'-এর আগে '-' দ্বারা পৃথক বোঝানো হয়েছে।

১৬. বলেনি : R4N

১৭. বলবি না : R34-N

১৮. বলছিলেন না : R234-N

১৯. * বলেছে না : * R124-N

২০. * বলেছিলাম না : * R1234-N

পুরাঘটিত কালের ক্রিয়াপদের সঙ্গে নেতিবাচক 'না' যুক্ত হলে বাক্যটি অসিদ্ধ বলে অনুভূত হয়। তাই (১৯) এবং (২০) নং ক্রিয়াপদ এবং সাংকেতিক চিহ্নের আগে (*) দেওয়া হল। প্রশ্নবোধক-নঞর্থক বাক্য (Interrogative-negative)-এর ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'না' যুক্ত হতে পারে।

অনেক সময় ক্রিয়াপদের সঙ্গে জোরালো চিহ্ন (emphatic marker) হিসাবে 'ই/ও' যুক্ত হয়। এটি যুক্ত হলে তা ক্রিয়াপদের অর্থাৎ, সাধারণত ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হওয়ার পরে বসে। এগুলো খানিকটা বাক্যে ব্যবহৃত কণিকার মতো। জোরালো চিহ্নকে 'E' (Emphatic) দ্বারা চিহ্নিত করা হল। সেক্ষেত্রে উপরের ক্রিয়াপদগুলির সঙ্গে কণিকা যুক্ত হলে সেগুলি সাংকেতিক রূপ হবে:

২১. বলেই : R4E
২২. বলবিও : R34E
২৩. বলছিলেনও : R234E
২৪. বলেছেই : R124E
২৫. বলেছিলামও : R1234E

অনেক সময় কণিকাগুলি ক্রিয়াবিভক্তির মাঝেও ঢুকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপের সাংকেতিক রূপ বদলে যাবে। যেমন—

২৬. বলেইছে : R1E24
২৭. বলেওছিলাম : R1E234

উপরের (২৬) নং উদাহরণে 'বলেছে' ক্রিয়াপদের বিভক্তিক্রমের মধ্যে 'ই' কণিকাটি এবং 'বলেছিলাম' ক্রিয়াপদের মধ্যে 'ও' কণিকাটি এসে গেছে। সাধারণত পুরাঘটিত ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে কণিকাগুলি ক্রিয়াবিভক্তিক্রমের মাঝে চলে আসে। সেক্ষেত্রে প্রকার বিভক্তির পরে কণিকা বসে; তারপর অন্যান্য বিভক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে বসে।

আবার কখনও কখনও ক্রিয়াপদের পরে কণিকা এনং নেতিবাচক অব্যয় বসে। সেক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের পরে উপাদানগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে বসে। ক্রমের বদল হয় না। যেমন—

২৮. বলেইনি : R4EN
২৯. বলবিও না : R34E-N
৩০. বলছিলেনই না : R234E-N

ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি, কণিকা, না-সূচক অব্যয়—এগুলি যুক্ত হওয়ার যে বিভিন্ন ক্রমের কথা বলা হল সেগুলির একত্রিত রূপ ছকের নিম্নলিখিত মাধ্যমে দেখানো হল—

ক্রিয়াবিভক্তি ও অন্যান্য উপাদানের প্রবেশক্রম:

	ক্রিয়াপদ	R	1	2	3	4	E (5)	N (6)
		ধাতু	বিভ.১	বিভ.২	বিভ.৩	বিভ.৪		
			Aspect	Aux	Tense	PNG	emphatic	Neg
১.	বলেনি	বল্	-	-	-	এ	-	নি
২.	বলবিও না	বল্	-	-	ব	ই	ও	না
৩.	বলছিলেন না	বল্	-	ছ	ল/ইল	এন	-	না
৪.	বলেছেও	বল্	এ	ছ	-	এ	ও	-
৫.	বলেছিলামই	বল্	এ	ছ	ল/ইল	আম	ই	-

সারণি ৫.২: ক্রিয়াপদে বিভক্তি ও অন্যান্য উপাদানের প্রবেশক্রম

৫.১.২ সাধিত ধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া

বাংলা ক্রিয়াপদের মূলে থাকা একপদী ধাতুর মধ্যে যেমন রয়েছে মৌলিক ধাতু তেমনি সাধিত ধাতুও রয়েছে। ধাতু মৌলিক হোক বা সাধিত তার সঙ্গে বিভক্তি বসলে নির্দিষ্ট বিভক্তিক্রম অনুসারে বসবে। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ দেখে যেমন বোঝা সম্ভব কোন ক্রিয়াপদ কোন ধাতুজাত। কিন্তু মেশিনের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সে জানে না ক্রিয়াপদের মূলে থাকা ধাতুটির গঠনপ্রক্রিয়া ও তার চরিত্র। সেই প্রেক্ষিতে সাধিত ধাতুজাত ক্রিয়াপদ গঠনের বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধিত ধাতুগুলির মধ্যে এখানে ণিজন্ত ও নামধাতুজাত ক্রিয়াপদের গঠন বিন্যাসগুলি বিশ্লেষিত হল।

৫.১.২.১ ণিজন্ত ধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া

ণিজন্ত ধাতুর গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাধারণত ধাতুর সঙ্গে '-আ-' বা '-ওয়া-' প্রত্যয় (derivational morph) যুক্ত হয়ে একপদী ণিজন্ত ক্রিয়ামূল (causative verbal stem) গঠিত হয়। ণিজন্ত ক্রিয়ামূল গঠিত হয়ে যাওয়ার পর ক্রিয়াপদ নিষ্পন্নের সময় নির্দিষ্ট বিভক্তিগুলি ক্রমানুসারে ধাতুর সঙ্গে বসে।

ণিজন্ত ধাতুজাত ক্রিয়াপদ গঠন বিন্যাস:

	ক্রিয়াপদ	CR		1	2	3	4
		ধাতু	প্র.	বিভ.১	বিভ.২	বিভ.৩	বিভ.৪
			Causative	Aspect	Aux	Tense	PNG
১.	পড়ালেন	পড়্-	আ	-	-	ল/ইল	এন
২.	খাওয়াবে	খা-	ওয়া	-	-	ব	এ
৩.	নাচিয়েছিল	নাচ্-	আ	এ	ছ	ল/ইল	অ (ও)
৪.	হাসাতেন	হাস্-	আ	-	-	ত	এন

সারণি ৫.৩: ণিজন্ত ধাতুজাত ক্রিয়াপদের গঠন-বিন্যাস

ণিজন্ত ধাতুকে 'CR' (Causative verb root) দ্বারা চিহ্নিত করা হলে ণিজন্ত ধাতুজাত ক্রিয়াপদের সাংকেতিক রূপটি হবে নিম্নরূপ।

৩১. পড়ালেন : CR34

৩২. খাওয়াবে : CR34

৩৩. নাচিয়েছিল : CR1234

৩৪. হাসাতেন : CR(3)4

৫.১.২.২ নামধাতুজাত সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন প্রক্রিয়া

অন্যদিকে নামধাতুর গঠনে থাকে একটি নামবাচক শব্দ। যে শব্দটির সঙ্গে সাধারণত '-আ-' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এই প্রকার ধাতু নিষ্পন্ন হয়। ব্যতিক্রম হিসাবে '-আ-' প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কিছু শব্দ ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করতে পারে। এখানে '-আ-' প্রত্যয় যুক্ত নামধাতুজাত ক্রিয়াপদ গঠনের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষিত হল।

নামধাতুজাত ক্রিয়াপদ গঠন বিন্যাস:

	ক্রিয়াপদ	DR		1	2	3	4
		শব্দ	প্র.	বিভ.১	বিভ.২	বিভ.৩	বিভ.৪
			Denominative	Aspect	Aux	Tense	PNG
১.	লতাচ্ছে	লতা	আ	-	ছ	-	এ
২.	হাতিয়েছিল	হাত	আ	এ	ছ	ল/ইল	অ (ও)
৩.	ধমকান	ধমক	আ	-	-	-	ন
৪.	লাঠিয়েছেন	লাঠি	আ	এ	ছ	-	এন

সারণি ৫.৪: নামধাতুজাত ক্রিয়াপদের গঠন-বিন্যাস

নামধাতুকে 'DR' (Denominative verb root) দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নামধাতুজাত ক্রিয়াপদের সাংকেতিক রূপটি হবে নিম্নরূপ।

৩৫. লতাচ্ছে : DR24

৩৬. হাতিয়েছিল : DR1234

৩৭. ধমকান : DR4

৩৮. লাঠিয়েছেন : DR124

৫.২ ক্রিয়ার ভাব

সমাপিকা ক্রিয়ার আরও একটি বিষয় থাকে—ভাব। কখনও পদের বিভক্তি অনুসারে ভাবগুলি যুক্ত হতে পারে। কখনও আবার উপবাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। সংস্কৃত এবং বৈদিকে ক্রিয়ার একাধিক ভাবের বিষয় ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ভাবের প্রাধান্য কমতে থাকে। সাম্প্রতিক বাংলায় বর্তমানের ভাবের ব্যবহার আছে আর খানিকটা ভবিষ্যৎ কালের। অর্থাৎ, করো, বলো, করা হোক, বলা হোক, যাওয়া হোক ইত্যাদি। এখানে যেমন ভাবের বিষয়টি জুড়ে থাকে তেমনি পুরুষের বিষয়টিও উল্লেখ হয়ে থাকে। বাংলা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাচ্যের বিষয়টিও ক্রিয়ার গঠনে অনেক সময় ভূমিকা নেয়। যদিও বিষয়টি যৌগিক ক্রিয়ার আলোচনায় আলোচিত হবে। কর্তৃবাচ্যের এক রকমের বিভক্তির রীতি আছে তেমনি কর্মবাচ্যের আরেক রকমের বিভক্তির রীতি রয়েছে।

৫.৩ অসমাপিকা ক্রিয়াপদ

বাক্যে কিছু ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় যেগুলির দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। তবে এগুলি বাক্যের বিস্তৃতি ঘটায়। এই জাতীয় ক্রিয়াপদ বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে না বলে এগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite Verb) বলে। অর্থ অনুসারে এগুলি এক ধরনের জটিল বাক্যের কাঠামো তৈরি করে। এছাড়া এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ামূলও গঠিত হয়, ভাষায় ক্রিয়াপদ গঠনের বৈচিত্র সমৃদ্ধ হয়। সেখানে পদগুলির চরিত্র বদলে যায়। ফলে ক্রিয়াপদের আলোচনায় এই অসমাপিকা ক্রিয়ার আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই প্রকার ক্রিয়াপদে সমাপিকা ক্রিয়ার মতো ক্রিয়াবিভক্তিগুলি যুক্ত হয় না। এগুলির গঠন ভিন্ন প্রকৃতির। এগুলির নানা ধরনের বিন্যাস রয়েছে। ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন যে প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় তার নির্দিষ্ট কতগুলি ভূমিকা রয়েছে। বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন ও ভূমিকা:

৫.৩.১ ধাতু + এ

ধাতুর সঙ্গে '-এ' প্রত্যয় (বিভক্তি) যুক্ত হয়ে যে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় তা বাক্যে প্রযুক্ত হলে বাক্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। অসম্পূর্ণতা এই অর্থে যে, এই ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু বাক্য সমাপনের অর্থে এটি অসমাপিকা। কর্তার দিক থেকে দেখলে এই জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সেই বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একই হয়। যাকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার এক 'বিশিষ্ট রীতি'[৩] বলেছেন। যেমন—

৩৯. সে বাড়ি ফিরে ভাত খাবে।

এই বাক্যে 'ফিরে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'খাবে' সমাপিকা ক্রিয়া। উভয় ক্রিয়ারই কর্তা 'সে'। বাক্যে এই ধরনের অসমাপিকা ক্রিয়া একাধিক যোগ করে বাক্যকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত করে দেওয়া যায়। তবে তারও একটি সীমা থাকে; নাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হতে পারে।

ধাতুর সঙ্গে '-এ' প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর স্বরের পরিবর্তন দেখা দেয়। তা ধাতুর গঠন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন—

বল্ + এ > বলে [অ > ও]

দেখ্ + এ > দেখে [অ্যা > এ] ইত্যাদি।

শো + এ > শুয়ে [ও > এ, য়-শ্রুতি]

খা + এ > খেয়ে [আ > এ, য়-শ্রুতি]

এই প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়া ব্যবহারের ফলে অনেক সময় সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে পরিগণিত হতে পারে। যেমন—

৪০. মেয়েটি মাতালটাকে কষে চড় মারল।

এছাড়া এই জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব করে বিভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে:

	ক্রিয়াদ্বিত্ব	অর্থ	উদাহরণ
১.	হেঁটে হেঁটে	দীর্ঘকালীনতা	হেঁটে হেঁটে তার পা ব্যথা হয়ে গেছে।
২.	দেখে দেখে	পুনঃপুনঃ অর্থে	সিনেমা দেখে দেখে সে অভিনয় শিখেছে।
৩.	কেঁদে কেঁদে	ক্রিয়া-বিশেষণ	তিতির কেঁদে কেঁদে মাকে কথাগুলো বলল।

সারণি ৫.৫: '-এ-' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াদ্বিত্ব ও তার বিভিন্ন অর্থ

তবে একই ক্রিয়াদ্বিত্ব প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হতে পারে। এছাড়া অর্থ ভিন্নতার পাশাপাশি কর্তাও কখনও কখনও '-র' বিভক্তি যুক্ত হয়ে সম্বন্ধ পদের মতো প্রতিফলিত হয়। যেমন—

৪১. গানটা শুনে শুনে তার মুখস্থ হয়ে গেছে।

৪২. গানটা শুনে শুনে সে মুখস্থ করে ফেলেছে।

এই দুটি বাক্যে একই অসমাপিকা ক্রিয়াদ্বিত্ব 'শুনে শুনে' ব্যবহৃত হলেও (৪২) নং বাক্যে কর্তা 'তার' পদটি সম্বন্ধের মত হলেও বাস্তবে তিনিই কর্তা।

৫.৩.২ ধাতু + লে

ধাতুর সঙ্গে '-লে' প্রত্যয় (বিভক্তি) যুক্ত হয়েও আরেক প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় যার কর্তা এবং সেই বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ভিন্ন হয়। এর সঙ্গে এক ধরনের শর্ত জাতীয় অর্থ সংযোজিত হয়। যেমন—

৪৩. সে বললে রাম আসবে।

এই বাক্যে 'বললে' অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অসমাপ্তি ছাড়াও শর্তের অর্থ প্রকাশিত হয় [যদি সে বলে তাহলে রাম আসবে]। এক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়া 'বললে'-র কর্তা 'সে' এবং সমাপিকা ক্রিয়া 'আসবে'-র কর্তা 'রাম'।

৫.৩.৩ ধাতু + তে

এছাড়া ধাতুর সঙ্গে '-তে' প্রত্যয় (বিভক্তি) যুক্ত হয়ে আরেক প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যে একাধিক অর্থে বসে—উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত, শর্ত প্রভৃতি। যেমন—

৪৪. তিনি মাছ আনতে বাজারে গেলেন।

এই বাক্যে উদ্দেশ্য অর্থ (মাছ আনার উদ্দেশ্যে) প্রকাশিত হয়েছে।

৪৫. তিনি বলতে ডাক্তার এলেন।

বাক্যটিতে 'বলতে' অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা শর্ত জাতীয় অর্থ নিষ্পন্ন হয়।

৪৬. আমি তাকে স্কুলে যেতে দেখলাম

বাক্যটিতে এক ধরনের ক্রিয়াবাচক বিশেষণের মতো প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয়।

এই জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়ারও দ্বিত্বতা বিভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে:

	ক্রিয়াদ্বিত্ব	**অর্থ**	**উদাহরণ**
১.	চলতে চলতে	দীর্ঘকালীনতা	গাড়িটি চলতে চলতে মাঝপথে থেমে গেল।
২.	লিখতে লিখতে	পুনঃপুনঃ অর্থে	লিখতে লিখতে সেও লেখা শিখে যাবে।
৩.	নাচতে নাচতে	ক্রিয়া-বিশেষণ	বিকাশ নাচতে নাচতে চলে এল।
৪.	শুনতে শুনতে	ঘটমানতা	সে গান শুনতে শুনতে অংক করছে।
৫.	বলতে বলতে	সময়ের স্বল্পতা	বলতে বলতে সে আউট হয়ে গেল।

সারণি ৫.৬: '-তে-' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াদ্বিত্ব ও তার বিভিন্ন অর্থ

তথ্যসূত্র

[১] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ৩০৮

[২] সেন, সুকুমার। ২০১৩। ভাষার ইতিবৃত্ত। চতুর্দশ মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। (পৃ. ২৫১)

[৩] চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পৃ. ৩০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়:

যৌগিক ক্রিয়া

৬.০ একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়ার গঠন-বৈচিত্র্য

বাংলাবাক্যে একপদ বিশিষ্ট ক্রিয়ার ব্যবহার যেমন রয়েছে তেমনি একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়া ব্যবহারের প্রাচুর্য্যের ফলে ভাষার ব্যবহারে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি এসেছে। পদগঠনের জটিলতাও বেড়েছে। কোনো ক্রিয়াপদ যখন একের বেশি পদ নিয়ে তৈরি হয় তখন পদগুলির সাধারণ ব্যাকরণগত বর্গের ওপর প্রভাব পড়ে, পদের মধ্যে বাঁধন সুদৃঢ় হয়। অন্যান্য পদগুচ্ছের মতো প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য দুটো স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। একটি পদগুচ্ছের আভ্যন্তরীণ গঠনগত স্তরে যেখানে গঠনগত উপকরণ (constituent element) অনুসারে অভ্যন্তরে পরস্পরের মধ্যে যেমন অন্বয়ের সাজুয্য বজায় রাখে, তেমনি মূল বাক্যের ক্রিয়ার অর্থ সম্পাদনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। এর ফলে পদগুচ্ছের মধ্যে যে ধাতু বা প্রকৃতিগত মৌল অর্থ সেটির প্রাধান্য থাকে না, মিলিতভাবে একটি অর্থ তুলে ধরে পদগুচ্ছের স্তরে, কখনও কখনও তা নতুন অর্থেরও জন্ম দেয় ব্যবহার অনুসারে। ‘বিশ্বাস কর্-’ বা ‘বলে ফেল্-’ দুটোতেই একাধিক গঠনগত উপকরণ রয়েছে। এদের মধ্যে অন্বয়গত সম্পর্কটি বাক্যের যে মূল অন্বয়ঘটিত সম্পর্ক তা থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, সাধারণভাবে এখানে ‘বিশ্বাস’ পদটির যা ব্যাকরণগত অর্থ তার সবটাই ‘বিশ্বাস কর্-’ পদগুচ্ছে ধরা থাকে না। ‘বিশ্বাস’-এই বিশেষ্যের সঙ্গে ‘কর্-’ ধাতুর অন্বয়ে, পদটির বিশেষ্য সত্ত্বার ওপর ক্রিয়ার প্রভাব স্পষ্ট। অন্যদিকে ‘বল্-’ বা ‘ফেল্-’ এই দুইয়ের মধ্যে ‘ফেল-’ ধাতু একপদ হিসেবে ব্যবহৃত হলে যে অর্থ থাকে সেই অর্থ হারিয়ে ‘বল্-’ মূল ক্রিয়া (polar/main verb)-এর সহায়ক ক্রিয়া (vector/auxiliary verb) হিসাবে কাজ করেছে।

একাধিক গঠনগত উপকরণের মধ্যে একটিকে অবশ্যই ক্রিয়াপদ হতে হবে যার ধাতু বা ক্রিয়া-প্রকৃতির গায়ে অসমাপিকা বা সমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তিগুলো যুক্ত হয়। অন্য পদটি ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ইত্যাদির যেকোনও একই বর্গের একটি পদ হতে পারে। যখন ক্রিয়াপদ বা নামপদ আরেকটি ধাতুর সঙ্গে জুড়ে নতুন একটি ক্রিয়া গঠন করে তখন পূর্বোক্ত পদগুচ্ছ দুটির মতো তাতে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য জুড়ে যায়। এভাবে একাধিক পদকে যুক্ত করে ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পেছনে মূল কারণ হল মৌলিক ক্রিয়ার ঘাটতি মেটানো। প্রাচীন বাংলা থেকেই যৌগিক বা সংযুক্ত ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা গেলেও তুলনামূলকভাবে এই জাতীয় ক্রিয়ার ব্যবহার অধুনিক কালে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।—এই ধরনের ক্রিয়াগুলিকে ইংরেজিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন— complex predicate, compound verb, explicator compound verb ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। মাতৃভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াগুলো যে রীতিতে ব্যবহার করা হয়, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তা নয়। কীভাবে গঠনগত উপকরণগুলি পূর্বোক্ত সম্ভাব্য দুই স্তরে উপাত্ত হিসাবে সাজানো থাকে, কীভাবেই বা কাজ করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, ব্যবহারের ক্রম, উপাত্তগুলির পারস্পরিক প্রমিত গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করতে হয়। তাই মূল বাক্যের অন্বয়-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আগেই একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়াগুলিকে একটি ক্রিয়াগুচ্ছ হিসাবে সনাক্ত করা জরুরি, উপকরণগুলির বর্গ নির্ণয় ও সেগুলির ব্যাকরণগত কাঠামোর একটা যৌক্তিক কাঠামো বা module নিশ্চিত করা জরুরি। এটি না থাকলে প্রযুক্তির পক্ষে কঠিন হয়ে যায় সিস্টেমে যুক্ত করা। অন্বয়গত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথকভাবে নির্বাচিত করে সাজাতে বা প্রসেস করতে হয়। তারপর বাক্য বিশ্লেষণের মূল যে যৌক্তিক কাঠামো তার সঙ্গে এটিকে যুক্ত করতে হয়।

৬.১ যৌগিক ক্রিয়া

একাধিক ক্রিয়াপদ মিলিত হয়ে একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশিত হলে যৌগিক ক্রিয়া (compound verb) গঠিত হয়। দুটি ভিন্ন পদ হলেও এদের মধ্যে এক বিশেষ অন্বয়তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থের বিচারে প্রথম ক্রিয়াটির অর্থ বজায় থাকলেও দ্বিতীয় ক্রিয়াটির মূল আভিধানিক অর্থের মুখ্য ভাগ লোপ

পায়; পরিবর্তে এক ধরনের ক্রিয়া সংগঠনের বৈশিষ্ট্য—আকস্মিকতা, ঘটমানতা, পরিসমাপ্তি ইত্যাদি নানা রীতিগত মাত্রা প্রথম ক্রিয়ার অর্থের পরিপূরক হিসাবে বা ক্রিয়ার প্রকার (aspect) হিসাবে কাজ করে। উভয়ে মিলে একটি বিস্তৃত ক্রিয়ামূল তৈরি করে। অর্থাৎ, এটিই হল যৌগিক ক্রিয়ার প্রাতিপদিক স্বরূপ জটিল ক্রিয়ামূল ভিত্তি। এটিই যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন দ্বিতীয় ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গেই যাবতীয় ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

১. সে বসে পড়েছে।

২. পিলারটা বসে গেল।

৩. বাচ্চাটা কেঁদে উঠল।

৪. চোরটা ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল।

উপরের চারটি বাক্যেই রয়েছে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার। প্রথম দুটি বাক্যের যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়া 'বস্-' এবং দ্বিতীয় ক্রিয়ার স্থানে রয়েছে যথাক্রমে 'পড়্-' এবং 'যা-'। অনুরূপভাবে (৩) ও (৪) নং বাক্যের ব্যবহৃত যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়া 'কাঁদ্-' এবং দ্বিতীয় ক্রিয়া যথাক্রমে 'ওঠ্-' এবং 'ফেল্-'। প্রতিটি যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়াটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াটি সমাপিকা ক্রিয়া। প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

সাধারণত প্রথম ক্রিয়ার অর্থই বাক্যের মূল পদগুচ্ছের বা পদান্তরের অন্বয়-তাত্ত্বিক কাঠামো বজায় থাকে। এটিকে বলা হয় মূল ক্রিয়া (main verb)। বাক্যের অন্বয়ে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি বাক্যের সমাপ্তি-অসমাপ্তি নির্ধারণ করে, বাক্যের সম্মিলিত অর্থের পরিপূর্ণতা (composite meaning) দেয়। মূল ক্রিয়ার প্রকারগত বৈচিত্র্য যোগ করে, ক্রিয়াটির অবস্থা যথাযথ প্রকাশ করে। দ্বিতীয় ক্রিয়াটিকে বলা হয়েছে সহায়ক ক্রিয়া (auxiliary verb)। ইংরেজিতে ক্রিয়া দুটিকে অন্য নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, প্রথম ক্রিয়াটিকে—Polar verb; দ্বিতীয় ক্রিয়াকে—Vector verb, subsidiary verb

ইত্যাদি। সেই সূত্রে উপরের যৌগিক ক্রিয়াগুলির ‘বস্-’ এবং ‘কাঁদ্-’ হল মূল ক্রিয়া আর ‘পড়্-’, ‘যা-’, ‘ওঠ্-’ এবং ‘ফেল্-’ হল সহকারী ক্রিয়া।

৬.২ যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন

রূপগত বিচারে ধাতু বা ক্রিয়ামূল, বিভক্তি ইত্যাদির বিন্যাস অনুসারে সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া তৈরি হয়। অসমাপিকা গঠন সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কীভাবে ‘-এ’ এবং ‘-তে’ বদ্ধ রূপ (bound morph) বা বিভক্তি (inflection) যুক্ত হয়ে থাকে। এই অসমাপিকা ক্রিয়াগুলিই যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম গঠনগত উপকরণ। কখনও কখনও ‘-লে’ বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদও যৌগিক ক্রিয়া গঠনে অংশ নেয়। এছাড়া কর্মবাচ্যের ক্রিয়াতেও এক ধরনের যৌগিক ক্রিয়া সংগঠন থাকে। সেখানে প্রথম ক্রিয়াজাত পদটি ‘-আ’ বিভক্তি যুক্ত হয়। যদিও এই সংগঠনটি অন্যান্য যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না। তাই তত্ত্বগত গঠনের বিচারে এগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

৬.২.১ যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-১: (১ম ধাতু + এ) + ২য় ধাতু

যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-১			যৌগিক ক্রিয়ামূল
১ম ধাতু	বিভক্তি	২য় ধাতু	
লিখ্	+ এ	ফেল্	= লিখে ফেল্-
ফুল্	+ এ	উঠ্	= ফুলে উঠ্-
ফেল্	+ এ	দে	= ফেলে দে-
বস্	+ এ	পড়্	= বসে পড়্-

সারণি ৬.১: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-১

৬.২.২ যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-২: (১ম ধাতু + তে) + ২য় ধাতু

যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-২			যৌগিক ক্রিয়ামূল
১ম ধাতু	**বিভক্তি**	**২য় ধাতু**	
খা	+ তে	হ	= খেতে হ-
বল্	+ তে	চল্	= বলতে চল্-
যা	+ তে	চা	= যেতে চা-
আন্	+ তে	লাগ্	= আনতে লাগ্-

সারণি ৬.২: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-২

৬.২.৩ যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৩: (১ম ধাতু + লে) + ২য় ধাতু

যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৩			যৌগিক ক্রিয়ামূল
১ম ধাতু	**বিভক্তি**	**২য় ধাতু**	
খা	+ লে	হ	= খেলে হ-
দেখ্	+ লে	হ	= দেখলে হ-
হ	+ লে	হ	= হলে হ-
লিখ্	+ লে	হ	= লিখলে হ-

সারণি ৬.৩: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৩

এই জাতীয় গঠনকে ঠিক যৌগিক ক্রিয়া বলা যায় না। তবে উপরিতলে একটি যৌগিক ক্রিয়ার কাঠামো রয়েছে।

৬.২.৪ যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৪: (১ম ধাতু + আ) + ২য় ধাতু

যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৪			যৌগিক ক্রিয়ামূল
১ম ধাতু	বিভক্তি	২য় ধাতু	
কর্	+ আ	হ	= করা হ-
যা	+ আ	চা	= যাওয়া চা-
ধর্	+ আ	পড়্	= ধরা পড়্-
দেখ্	+ আ	যা	= দেখা যা-

সারণি ৬.৪: যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৪

৬.৩ যৌগিক ক্রিয়ায় ক্রিয়ার সংখ্যা

যৌগিক ক্রিয়া মূলত একটি অসমাপিকা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে গঠিত হয়। অর্থাৎ, যৌগিক ক্রিয়ার কাঠামোতে ক্রিয়াপদের সংখ্যা দুটি হয়। তাই বেশিরভাগ আলোচনাতেই দুটি ক্রিয়াপদের সংযোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার আলোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। তবে অনেক সময় তিনটি এবং কিছু ক্ষেত্রে চারটি ক্রিয়াপদের সংযোগেও যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। তাই সংখ্যার তারতম্য অনুসারে যৌগিক ক্রিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো হল।

৬.৩.১ দুটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়া সাধারণত দুটি ক্রিয়াপদের সংযোগেই উদ্ভূত হয়। বাংলায় দুটি ক্রিয়াপদ সহযোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারই বেশি। উদাহরণ—

৫. লোকটি **পড়ে গেল**।

৬. মহিলাটি **কেঁদে ফেলল**।

প্রথম বাক্যে ‘পড়্-’ এবং ‘যা-’ ধাতুর ক্রিয়াপদ দুটি দ্বারা গঠিত হয়েছে ‘পড়ে গেল’ যৌগিক ক্রিয়া। দ্বিতীয় বাক্যে ‘কাঁদ্-’ এবং ‘ফেল্-’ ধাতুর ক্রিয়াপদ দুটি দ্বারা গঠিত হয়েছে ‘কেঁদে ফেলল’ যৌগিক ক্রিয়াটি। দুটি ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত আরো কয়েকটি যৌগিক ক্রিয়ামূল হল—

বলে ফেল্-,	যেতে হ-,
শুনে নে-,	বসে পড়্-,
লেগে যা-,	হেসে ওঠ্- ইত্যাদি।

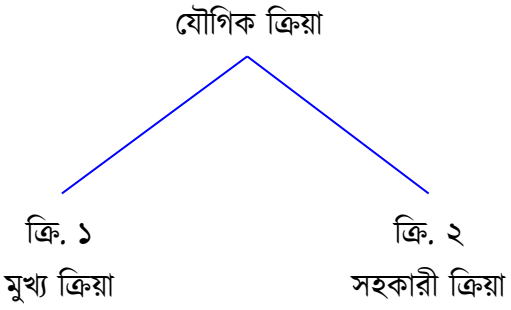

রেখাচিত্র ৬.১: দুটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া

৬.৩.২ তিনটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া

দুটি ক্রিয়াপদ ছাড়াও কখনও কখনও এমন কিছু যৌগিক ক্রিয়া উদ্ভূত হয় যেখানে থাকে তিনটি ক্রিয়াপদ। মিশ্রণের তুলনায় তিনটি ক্রিয়াপদের দ্বারা গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার উভয়ই কম। কিন্তু চারটি ক্রিয়াপদের মিশ্রণের তুলনায় বেশি।

৭. লোকটি পাইপ বেয়ে *উঠে পড়তে লাগল*।

৮. তোমাকে একমাসের মধ্যে প্রবন্ধটা *লিখে ফেলতে হবে*।

প্রথম বাক্যে 'উঠে পড়তে লাগল' যৌগিক ক্রিয়াটি গঠিত হয়েছে 'ওঠ্', 'পড়্' এবং 'লাগ্' এই ধাতু তিনটি দ্বারা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বাক্যে 'লেখ্-', 'ফেল্-' এবং 'হ-' এই তিনটি ধাতু সহযোগে গঠিত হয়েছে 'লিখে ফেলতে হবে' যৌগিক ক্রিয়াটি। তিনটি ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত আরো কয়েকটি যৌগিক ক্রিয়া হল – বলে দিতে হবে, লিখে দিয়ে গেছেন, মেনে নিতে পারবে না ইত্যাদি।

তিনটি ধাতু সহযোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার গঠনবিন্যাস খানিকটা ভিন্ন। সাধারণত যৌগিক ক্রিয়া একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং আরেকটি সমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে গঠিত হয়। কিন্তু তিনটি ধাতু সহযোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়াপদ দুটি মিলে একটি যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন করে অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে বসে। পরে তৃতীয় ক্রিয়াটি সহাকারী ক্রিয়া হিসেবে বসে গোটা ক্রিয়াগুচ্ছকে পুনরায় একটা যৌগিক ক্রিয়ার রূপ দেয়। এছাড়া রূপতাত্ত্বিক ও স্তরভেদে এই জাতীয় যৌগিক ক্রিয়ার বিন্যাসে রকমফের রয়েছে।

যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৫					**যৌগিক ক্রিয়ামূল**
১ম ধাতু	**বিভক্তি**	**২য় ধাতু**	**বিভক্তি**	**৩য় ধাতু**	
[বল্-	+ এ	যা-]	+তে	লাগ্-	বলে যেতে লাগ্-
[ধর্-	+ এ	নে-]	+ তে	হ-	ধরে নিতে হ-
[চল্-	+ এ	আস্-]	+ তে	পার্-	চলে আসতে পার্-

সারণি ৬.৫: তিনটি ক্রিয়া সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-১

এখানে প্রথম ধাতুর সঙ্গে '-এ' বিভক্তি, দ্বিতীয় ধাতুর সঙ্গে '-তে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-৬					**যৌগিক ক্রিয়ামূল**
১ম ধাতু	**বিভক্তি**	**২য় ধাতু**	**বিভক্তি**	**৩য় ধাতু**	
[দেখ্-	+ তে	যা-]	+ তে	হ-	দেখতে যেতে হ-

[খা-	+ তে	দে-]	+ তে	যা-	খেতে দিতে যা-
[বল্-	+ তে	দে-]	+ তে	হ-	বলতে দিতে হ-

সারণি ৬.৬: তিনটি ক্রিয়া সহযোগে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন-২

এই সংগঠনে প্রথম দুটি ধাতুর সঙ্গে '-তে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

তিনটি ধাতু সহযোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে দুটি স্তর থাকে। প্রথম স্তরে প্রথম দুটি উপাদান (ক্রি.১ ও ক্রি.২) যুক্ত হয়ে সাময়িক যৌগিকত্বের সৃষ্টি করে তা মুখ্য ক্রিয়ার ভূমিকা নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে তৃতীয় ক্রিয়া (সহকারী ক্রিয়া)-র সঙ্গে জুড়ে চূড়ান্ত যৌগিক ক্রিয়াটি তৈরি করে।

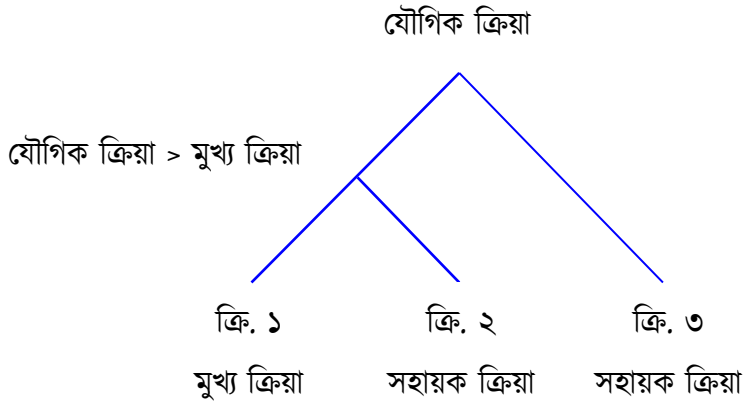

রেখাচিত্র ৬.২: তিনটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া

৬.৩.৩ চারটি ক্রিয়াপদ সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া

উপরের দুটি এবং তিনটি ক্রিয়াপদ যোগের তুলনায় তুলনামূলকভাবে চারটি ক্রিয়াপদ যোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার উভয়ই অল্প।

৯. গাছটা *কেটে ফেলা হতে পারে।*

১০. চিঠিটা তাকে *লিখে দেওয়া যেতে পারে।*

৬.৪ যৌগিক ক্রিয়া বনাম অনুক্রমিক ক্রিয়া

সাধারণত যৌগিক ক্রিয়ার সংগঠনে একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া পাশাপাশি অবস্থান করে গঠন করে। তবে ক্রিয়াগুলি পাশাপাশি বসলেই তারা সবসময় যৌগিক ক্রিয়া হয়ে যায় না। কোন কোন সময় তারা অনুক্রমিক ক্রিয়া (serial verb) বা অনুক্রমিক ঘটনা (serial of event) হয়। ফলত, যৌগিক ক্রিয়া নাকি অনুক্রমিক ক্রিয়া তা নিয়ে অনেক সময় একটি দ্বন্দ্ব দেখা যেতে পারে। উদাহরণ:

১১. ছেলেটা *পড়ে গেল।*

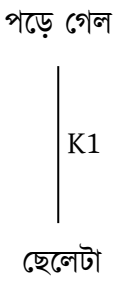

বৃক্ষচিত্র ৬.১: যৌগিক ক্রিয়া বনাম অনুক্রমিক ক্রিয়া ১

১২. ছেলেটা *পড়ে* (বাড়ি) *গেল।*

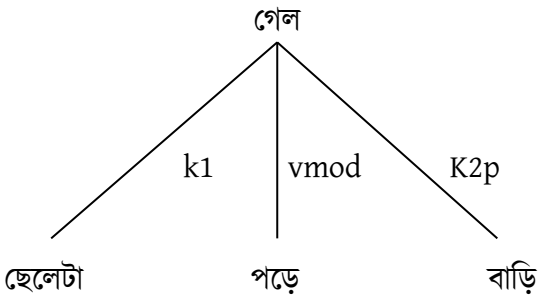

বৃক্ষচিত্র ৬.২: যৌগিক ক্রিয়া বনাম অনুক্রমিক ক্রিয়া ২

অনেক সময় লেখার ভাষায় ক্রিয়ার যৌগিকত্ব বিষয়ে ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। কারণ এখানে 'পড়ে' একই উচ্চারণের আলাদা দুটি ক্রিয়া (Fall এবং Read) এই উদাহরণ দুটিতে আছে। বাক্য দুটিতে 'পড়ে' এবং 'গেল' ক্রিয়াপদ দুটি পাশাপাশি বসে প্রথম বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া (compound verb) এবং দ্বিতীয় বাক্যে অনুক্রমিক ক্রিয়া (serial verb) হয়েছে। দেখা যাচ্ছে দুটি ক্রিয়াপদ পাশাপাশি অবস্থান করলেও যৌগিক ক্রিয়া না হয়ে অনুক্রমিক ক্রিয়া হতে পারে। এর সমাধান খোঁজা জরুরি। আসলে আলাপ আলোচনা বা স্বাভাবিক কথাবার্তার সময় আমরা বাক্যের অনেক উপাদান বাদ দিয়ে মূল অংশটি বলে থাকি। বাদ দিতে দিতে এইরকম জটিল বাক্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাক্যের অনেক উপাদান বাদ দিয়ে বলায় প্রথম বাক্যের 'পড়ে' এবং 'গেল' ক্রিয়াপদ দুটিকে পাশাপাশি দেখে যৌগিক ক্রিয়া ভেবে বিভ্রান্তি হয়। কারণ 'পড়ে' এবং 'গেল' ক্রিয়াপদ দুটি যৌগিক ক্রিয়া গঠনে সক্ষম। যদি বাক্যটি এমন হত—'ছেলেটা পড়ে খেলল'। তাহলে কোন সমস্যা হতো না। কারণ, 'পড়ে' এবং 'খেলল' ক্রিয়াপদ দুটি যৌগিক ক্রিয়া গঠন করতে পারে না। এখনো পর্যন্ত যন্ত্র বা কম্পিউটারের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যৌগিক ক্রিয়া চেনানো চ্যালেঞ্জের মুখে। সেখানে দাঁড়িয়ে এই ক্রিয়া বা বাক্য এই চ্যালেঞ্জ পেরনোর পরবর্তী ধাপ। এর জন্য discourse বা pragmatics দেখা দরকার। এছাড়া কতকগুলি পরীক্ষা করা যেতে পারে—ক্রিয়ার কর্মত্ব, অর্থ, কারক সম্পর্ক ইত্যাদি।

৬.৫ যৌগিক ক্রিয়ায় উচ্চারণ বিরতির গুরুত্ব

১৩. রাম আমাকে ছবিটি **এঁকে দিল**।

১৪. রাম ছবিটি **এঁকে** আমাকে **দিল**।

প্রথম বাক্যের ক্রিয়া দুটি পাশপাশি দেখে যৌগিক ক্রিয়া না বলে উপায় নেই। কারণ, উপাদান দুটি যৌগিক ক্রিয়া গঠনে সক্ষম। কিন্তু উপাদান দুটির মাঝে বাক্যের অন্য একটি উপাদান (আমাকে) এসে পড়লে তাদের যৌগিকত্ব বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। ধরা যেতে পারে, বক্তা এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি বলতে চেয়ে প্রথম বাক্যটি বলে ফেলেছেন। তাহলে তাদের যৌগিকত্ব হবে কিনা নির্ভর করছে বক্তার বলার

উপর। অর্থাৎ বলার সময় উপাদান দুটি ('এঁকে' এবং 'দিল')-র মাঝে দেওয়া বক্তার উচ্চারণ বিরতি। যৌগিক ক্রিয়ার মাঝে উচ্চারণ বিরতি কম থাকবে। উচ্চারণ বিরতি বেশি হলেই তাদের যৌগিকত্ব ফিকে হয়ে যেতে পারে। নতুন বাক্যের সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

৬.৬ সাধিত ধাতু ও যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কখনও কখনও মৌলিক ধাতু ছাড়াও সাধিত ধাতু সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

৬.৬.১ নামধাতু ও যৌগিক ক্রিয়া

সাধিত ধাতুগুলির মধ্যে নামধাতু সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া উদ্ভূত হতে পারে। যেমন—

১৫. রাজু বলটা **হাতিয়েছে**।

১৬. রাজু বলটা **হাতিয়ে নিল**।

উদাহরণে 'হাতিয়েছে' ক্রিয়াটির ধাতু হল 'হাতা-', যা একটি নামধাতু। দ্বিতীয় উদাহরণে 'হাতা' নামধাতুটি অসমাপিকা ক্রিয়া (ক্রিয়া.১) হয়ে 'নে-' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠন করেছে 'হাতিয়ে নিল' যৌগিক ক্রিয়াটি।

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি নামধাতু আছে যেগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ থেকে সরাসরি ক্রিয়া-রূপ ব্যবহার করে ক্রিয়াপদ হয়ে যায়। অন্যান্য ক্রিয়ার মতো তারাও যৌগিক ক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন—

১৭. লোকটি **ঘামছে**।

১৮. লোকটি **ঘেমে গেছে**।

এখানে প্রথম উদাহরণে 'ঘামছে' ক্রিয়ার মূল ধাতু আসলে 'ঘাম', যা নামপদ। এই বিশেষ্যপদটি সরাসরি ক্রিয়ার রূপ (morph) ব্যবহার করে নামপদ থেকে সরাসরি ক্রিয়াপদ গঠন করেছে। দ্বিতীয় বাক্যে এই ধাতুটি 'যা-' ধাতুর সহযোগে গঠন করেছে 'ঘেমে গেছে' যৌগিক ক্রিয়াটি।

৬.৬.২ ণিজন্ত ক্রিয়া যোগে যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার গঠনে অনেকসময় ণিজন্ত ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১৯. মা শিশুকে **পড়াচ্ছে**।

এই বাক্যে 'পড়াচ্ছে' ক্রিয়াটি ণিজন্ত ক্রিয়া। এখানে মা এবং শিশু উভয়েই কর্তা। 'মা' প্রযোজক কর্তা এবং 'শিশুকে' প্রযোজ্য কর্তা।

২০. মাষ্টারমশাই ছাত্রদের অঙ্কটি **বুঝিয়ে দিলেন**।

২১. মা বোনকে ভাত **খাইয়ে দিল**।

বাক্য দুটিতে 'বুঝিয়ে দিলেন' এবং 'খাইয়ে দিল' যৌগিক ক্রিয়া দুটির প্রথম ক্রিয়া দুটি—'বুঝিয়ে' এবং 'খাইয়ে' ণিজন্ত ক্রিয়া।

২২. মা শিশুকে আয়াকে দিয়ে ভাত **খাইয়ে নেওয়াল**।

এই বাক্যে 'খাইয়ে নেওয়াল' যৌগিক ক্রিয়ার উভয় উপাদানই ণিজন্ত ক্রিয়া। ণিজন্ত ক্রিয়াযোগে নির্মিত যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম উপাদানটি ণিজন্ত ক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়। দ্বিতীয় উপাদানটির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। যৌগিক ক্রিয়ায় ণিজন্ত ক্রিয়া থাকলে সহকারী ক্রিয়ার সংখ্যা কমে যাবে। অর্থাৎ সহকারী ক্রিয়ার তালিকা থেকে কিছু ক্রিয়া কমে যাবে। যেমন—'আছ্-', 'দাঁড়া-', 'ধর্-', 'পাঠা-', 'পড়্-', 'ফেল্-', 'বেরো-', 'বস্-' ইত্যাদি ধাতু ণিজন্ত ক্রিয়াযোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠনে অংশগ্রহণ করে না। এই গঠনে তারা সহকারী ক্রিয়ার তালিকায় থাকে না। দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

৬.৭ সমধাতু যোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়া

বাংলায় কিছু ব্যতিক্রমী যৌগিক ক্রিয়ার গঠন পাওয়া যায় যাদের অসমাপিকা এবং সমাপিকা—উভয় ক্রিয়াপদই একই ধাতুজাত। যেমন—

২৩. তাকে বইটি **দিয়ে দাও**।

২৪. সে আপেলটি **নিয়ে নিল**।

২৫. ছেলেরা পরীক্ষা শেষ হওয়ায় মনের আনন্দে **বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে**।

২৬. তোমাকে ডাক্তার **হতেই হবে**।

প্রথম উদাহরণটিতে 'দিয়ে দাও' যৌগিক ক্রিয়ার 'দিয়ে' এবং 'দাও' উভয় ক্রিয়াপদই 'দে-' ধাতুজাত। দ্বিতীয় উদাহরণে 'নিয়ে নিল' যৌগিক ক্রিয়ার 'নিয়ে' এবং 'নিল' উভয় ক্রিয়াপদের ধাতু 'নে-'। অনুরূপভাবে তৃতীয় উদাহরণে 'বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে' যৌগিক ক্রিয়ায় রয়েছে 'বেড়া-' ধাতু। একইভাবে চতুর্থ উদাহরণে রয়েছে 'হ-' ধাতুজাত যৌগিক ক্রিয়া 'হতেই হবে'। এই সংখ্যা খুবই সীমিত। এই রকম হাতে গোনা 'দে-', 'নে-', 'বেড়া-', 'হ-' সহ কিছু ধাতুগুলি সহযোগে সমধাতুজ যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হতে পারে।

৬.৮ উহ্য ক্রিয়া-বিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়া

বর্গীকরণের ভিত্তিতে (typologically) বাংলা 'copula dropped language', তাই 'আছ্-', 'হ্-' প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি বাক্যে অনেকসময় উহ্য থাকে। শুধু তাই নয় যৌগিক ক্রিয়াতেও এই অনুপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

উদাহরণ—

২৭. সে তোমার জন্য সেখানে তিন ঘন্টা ধরে **দাঁড়িয়ে**। (দাঁড়িয়ে রয়েছে—'রয়েছে' উহ্য)

২৮. পায়ের যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ **বসে**। (বসে আছি—'আছি' উহ্য)

এই উদাহরণ দুটিতে 'দাঁড়িয়ে' এবং 'বসে' ক্রিয়াপদ দুটি যৌগিক ক্রিয়ার অংশ। প্রথম বাক্যে 'দাঁড়িয়ে রয়েছে' যৌগিক ক্রিয়ার 'রয়েছে' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'বসে আছি' যৌগিক ক্রিয়ার 'আছি' ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। এই গঠন বাক্যের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি, তেমনি কিছু সমস্যারও জন্ম দেয়। অন্তত কম্পিউটার বা প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত সমস্যাদায়ক। এখনো পর্যন্ত প্রযুক্তির দ্বারা যৌগিক ক্রিয়াকে চেনানো চ্যালেঞ্জের বিষয়। সেখানে এই গঠনতো তার পরবর্তী ধাপ।

৬.৯ প্রায় অস্তিত্বহীন ক্রিয়ার যৌগিকত্ব গঠন

প্রযোগ বা ব্যবহারের দিক থেকে কয়েকটি ক্রিয়ার একক ব্যবহার অনেক কমে গেছে বা নেই বললেই চলে। তারা শুধু যৌগিক ক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে। তারা এককভাবে ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। যৌগিক ক্রিয়াতে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। যেমন—

২৯. সে কর্পূরের মতো **উবে গিয়েছে**।

এখানে 'উবে গিয়েছে' যৌগিক ক্রিয়ার অংশ হিসাবে 'উব্-' ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে এককভাবে এই ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায় না। এছাড়া—

৩০. আকাশ মেঘে **ছেয়ে গেল**।

৩১. দইটা **টকে গেছে**।

এই দুটি বাক্যের যৌগিক ক্রিয়াতেই 'ছেয়ে' ('ছা-' ধাতু) এবং 'টকে' ('টক্-' ধাতু) বসতে পারছে। বাক্যে এককভাবে এই ধাতু দুটি ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

৬.১০ বাচ্য পরিবর্তনে যৌগিক ক্রিয়া

আর এক ধরনের যৌগিক ক্রিয়ার গঠন দেখা যায়। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, এই প্রকার যৌগিকত্বকে অনেকে স্বীকার করেন আবার অনেকে অস্বীকারও করতে পারেন। তবে এই ধরনের গঠন কিছু তথ্য দেয়। যেমন—বাক্যটি কর্তৃবাচ্য (active) না কর্মবাচ্য (passive) সেই তথ্য দেয়। বাক্যে কর্তার ব্যাকরণগত চরিত্র নির্ধারিত হয় এর দ্বারা। বাক্য সম্পাদক কর্তার, ক্রিয়া সম্পাদক কর্তার চরিত্র ধরিয়ে দেয়।

উদাহরণ–

৩২. রামকে কাজের দায়িত্বটি **দেওয়া হল**। [দুটি ক্রিয়া যোগে]

৩৩. তাকে কথাটা **বলা হল**। [দুটি ক্রিয়া যোগে]

৩৪. কথাটা এভাবে **বলে দেওয়া যাবে না**। [তিনটি ক্রিয়া যোগে]

৩৫. তোমাকে আজ **নিয়ে যাওয়া যাবে না।** [তিনটি ক্রিয়া যোগে]

৩৬. এই কথাটা নিতাইকে **বলে দেওয়া যেতে পারে**। [চারটি ক্রিয়া যোগে]

৩৭. খেলতে গিয়ে তার সঙ্গে আমাদের **দেখা হয়ে যেতে পারে**। [চারটি ক্রিয়া যোগে]

৬.১০.১ উপকরণ লোপ

এই গঠনেও অনেকসময় শেষের উপাদানটি লোপ পায়। মাতৃভাষা ব্যবহারকারীদের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সাধারণত এই গঠনের শেষ উপাদান 'হ' ধাতু হলে তা অনেকসময় উহ্য থাকতে পারে। উদাহরণ–

৩৮. রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ **দেখা**। (দেখা হল – 'হল' উহ্য)

৩৯. যেমনি **বলা** অমনি কাজ। (বলা হল – 'হল' উহ্য)

৬.১১ যৌগিক ক্রিয়ার অর্থ বৈচিত্র্য

সাধারণত বাংলা যৌগিক ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থই প্রাধান্য পায় এবং শেষ ক্রিয়াপদটির আক্ষরিক অর্থ লোপ পায় কিন্তু প্রথম ক্রিয়াটির অর্থকে ত্বরান্বিত করে। তবে সব সময় এমনটা হয় না। অনেক সময় দ্বিতীয় বা শেষ ক্রিয়াটির অর্থও প্রাধান্য পায়। কোন কোন সময় দুটি ক্রিয়ার অর্থ প্রাধান্য পায়। আবার কখনো কখনো উভয় ক্রিয়ার আক্ষরিক অর্থ নিষ্ক্রিয় হয়ে নতুন অর্থ বয়ে আনে। যেমন—

৬.১১.১ প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থ প্রাধান্য

বাংলা যৌগিক ক্রিয়ার সাধারণ গঠন অনুযায়ী প্রথম ক্রিয়াপদটির (ক্রি.১) অর্থই প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় বা শেষ ক্রিয়াটি (ক্রি.২) তার সহকারী। তার নিজস্ব অর্থ লোপ পায় কিন্তু প্রথম ক্রিয়াটিকে বিশেষায়িত করে। তুলনামূলকভাবে এই গঠনের যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার মাত্রাই বেশি। উদাহরণ-

৪০. গাড়িটি মাঝরাস্তায় **দাঁড়িয়ে পড়ল**।

৪১. রতন গোটা তরমুজটি **খেয়ে ফেলল**।

৪২. সে একটুতেই **রেগে যাচ্ছে**।

উদাহরণগুলিতে ‘দাঁড়িয়ে পড়ল’, ‘খেয়ে ফেলল’, ‘রেগে যাচ্ছে’ যৌগিক ক্রিয়াগুলির প্রথম ক্রিয়া (ক্রি.১) যথাক্রমে ‘দাঁড়িয়ে’, ‘খেয়ে’, এবং ‘রেগে’-র অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে। দ্বিতীয় ক্রিয়ার আক্ষরিক অর্থ লুপ্ত। তারা মূল ক্রিয়াতে বাড়তি অর্থ যোগান দিচ্ছে।

কখনও কখনও দ্বিতীয় ক্রিয়া (ক্রি.২)-র প্রভাবে প্রথম ক্রিয়া (ক্রি.১)-র অর্থই পরিবর্তিত হতে পারে।

উদাহরণ—

৪৩. তিনি ছাত্রদের বেত দিয়ে **মারতেন**।

৪৪. নিতাই বিমলকে **মেরে দিল**।

৪৫. জমি বিবাদে সিধু তার কাকাকে **মেরে ফেলল**।

প্রথম উদাহরণের 'মারা' ক্রিয়াটির আক্ষরিক অর্থ (hit) দ্বিতীয় বাক্যে প্রসঙ্গ অনুযায়ী 'আঘাত করা' বা 'হত্যা করা' হতে পারে। তৃতীয় বাক্যে অর্থের নিশ্চিত পরিবর্তন (আঘাত করা > হত্যা করা) ঘটেছে। এক্ষেত্রে যৌগিক ক্রিয়া অর্থ নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে।

৬.১১.২ দ্বিতীয় ক্রিয়ার অর্থ প্রাধান্য:

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যৌগিক ক্রিয়ায় সাধারণত দ্বিতীয় ক্রিয়া (ক্রি.২)-র অর্থ লোপ পায়। কিন্তু, অনেক সময় বিপরীত ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন—দ্বিতীয় ক্রিয়া (ক্রি.২)-র অর্থ বজায় থাকে আর প্রথম ক্রিয়া (ক্রি.১)-র অর্থ লোপ পায়। এই ধরনের গঠন একেবারে সীমিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

৪৬. মোহনদা তার হারানো সম্পত্তি **ফিরে পেয়েছে**।

৪৭. বরযাত্রী **চলে এসেছে**।

৪৮. আর কয়েকবছর পর এখান থেকে আমিও **চলে যাব**।

বাক্যগুলিতে 'ফিরে পেয়েছে', 'চলে এসেছে' এবং 'চলে যাব' যৌগিক ক্রিয়াগুলির দ্বিতীয় ক্রিয়া (ক্রি.২) যথাক্রমে 'পেয়েছে', 'এসেছে' এবং 'যাব'-র অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। আর প্রথম ক্রিয়া (ক্রি.১) 'ফিরে', 'চলে' ক্রিয়াপদগুলির আক্ষরিক অর্থ বিলুপ্ত হয়েছে। এই গঠন পরিচিত যৌগিক ক্রিয়া গঠনের বিপরীত একটি গঠন।

৬.১১.৩ দুটি ক্রিয়ারই অর্থ প্রাধান্য:

বাংলার কোনও কোনও যৌগিক ক্রিয়ায় দুটি ক্রিয়ারই (ক্রি.১ ও ক্রি.২) অর্থ বজায় থাকে। যেমন—

৪৯. চোরটি পুলিশের তাড়া খেয়ে সাঁতরেই নদীটি **পেরিয়ে গেল**।

৫০. আকাশের দিকে **তাকিয়ে দেখ**।

৫১. তারা বিকেলের আগেই পাহাড় থেকে **নেমে এল**।

উদাহরণগুলির 'পেরিয়ে গেল' যৌগিক ক্রিয়ার 'পেরনো' ও 'যাওয়া', 'তাকিয়ে দেখ' যৌগিক ক্রিয়ার 'তাকানো' ও 'দেখা' এবং 'নেমে এল' যৌগিক ক্রিয়ার 'নামা' ও 'আসা' প্রত্যেকটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়া—

৫২. মৃতদেহটি দু'দিন পর **ভেসে উঠল**।

৫৩. ক্লাবের ছেলেরাই প্রথমে **দৌড়ে গেল**।

৫৪. মহিলাটি বাড়ি ছেড়ে **বেরিয়ে গেছে**। (সমাজতাত্ত্বিক অন্য অর্থ থাকতে পারে)

এইরকম—হাতিয়ে নিল, উঠে দাঁড়াল, তুলে রাখ, পেরিয়ে এল, পেরিয়ে গেল, ঘুরে যান, এগিয়ে গেল ইত্যাদি।

৬.১১.৪ উভয় ক্রিয়ার অর্থ নিষ্ক্রিয় এবং নতুন অর্থ উদ্ভব

কোনও কোনও যৌগিক ক্রিয়ার দুটি ক্রিয়ার (ক্রি.১ ও ক্রি.২) কোন ক্রিয়ারই আক্ষরিক অর্থ সক্রিয় থাকে না। উভয়ে মিলে নতুন অর্থ উৎপাদন করে। যেমন—

৫৫. শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের **জাগিয়ে তুললেন**।

এই বাক্যে 'জাগিয়ে তুললেন' যৌগিক ক্রিয়াটির 'জাগানো' এবং 'তোলা' কোন ক্রিয়ার অর্থই সক্রিয় নেই। নতুন অর্থ 'উদ্বুদ্ধ করা'।

৫৬.করোনায় অনেক মেশিন **পড়ে থেকে বসে গেছে**।

অ। 'পড়ে থেকে' – এখানে 'পড়া' ক্রিয়ার মূল অর্থই বজায় নেই। নতুন অর্থ 'ব্যবহার না হওয়া' অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে 'থাক্-' ধাতু।

আ। 'বসে যাচ্ছে' – এখানেও 'বসা' এবং 'যাওয়া' উভয় ক্রিয়ার অর্থ লোপ পেয়ে তৈরি হয়েছে নতুন অর্থ 'খারাপ হওয়া'।

৫৭.তারা সুযোগ বুঝে **কেটে পড়ল**।

এই বাক্যেও 'কেটে পড়ল' যৌগিক ক্রিয়ার 'কাটা' এবং 'পড়া' উভয় ক্রিয়ার অর্থ লোপ পেয়ে তৈরি হয়েছে নতুন অর্থ 'নিজেদের বাচাঁনো'। এগুলি অনেকটা আলংকারিক (Metaphoric) ব্যবহার।

৬.১২ যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়ার ধাত্বর্থ ও পরিপূরক উপাদান

প্রতিটি ক্রিয়ার ধাতুপ্রকৃতি বা ক্রিয়ামূলের নিজস্ব পরিপূরক উপাদান সংগঠন (argument structure) থাকে। অর্থাৎ, বাক্যে একটি ক্রিয়া কটি উপাদান নেবে এবং সেগুলির অর্থ-অন্বয়তাত্ত্বিক অর্থাৎ, কারক সম্পর্ক কেমন হবে তা নির্ভর করে ধাতুটির চরিত্রের ওপর। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয় দুটি পৃথক ধাতুজাত ক্রিয়া নিয়ে। সুতরাং বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে দুটি ক্রিয়ার যুক্তিগুলির রূপরেখাটি কেমন হবে তা ভাবনার বিষয়। দুটি ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠনই বজায় থাকে, নাকি মূল ক্রিয়ার চরিত্র অনুযায়ী আবশ্যিক উপাদানগুলি বসে, নাকি সহায়ক ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠনের ওপর নির্ভর করে বাক্যে কটি উপাদান ব্যবহৃত হবে তা অনুসন্ধানের বিষয়। দুটি ধাতু নিয়ে যে যৌগিক ক্রিয়ামূল তৈরি হয় সেখানেই তার যুক্তি সংগঠন স্থির হয়ে যায়। বাক্যে এই যৌগিক ক্রিয়ামূলটি

ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হলে সেই অনুসারে উপাদানগুলিকে আহ্বান করে। যেমন—'কাঁদ্-' এবং 'ওঠ্-' ধাতু দুটির সংমিশ্রণে 'কেঁদে ওঠ্-' যৌগিক ক্রিয়ামূল তৈরি হয়। এটি বাক্যে ব্যবহৃত হলে সেটির যুক্তি সংগঠন হয়—

৫৮.খোকা কেঁদে উঠল।

এই বাক্যে একটিই আবশ্যিক উপাদান রয়েছে; সেটি হল—'খোকা' (কর্তা)। 'কেঁদে উঠল'—এই ক্রিয়াজোটের দুটি ক্রিয়ামূলই (কাঁদ্- এবং ওঠ্-) অকর্মক, এবং যৌগিক ক্রিয়ামূলটিও অকর্মক। সেই অনুসারে বোঝার উপায় নেই কোন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেল। লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'ওঠ্-' ক্রিয়াটি অকর্মক হলেও এই ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠন বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় দুটি আবশ্যিক উপাদান—একটি কর্তা এবং আরেকটি স্থানবাচক উপাদান (অধিকরণ)। কিন্তু এখানে সহায়ক 'ওঠ্-' ক্রিয়াটির 'স্থানবাচক উপাদান' যুক্তিটির অবলুপ্তি ঘটেছে। একইভাবে—

৫৯.কাবেরী কেঁদে ফেলল।

এই বাক্যে 'কেঁদে ফেলল' যৌগিক ক্রিয়াপদের একটি ক্রিয়া অকর্মক (কাঁদ্-) এবং অপরটি সকর্মক (ফেল্-)। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ামূল 'কেঁদে ফেল্-'-র কর্মকত্ব অকর্মক। এছাড়া 'ফেল্-' ক্রিয়ার কর্তা, কর্ম ছাড়াও আরও দুটি উপাদান আবশ্যিক; তা হল বিষয় (theme) এবং স্থানাবাচক উপাদান (location)—যার অস্তিত্ব এখানে নেই। সুতরাং, এখানেও সহায়ক ক্রিয়ার (ফেল্-) যুক্তি সংগঠনের আংশিক অনুপস্থিত। কিন্তু যদি বলা হয়—

৬০.কাবেরী সকলের সামনে কেঁদে ফেলল।

এই বাক্যে 'সকলের সামনে'—স্থানবাচক উপাদানটি বাক্যে বসেছে। এই যুক্তিটি আসলে 'ফেল্-' ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠনে থাকা সেই স্থানবাচক উপাদানটি। এখানে এই উপাদানটি ইপ্সিত। তবে যৌগিক ক্রিয়ামূলটি অকর্মকই থেকে গেল। তার কোনও বদল হয়নি। একইভাবে—

৬১. সায়ন সরভাজাটা খেয়ে নিয়েছে।

—এখানে 'নে-' ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠনের 'উৎস' (অপাদান) উপাদানটির বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু

৬২. সায়ন সরভাজাটা পিসিমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।

৬৩. সায়ন অংকটা সহেলীর কাছ থেকে জেনে নিয়েছে।

দুটি বাক্যেই কর্তা এবং কর্ম ছাড়াও একটি আবশ্যিক উপাদান রয়েছে—(উৎস) অপাদান। আর দুটি বাক্যের যৌগিক ক্রিয়ারই সহারক ক্রিয়া 'নে-'। প্রথম বাক্যের 'চা-' এবং 'নে-'—উভয় ক্রিয়ারই আবশ্যিক উপাদান 'উৎস'। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের 'জান্-' ক্রিয়ার আবশ্যিক উপাদান কর্তা এবং কর্ম; কিন্তু 'উৎস' নয়। এই উপাদান (উৎস)-টি 'নে-' ক্রিয়ার আবশ্যিক উপাদান। সুতরাং দেখা গেল, সহায়ক ক্রিয়ারও যুক্তি সংগঠন যৌগিক ক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একইরকম ক্রিয়া 'খুলে নেওয়া-'। অনুরূপভাবে—

৬৪. বাপ্পা কাকলিকে ছবিগুলো এঁকে দিয়েছে।

এখানে কর্তা ছাড়াও দুটি কর্ম (কাকলিকে এবং ছবিগুলো) রয়েছে। আর ধাতুপ্রকৃতি অনুযায়ী 'দে-' দ্বিকর্মক ক্রিয়া। সুতরাং এখানেও সহায়ক ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠন অনুযায়ী যৌগিক ক্রিয়ার আবশ্যিক উপাদান বসেছে। আবার,

৬৫. বৃষ্টিতে মাটিগুলো ধুয়ে গেছে।

এখানে তো সহায়ক ক্রিয়ার কর্মকত্ব অনুযায়ী যৌগিক ক্রিয়ার কর্মকত্ব নির্ধারিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যৌগিক ক্রিয়ার যুক্তি সংগঠন একরৈখিক নয়। এর বহু মাত্রা ও নানান দিক রয়েছে। তবে যৌগিক ক্রিয়ায় সহায়ক ক্রিয়ার তুলনায় মূল ক্রিয়ার অর্থ এবং যুক্তি সংগঠনে

বেশিরভাগ স্থান দখল করে রয়েছে। তবে এক বিশেষ শ্রেণির ক্রিয়া রয়েছে যেগুলি মূল ক্রিয়া হিসাবে যৌগিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলে সহায়ক ক্রিয়াগুলি যুক্তি সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কর্মকত্বের বিচারে সেগুলি অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়া। অর্থাৎ, একই ধাতুজাত ক্রিয়া কখনও অকর্মক এবং কখনও সকর্মক ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

৬৬.পাঁচিলটা ভেঙে পড়ল।

৬৭.(তারা) পাঁচিলটা ভেঙে দিল।

উপরের বাক্য দুটির প্রতিটিতেই যৌগিক ক্রিয়ার মূল ক্রিয়া হিসাবে রয়েছে 'ভাঙ্-' ধাতু। এই বাক্য দুটিতে 'পাঁচিলটা' কর্তা নাকি কর্ম তা নির্দেশিত হয় উক্ত বাক্যের যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়া দ্বারা। যেমন—প্রথম বাক্যের 'ভেঙে পড়ল' যৌগিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়া হিসাবে রয়েছে 'পড়্-' যা একটি অকর্মক ধাতু। সেই সূত্রে গোটা যৌগিক ক্রিয়ার কর্মকত্ব হয়ে যায় অকর্মক। ফলে প্রথম বাক্যের 'পাঁচিলটা' পদটি নিশ্চিতভাবে কর্তা। অনুরূপভাবে '-দে-' ধাতুটি সকর্মক। সেই সূত্রে 'ভেঙে দিল' যৌগিক ক্রিয়ার কর্মকত্ব সকর্মক। সেজন্য দ্বিতীয় বাক্যের কর্তা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক 'পাঁচিলটা' পদটি কর্ম রূপে থাকে। ফলত সহকারী ক্রিয়ার ধাত্বর্থ দ্বারা নির্দেশিত হয় মূল তথা যৌগিক ক্রিয়ার কর্মকত্ব। এইভাবে—

ক্রম	অকর্মক যৌগিক ক্রিয়ামূল	সকর্মক যৌগিক ক্রিয়ামূল
১.	আটকে আছ্-,	আটকে দে-,
২.	কেটে যা-,	কেটে ফেল্-,
৩.	জুড়ে র-,	জুড়ে নে-,
৪.	লুকিয়ে পড়্-,	লুকিয়ে রাখ্-,

সারণি ৬.৭: সহায়ক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ামূলের কর্মকত্ব

উপরের 'অকর্মক যৌগিক ক্রিয়ামূল' স্তম্ভে যে যৌগিক ক্রিয়ামূলগুলি রয়েছে তার সহকারী ক্রিয়াগুলি (আছ্-, যা-, র-, পড়্-) অকর্মক। এই সহকারী ক্রিয়ার প্রভাবে পুরো যৌগিক ক্রিয়ার যৌগিকত্ব অকর্মক হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে 'অকর্মক যৌগিক ক্রিয়ামূল' অংশে যে যৌগিক ক্রিয়ামূলগুলি রয়েছে তার সহকারী ক্রিয়াগুলি (দে-, ফেল্-, নে-, রাখ্-) সকর্মক। এরই প্রভাবে যৌগিক ক্রিয়ার যৌগিকত্ব সকর্মক হয়েছে।

তবে ব্যতিক্রম রয়েছে কিছু। যখন সহকারী ক্রিয়ার দ্বারা মূল ক্রিয়ার অর্থে চলমানতার অর্থ যুক্ত হয় তখন মূল ক্রিয়া সকর্মক বা অকর্মক উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন—ভেঙে যা-, কেটে চল্- ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়ামূলে 'চল্-', 'যা-' জাতীয় সহকারী ধাতুগুলি চলমানতার অর্থে ব্যবহৃত হলে যৌগিক ক্রিয়ার কর্মকত্ব অকর্মক বা সকর্মক উভয়ই হতে পারে। তবে সহকারী ক্রিয়ার ধাত্বর্থ এই ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি রক্ষিত হয়।

৬.১৩ যৌগিক ক্রিয়ার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ

সংগৃহীত উপাদানগুলি তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে বাংলা ভাষার প্রায় সমস্ত ধাতুজাত ক্রিয়াই যৌগিক ক্রিয়ামূলের প্রথম স্থানে বসতে পারে; তবে সমস্ত ধাতু এই জাতীয় ক্রিয়ার দ্বিতীয় স্থানে বসতে পারে না। নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাতুই যৌগিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় ক্রিয়ার অর্থাৎ, সহায়ক ক্রিয়া (subsidiary verb) স্থানে বসতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে পূর্বের গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানীগণ আলোচনা করেছেন। সকলে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক সহায়ক ক্রিয়ার কথা বলেছেন। যেমন—অধ্যাপক পবিত্র সরকার (১৯৭৫, ২০১২) বলেছেন ২১টি (আছ্-, আন্-, আস্-, ওঠ্-, চল্-, ছাড়্-, তোল্-, থাক্-, দাঁড়া-, দে-, দেখ্-, নে-, পড়্-, পা-, বস্-, বেড়া-, ফেল্-, যা-, র-, রাখ্-, লাগ্-), অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (১৯৯৩) বলেছেন ১৭টি ((ক্রি + এ): আস্-, ওঠ্-, চল্-, যা-, তোল্-, থাক্-, দে-, দেখ্-, নে-, পড়্-, ফেল্-, বস্-, মর্-, রাখ্-; (ক্রি + তে): যা-, থাক্-, দে-, পা-, লাগ্-, হ-, পার্-) এবং অধ্যাপিকা

সোমা পাল (২০১০) ১৫টি (আস্-, আন্-, ওঠ্-, চল্-, তোল্-, দে-, নে-, পড়্-, পাঠা-, ফেল্-, বস্-, বেড়া-, মর্, রাখ্-, যা-) সহায়ক ক্রিয়ার কথা বলেছেন।

এই গবেষণার জন্য সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উক্ত সহায়ক ক্রিয়াগুলি ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত সহায়ক ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেগুলিকে যৌগিক ক্রিয়ামূলের গঠন অনুযায়ী দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হল। '-এ' প্রত্যয় যুক্ত অসমাপিকা

ক্রম	অসমাপিকা ক্রিয়া	সহকারী ক্রিয়া	সংখ্যা
১.	ধাতু + এ	আছ্-, আন্-, আস্-, ওঠ্-, খা-, চল্-, ছাড়্-, জুট্-, তুল্-, থাক্-, দাঁড়া-, দে-, দেখ্-, ধর্-, নে-, পড়্-, পা-, পাঠা-, পার্-, ফেল্-, বস্-, বেড়া-, বেরা-, ভাস্-, মর্-, মার্-, যা-, র-, রাখ্-,	২৯
২.	ধাতু + তে	(আছ্-, আস্-, ওঠ্-, চল্-, চা-, জান্-, থাক্-, দে-, নাম্-, নে-, পা-, পার্-, বস্-, যা-, লাগ্-, শেখ্-, হ-)	১৭
৩.	উভয় (ধাতু+এ/ ধাতু+তে)	(আছ্-, আস্-, ওঠ্-, চল্-, থাক্-, দে-, নে-, পা-, পার্-, বস্-, যা-, হ-)	১৩
৪.	মোট	আছ্-, আন্-, আস্-, ওঠ্-, খা-, চা-, চল্-, ছাড়্-, জুট্-, তুল্-, থাক্-, দাঁড়া-, দে-, দেখ্-, ধর্-, নাম্-, নে-, পড়্-, পা-, পাঠা-, পার্-, ফেল্-, বস্-, বেড়া-, বেরা-, ভাস্-, মর্-, মার্-, যা-, র-, রাখ্-, লাগ্-, হ-	৩৩

সারণি ৬.৮: সহায়ক ক্রিয়ার সংখ্যা

উপরের তালিকায় (১) নং ক্রমে ধাতুর সঙ্গে '-এ' যুক্ত রীতিটির মধ্যে পুরাঘটিত ক্রিয়া সম্পাদনের বিষয়টি রয়েছে। সেই পুরাঘটিত অসমাপিকা ক্রিয়ার উত্তর যে ধাতুগুলি যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠন

করে তা উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া উদ্দেশ্য বা নিমিত্তমূলক (purposive) '-তে' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে যে ধাতুগুলি যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠনে সহায়তা করে সেগুলি আছে ক্রমিক নং (২) সারিতে। কিছু সহায়ক ক্রিয়া রয়েছে যেগুলি '-এ' এবং '-তে' যুক্ত উভয় অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন করতে সক্ষম সেগুলি সংখ্যায় কত তা ক্রমিক নং (৩) সারিতে রয়েছে। আর এই দুই প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যে ধাতুগুলি জুড়ে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠনে ভূমিকা পালন করে তার সর্বমোট সংখ্যা রয়েছে (৪) নং সারিতে। উদাহরণ:

[ধাতু + এ] + ধাতু: ২৯

বসে আছ্-	ঘুরে দাঁড়া-	বেঁকে বস্-
কিনে আন্-	রেখে দে-	ঘুরে বেড়া-
নেমে আস্-	ভেবে দেখ্-	ফুটে বেরা-
চেঁচিয়ে ওঠ্-	তুলে ধর্-	কেঁদে ভাস্-
জ্বালিয়ে খা-	খেয়ে নে-	খেটে মর্-
লিখে চল্-	উঠে পড়্-	পিষে মার্-
দেখে ছাড়্-	খুঁজে পা-	পড়ে যা-
এসে জুট্-	ডেকে পাঠা-	লুকিয়ে র-
গড়ে তোল্-	বলে পার্-	পুষে রাখ্-
শুয়ে থাক্-	বলে ফেল্-	

[ধাতু + তে] + ধাতু: ১৭

বলতে আছ্-	দেখতে আস্-	বলতে ওঠ্-

আসতে চল্-	খেলতে নাম্-	শুতে যা-
শুনতে চা-	খেতে নে-	হাসতে লাগ্-
লিখতে জান্-	দেখতে পা-	বলতে শেখ্-
চলতে থাক্-	আসতে পার্-	যেতে হ-
পাড়তে দে-	পড়তে বস্-	

৬.১৪ সহকারী ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

যৌগিক ক্রিয়ার অর্থতাত্ত্বিক বিষয়টি বৈচিত্র্যে ভরা। এখানে সাধারণত মূল ক্রিয়ার অর্থ বজায় থাকে আর সহকারী ক্রিয়ার আভিধানিক অর্থ লোপ পায় এবং নতুন অর্থ উদ্ভূত হয় যা প্রথম ক্রিয়ার অর্থে সংযোজিত হয়। ব্যতিক্রম হিসেবে কখনও কখনও সহকারী ক্রিয়ার অর্থ প্রাধান্য পায়। আবার কখনও কখনও উভয় ক্রিয়ার অর্থ লোপ পায় এবং যৌগিক ক্রিয়ার নতুন অর্থ উদ্ভূত হয়। বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে সহকারী ক্রিয়ার অর্থবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করে দেখা হবে সহকারী ক্রিয়াগুলি যৌগিক ক্রিয়ার কীরকম অর্থ সংযোজন করে থাকে। তবে অর্থ সংযোজনের বিষয়টি একরৈখিক নয়। কারণ, যৌগিক ক্রিয়ার কোনও কোনও সহায়ক ক্রিয়া একটি অর্থ সংযোজন করে। যেমন—আন্-, ভাস্-, মার্- ইত্যাদি। কোনও কোনও কখনও সহায়ক ক্রিয়া আবার একাধিক অর্থ সংযোজন করতে সক্ষম। যেমন—আস্-, ওঠ্-, যা- ইত্যাদি। এখানে (ধাতুর সঙ্গে) '-এ' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে যে সহায়ক ক্রিয়াগুলি জুড়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে সেগুলির অর্থ বিবেচনা করা হবে।

	সহকারী ধাতু	**উদ্ভূত অর্থ**	**উদাহরণ**
১.	**আছ্-**	স্থায়িত্ব বা নিত্যতা-দ্যোতক	• ছেলেরা মাঠে বসে আছে। • তিনি রেগে আছেন।

			• তারা আনন্দে মেতে আছে। • কয়েকজন জেগে আছে।
২.	**আন্-**	সমাপ্তিসূচক	• বইটা ফুটপাথ থেকে কিনে এনেছি। • পুলিশ চোরটাকে ধরে আনল। • কাকা কাজুবাদাম নিয়ে এনেছিল। •
৩.	**আস্-**	পৌনঃপুনিকতা	• তারা দশ বছর ধরে নিরামিষ খেয়ে আসছে। • তিনি ছোট থেকেই লিখে আসছেন।
		চলমানতা	• তিনি কথাটা পই পই করে বলে আসছেন।
		পরণতিলাভ	• আমগুলো পেকে এসেছে। • অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে।
		সম্পূর্ণতা-বোধক	• লোকগুলো ফিরে এসেছে। • স্যার চলে আসবেন।
		নিশ্চয়তা-বোধক পরিণতি	• সে অনুপমকে বইটা দিয়ে এসেছে। • আজ সবাই উপন্যাসটা পড়ে এসেছে।
৪.	**ওঠ্-**	আকস্মিকতা	• স্বপ্না লোকটিকে দেখে চমকে উঠল। • পাশের বাড়ির কাকিমা কেন চেঁচিয়ে উঠলেন?
		আকস্মিক সূচনা	• গল্পটা শুনে সকলে হেসে উঠল। • ক্লাস চলাকালীন তার মোবাইলটা বেজে উঠল।

		সমাপ্তিসূচক	• সে এইমাত্র খেয়ে উঠল। • একটু আগে পড়ে উঠলাম।
		ধারাবাহিকতা, ক্রমশ	• সেখানে একটি মন্দির গড়ে উঠছে। • এবার গাছগুলি বেড়ে উঠবে।
৫.	**খা-**	সমাপ্তি: ক্রিয়া-সম্পাদক অভিমুখী	• ক্লাবের ছেলেগুলো জ্বালিয়ে খেল। • পঞ্চায়েত প্রধান রাস্তার টাকাগুলো লুটে খেয়েছে।
৬.	**চল্-**	ঘটমানতা	• সে তখন থেকে কেঁদে চলেছে। • নদীর জলে কাঠগুলি ভেসে চলেছে। • ছেলেটা পরীক্ষার শুরু থেকে টুকে চলেছে। • তিনি ইদানীং রাজনীতি এড়িয়ে চলেন। • সে বাবা-মায়ের কথা মেনে চলে।
৭.	**ছাড়্-**	জোরপূর্বক সমাপ্তি	• সে বলটা কিনে নিয়ে ছাড়ল। • তারা ঘরে ঢুকে ছাড়ল। • তারা ব্যারিকেড ভেঙে ছাড়ল।
৮.	**জোট্-**	সংযোগ	• পঙ্গপালের দল এসে জুটেছে।
৯.	**তোল্-**	ধারাবাহিকতা সূচক পূর্ণতা	• মা শিশুকে জাগিয়ে তুললেন। • তারা লোকটিকে ঠেলে তুলল। • তিনি ফুলের বাগানটি গড়ে তুলেছেন। • ডাক্তার রোগীকে সারিয়ে তুলেছেন।

১০.	**থাক্-**	অভ্যাস বা নিত্যতা দ্যোতক	• পলাশ রোজ ডিম সেদ্ধ খেয়ে থাকে। • তারা প্রতি মাসে এখানে এসে থাকে।
		স্থিতিশীল দ্যোতক	• লোকগুলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। • মোমবাতিগুলো তিন ঘন্টা জ্বলে থাকে।
১১.	**দাঁড়া-**	সম্পূর্ণতা জ্ঞাপক	• তিনি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। • কথাটা শুনে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। • মাস্টারমশাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। • তখন সবাই উঠে দাঁড়াল।
১২.	**দে-**	সম্পূর্ণতা	• সে কাগজগুলো ফেলে দিল। • তারা বাড়িটা ভেঙে দিয়েছে।
		অপ্রত্যাশিত	• সে বঙ্কিমকে কথাটা বলে দিয়েছে। • লোকগুলো বাড়িটা ভেঙে দিল।
		অনিয়ন্ত্রণ	• ছেলেটা স্মরণসভায় হেসে দিল। • খুশির খবর শুনে সে কেঁদে দিয়েছে।
		পারঙ্গমতা’	• বাচ্চাটা মঞ্চে সুন্দর গেয়ে দিয়েছে। • লোকটা দুই প্লেট বিরিয়ানি একাই খেয়ে দিল।
১৩.	**দেখ্-**	বিচার করা	• তিনি বিষয়টা ভেবে দেখবেন। • সবাই ছেলেটাকে খুঁজে দেখেছে। • মাছের ঝোলটা একটু খেয়ে দেখ তো।
১৪.	**ধর্-**	জোরপূর্বক অধীনস্থ রাখা	• বাচ্চারা দাদুকে ঘিরে ধরেছে। • সে সুমনাকে দরজার সঙ্গে ঠেসে ধরেছে।

			• বন্ধু আমাকে জাপটে ধরল।
		গুরুত্ববোধক	• সে বিষয়টা সবার সামনে তুলে ধরল।
১৫.	**নে-**	পূর্ণতাবোধক	• সে নিজেকে গুটিয়ে নিল। • ভবানী সুকুমারের কাছ থেকে বলটা কেড়ে নিল।
		সমাপ্তি: ক্রিয়া-সম্পাদক অভিমুখী	• সে লোকটিকে চিনে নিয়েছে। • তারা দুপুরে ঘুমিয়ে নিল।
		অপ্রত্যাশিত	• সে ছবিটা দেখে নিয়েছে। • বেড়ালে দুধ খেয়ে নিয়েছে।
১৬.	**পড়ু-**	আকস্মিকতা	• পোড়ো বাড়িটা ভেঙে পড়ল।
		পূর্ণতাবোধক	• তারা এখনি এসে পড়বে। • সবাই বসে পড়েছে।
১৭.	**পা-**	সমাপ্তি: ক্রিয়া-সম্পাদক অভিমুখী	• সে পেনটা খুঁজে পেয়েছে। • পুলক বলটা কুড়িয়ে পেয়েছে। • আমি আর ভেবে পাচ্ছি না। • তাকে তোমরা আর ধরে পাবে না।
		নিশ্চয়তা-বোধক পূর্ণতা	• সে পেনটা খুঁজে পেয়েছে। • পুলক বলটা কুড়িয়ে পেয়েছে।
১৮.	**পাঠা-**	প্রেরণার্থক সমাপ্তি	• দাদা তোকে ডেকে পাঠিয়েছে। • তিনি তোমাকে এই চিঠিটা লিখে

			পাঠিয়েছেন।
১৯.	**পার্-**	সম্পাদন সামর্থ্য	• ছেলেটাকে আর বলে পারছি না।
২০.	**ফেল্-**	নিশ্চয়তা-বোধক সমাপ্তি	• সে গল্পটি পড়ে ফেলেছে। • তিলক সব প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেলেছে।
		অপ্রত্যাশিত	• সে কথাটা সবার সামনে বলে ফেলেছে। • জয় লোকটাকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে ফেলল।
		সক্ষমতা'	• পুলিশ আসামীকে ধরে ফেলেছে। • সে একমাসের কাজটা দশ দিনে করে ফেলল।
২১.	**বস্-**	সমাপ্তিসূচক	• বাচ্চাটা সবার মাথায় চড়ে বসেছে। • তিনি এখন বেঁকে বসলেন। • সে উল্টোপাল্টা ভেবে বসছে।
		অপ্রত্যাশিত	• সে কথাটা সবার সামনে বলে বসল। • সে চাকরির আশায় লোকটাকে টাকাগুলো দিয়ে বসল।
২২.	**বেড়া-**	ঘটমানতা	• টোটোন সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। • সে কথাটা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। • বাবলু ছাগল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।
২৩.	**বেরো-**	সমাপ্তি—উদ্ভূত	• মেয়েটির কথায় আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোল। • ব্যাঙের ছাতাগুলো দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

২৪.	**ভাস্-**	শেষ করা ও জানান দেওয়া	• মেয়েটা বাবার বকুনি খেয়ে কেঁদে ভাসিয়েছে।
২৫.	**মর্-**	ক্রিয়া-সম্পন্নতা	• চাকরির আশায় চাকরিপ্রার্থীরা কেঁদে মরছে। • বাবা খেটে মরে আর ছেলেরা সারাদিন মোবাইলে গেম খেলে। • শ্বশুরবাড়ির জ্বালায় মেয়েটা গুমরে মরে। • সে চাবিটা খুঁজে মরছে।
২৬.	**মার্-**	অতিসক্রিয়তা	• বাচ্চাটা মাকে জ্বালিয়ে মারছে। • তারা কুকুরটাকে পিটিয়ে মেরেছে।
২৭.	**যা-**	ঘটমানতা	• রাম কথাগুলো বলে যাচ্ছে। • সবাই কথাগুলো শুনে যাচ্ছে। • তিনি সকাল থেকে লিখে যাচ্ছেন।
		প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটা	• দরজাটা এঁটে গিয়েছে। • বৃদ্ধ লোকটি রাস্তায় পড়ে গেলেন। • তার মাথায় গাছের ডালটা ভেঙে পড়ল।
		নিশ্চয়তা-বোধক সমাপ্তি	• বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেল। • আত্মীয়রা চলে গিয়েছে। • সে এসে বইগুলো নিয়ে গেল।

		প্রারম্ভিকতা	• সবাই কাজে লেগে গেল।
২৮.	**র-**	স্থায়িত্ব বা নিত্যতা-দ্যোতক	• কুকুরগুলো রাস্তায় শুয়ে রয়েছে। • সে চাদর পরে রয়েছে
২৯.	**রাখ্-**	স্থাপন করা	• সে আজও রাগটা পুষে রেখেছে। • কাজটাকে কিছুটা এগিয়ে রেখেছি।

সারণি ৬.৯: সহায়ক ক্রিয়ার অর্থ

সপ্তম অধ্যায়:

সংযুক্ত ক্রিয়া

৭.০ সূচনা

একাধিক পদযুক্ত ক্রিয়ার অন্য প্রধান শাখাটির প্রথম উপাদান ধাতু নয়; বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ হতে পারে। অর্থাৎ, নামপদের সঙ্গে একটি ধাতু মিলিতভাবে একটি নতুন জটিল ক্রিয়ামূল গঠন করে। ক্রিয়া-উপাদানের গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। নতুন উদ্ভূত এই ক্রিয়াগুলিকে সংযোগমূলক ক্রিয়া (conjunct verb) বলা হয়। এই ধরনের ক্রিয়া একাধিক নামেও পরিচিত—যুক্ত ক্রিয়া, মিশ্র ক্রিয়া, সংযুক্ত ক্রিয়া ইত্যাদি। 'সংযুক্ত ক্রিয়া' নামটি এখানে গৃহীত হয়েছে। এই ক্রিয়ার ধাতু অংশটির সঙ্গে যাবতীয় ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী বাক্যে তা সমাপিকা ক্রিয়া কিংবা অসমাপিকা ক্রিয়া হিসাবে প্রযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই ক্রিয়াগুলির চরিত্র যৌগিক ক্রিয়ার সহায়ক ক্রিয়া থেকে ভিন্ন তাই সংযুক্ত ক্রিয়ার ধাতুগুলিকে অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (১৯৯৩) 'additive verb' বলেছেন। এর বাংলা তর্জমা হিসাবে 'সহযোগী ক্রিয়া' ব্যবহার করা হল। সংযুক্ত ক্রিয়ার নামপদগুলো প্রথম স্থানে এবং এর সঙ্গে গ্রহণযোগ্য ধাতুটি বসে ঠিক পরে। উভয়ের মধ্যে একটি আন্বয়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটিই পদগুচ্ছের আভ্যন্তরীণ অন্বয়, একটি বিশেষ ব্যাকরণগত সম্পর্ক অনুযায়ী পদগুলি অব্যবহিত গঠনমূলক উপাদানের (immediate constituent) অন্বয়ে আটকে থাকে। সাধারণত সংযুক্ত ক্রিয়ায় যে উপাদান এসে জুড়ে বসে সেটি ধাতুর সঙ্গে কর্মকারকের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। তবে ক্রিয়ামূলরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন আর সেই সম্পর্কটি থাকে না। যেমন ঘটে অব্যবহিত গঠনমূলক উপকরণগুলোর স্তরভিত্তিক গঠনের নিরসনে। যেমন—

১. তারা জঙ্গলে প্রবেশ করল।

২. ছেলেটি সাঁতার কাটছে।

উপরের প্রথম বাক্যে 'প্রবেশ' বিশেষ্য পদটি 'কর্-' ধাতুর সঙ্গে এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'সাঁতার' পদটি 'কাট্-' ধাতুর মিলে যথাক্রমে 'প্রবেশ কর্-' এবং 'সাঁতার কাট্-' সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠিত হয়েছে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বাক্যে প্রযুক্ত হওয়ার আগের স্তরে নামপদ দুটি 'কর্-' এবং 'কাট্-' ধাতুর কর্ম রূপে ছিল। কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার পর্যায়ে আর সংযুক্ত ক্রিয়ার উপাদানগুলির মধ্যে কর্মের সম্পর্কটি অবলুপ্ত হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে পদ দুটির সম্পর্ককে আর সংযুক্ত ক্রিয়া বলা যাবে না। বাংলা সংযুক্ত ক্রিয়া বিষয়ে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুকুমার সেন, অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত সহ একাধিক ব্যাকরণবিদ-ভাষাবিদগণ আলোকপাত করেছেন। শুধু তাই নয়, অব্যবহিত গঠনবাদী আলোচকদের দৃষ্টিতেও বিষয়টি যথাযথ ধরা পড়েছে।

তবে কেবল যে কর্মের সম্পর্কে পূর্বপদগুলি যুক্ত থাকে—এমনটা নয়। কর্ম ছাড়াও বিভিন্ন সম্পর্ক যুক্ত উপাদানগুলি এই ক্রিয়ার অংশ হয়। পরিসংখ্যানগতভাবে সেগুলি উল্লেখযোগ্য না হলেও ব্যবহারের কমতি নেই। যেমন—'অকূলে ভাস্-', 'উচ্ছন্নে যা-', 'কানে আস্-' প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াগুলিতে নামপদগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে অধিকরণ কারকের সম্পর্কে থাকে। তেমনি 'নাকে কাঁদ্-'—করণ কারক, 'চোখে হারা-'—অপাদান কারক প্রভৃতি সম্পর্কে সংযুক্ত ক্রিয়ার উপাদানগুলি জুড়ে থাকে। কর্মকারকের মতোই বাক্যে ব্যবহৃত হলে কারক সম্পর্কটির প্রাধান্য আর থাকে না।

লক্ষণীয়, উক্ত (১) এবং (২) নং উদাহরণে সংযুক্ত ক্রিয়ার পরিবর্তে 'ঢোক্-' এবং 'সাঁতরা-' ধাতুজাত ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্য গঠন করা যেত। অনেকাংশে এই রকম সংযুক্ত ক্রিয়ার পরিবর্তে সাধারণ ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্য গঠিত হয়। তাই একথা ঠিক, ভাষায় একপদী ক্রিয়ার অভাব দূর করতে এই ক্রিয়াগুলির উদ্ভব। তবে সব সময় এমনটা ঘটে তা নয়। যেমন—'অপেক্ষা কর্-', 'সাহায্য কর্-' ইত্যাদি ক্রিয়ার বিকল্প হিসাবে কোনও সাধারণ ক্রিয়া বর্তমান বাংলা ভাষায় নেই। তাই ক্ষেত্রবিশেষে সংযুক্ত ক্রিয়ার ব্যবহার ছাড়া উপায়ও নেই।

৭.১ সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠনোপকরণ

সাধারণত দুটি উপাদান সহযোগে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠিত হয়। প্রথমে একটি নামপদ এবং তার পরে থাকে একটি ক্রিয়া। উপরের উদাহরণগুলিতে মূলত প্রথম পদটি বিশেষ্য। এছাড়াও বাংলায় বিশেষণ সহ অন্যান্য উপাদানগুলিও ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন করে। বিষয়টি বহিঃকেন্দ্রিক পদসংগঠনের মধ্যে পড়ে। সম্মিলিতভাবে সেগুলিকে নিম্নের রীতিতে বর্ণনা করা যেতে পারে।

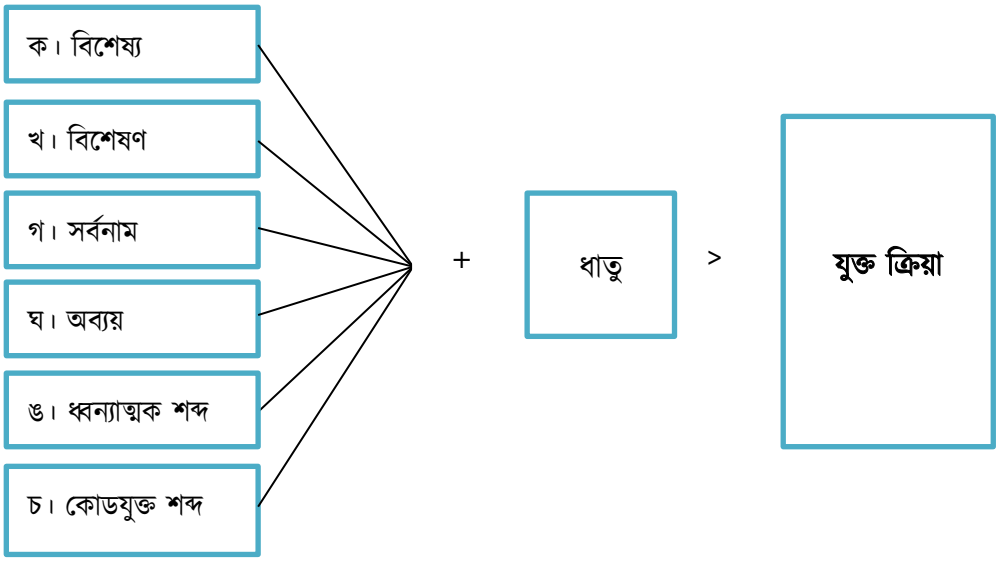

রেখাচিত্র ৭.১: সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠন

৭.১.১ বিশেষ্য + ধাতু:

সংযুক্ত ক্রিয়ায় ধাতু ছাড়া অন্য উপকরণগুলির মধ্যে যেগুলি নামপদ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বিশেষ্যবাচক শব্দ। যেমন—

সাহায্য কর্-,	চুরি কর্-,
অপেক্ষা কর্-,	নজরে আস্-,
সাক্ষাৎ কর্-,	সাঁতার কাট্- ইত্যাদি।

উপরের সংযুক্ত ক্রিয়ামূলের ‘সাহায্য’, ‘অপেক্ষা’, ‘সাক্ষাৎ’, ‘চুরি’, ‘নজরে’ এবং ‘সাঁতার’ হল বিশেষ্যবাচক শব্দ।

৭.১.২ বিশেষণ + ধাতু:

বিশেষ্য ছাড়াও সংযুক্ত ক্রিয়ায় বিশেষণমূলক শব্দ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

গরম কর্-,	ভালো লাগ্-,
নরম পড়্-,	লাল হ- ইত্যাদি।

উপরের সংযুক্ত ক্রিয়ামূলগুলির ‘গরম’, ‘নরম’, ‘ভালো’, ‘এবং ‘লাল’ হল বিশেষণমূলক শব্দ।

৭.১.৩ সর্বনাম + ধাতু:

কখনও কখনও সর্বনামও সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠনে ভূমিকা নেয়। যেমন—

আপন কর্-,	নিজের টান্-,
পর কর্-,	নিজের কর্- ইত্যাদি।

উপরের সংযুক্ত ক্রিয়ামূলগুলির ‘আপন’, ‘পর’ এবং ‘নিজের’ হল সর্বনাম।

কখনও কখনও সর্বনামের দ্বিত্বের ব্যবহারও দেখা যায়। সেগুলি বিভক্তিযুক্ত হলেও এই ক্রিয়া সংগঠনের মধ্যে পড়ে। যেমন—

আমি-আমি কর্-,	তুমি-তুমি কর-,
আমার আমার কর-,	তুই-তোকারি কর্- ইত্যাদি।

৭.১.৪ অব্যয় + ধাতু:

বিশেষ্য, বিশেষণ জাতীয় শব্দ ছাড়াও অব্যয় মূলত ‘কর্-’ ধাতুর সঙ্গে এক ধরনের সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন করে। যেমন—

চট্ কর্-,	ফট্ কর্-,
ঝপ্ কর্-,	ঢক্ কর্- ইত্যাদি।

এখানে ‘চট্’, ‘ফট্’ ‘ঝপ্’ এবং ‘ঢক্’ অব্যয়গুলি ‘কর্-’ ধাতুর সঙ্গে মিলে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন করেছে। এই গঠনের সংযুক্ত ক্রিয়াগুলি বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। মূলত অসমাপিত রীতিতে ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার ঘটমানতাকে দ্রুতগামী করে দেয়। কখনও কখনও একধরনের আকস্মিকতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

৩. সে ফট্ করে কথাটা বলে ফেলল।

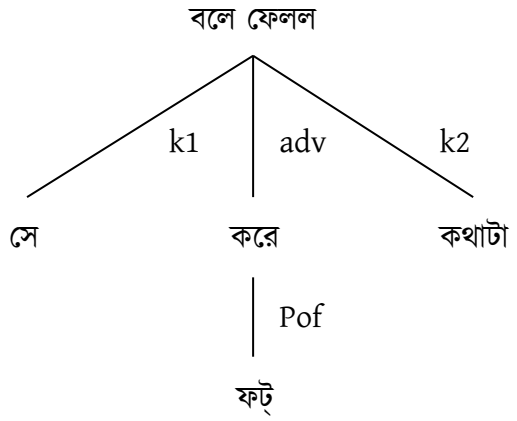

বৃক্ষচিত্র ৭.১: সংযুক্ত ক্রিয়া (অব্যয় + ধাতু) ১

৪. * সে ফট্ করল।

৫. তুমি নোটিশটা চট্ করে দেখে নাও।

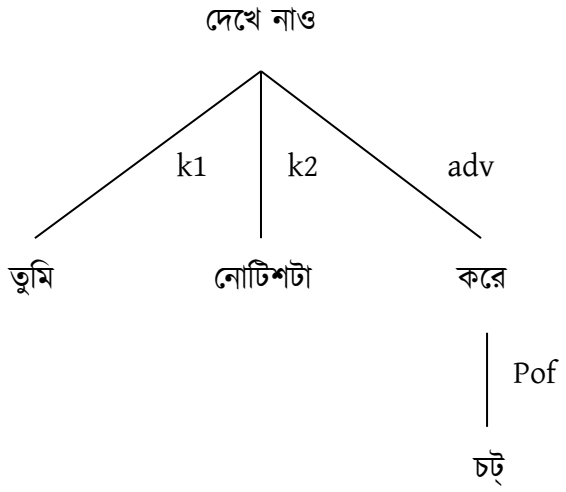

বৃক্ষচিত্র ৭.২: সংযুক্ত ক্রিয়া (অব্যয় + ধাতু) ২

৬. * নোটিশটা চট্ কর।

উপরের (৩) এবং (৫) নং বাক্যের যথাক্রমে 'ফট্ করে' এবং 'চট্ করে' সংযুক্ত ক্রিয়া দুটি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (৪) এবং (৬) নং বাক্যের আগে '*' চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়ছে ব্যাকরণসম্মত নয়।

৭.১.৫ ধ্বন্যাত্মক শব্দ + ধাতু:

ধন্যাত্মক শব্দ বাংলা ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই শব্দযোগে সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠনে প্রাচুর্য রয়েছে। তবে ধাতু অনুসারে এগুলোকে দু'ভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

(অ) 'কর্-' ধাতু যোগে

সাধারণত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি 'কর্-' ধাতুর সঙ্গে জুড়ে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠন করে। যেমন—

কন্‌কন্ কর্-, শির্‌শির্ কর্-,
ঝক্‌ঝক্ কর্-, ঢিপ্‌ঢিপ্ কর্- ইত্যাদি।

(আ) অন্যান্য ধাতু যোগে

তবে সমস্ত অনুকার জাতীয় শব্দ 'কর-' ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে গিয়ে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠন করে এমনটা নয়। এই রকম কিছু শব্দ 'কর্-' ছাড়াও অন্যান্য কিছু ধাতুর সঙ্গে মিলিত হলেও সংযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

থতমত খা-, আঁকিবুকি কাট্-,
ভ্যাবাচ্যাকা খা-, উড়্‌কুড়্ ওঠ্- ইত্যাদি।

৭.১.৬ কোডযুক্ত শব্দ + ধাতু:

অন্য ভাষা থেকে ঋণ নিয়ে সব ভাষাই সমৃদ্ধ হয়। বাংলা ভাষা ইংরেজি ভাষা থেকে বহু শব্দ ঋণ নিয়েছে। একইভাবে ফরাসি, আরবি, পর্তুগিজ সহ অন্যান্য ভাষা থেকেও এসেছে। এর মধ্যে অনেক শব্দই ভাষায় আত্মস্থীকৃত হয়েছে, যেগুলিকে ঋণকৃত শব্দের বিচারে আর পৃথক করা যায় না। কিন্তু কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলির নিজস্ব পরিচিতি এখনও রয়ে গেছে। ইংরেজি থেকে এরকম বহু শব্দই রয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রেও noun, verb, group verb ইত্যাদি শব্দের পাশে মূলত 'কর্-' ধাতু বসে যে ক্রিয়া তৈরি হয় সেগুলো সংযুক্ত ক্রিয়াই। প্রতিনিয়তই এই জাতীয় ক্রিয়া ভাষায় সংযোজন হয়ে চলেছে। এই ধারার সংযুক্ত ধাতুমূলগুলিকে কয়েকটি সেটে রাখা যেতে পারে।

সেট ১:

বর্তমান পরিগণকীয় প্রযুক্তির আগমনে বহু নতুন শব্দ এসে এই সংযুক্ত ক্রিয়াভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অন কর্-,	ক্লিক কর্-,
অফ কর্-,	ট্রান্সলেট কর্-,
আনডু কর্-,	ডাউনলোড কর্-,
আন্ডারলাইন কর্-,	ডিলিট কর্-,
ইটালিক কর্-,	ড্রাফ্ট কর্-,
ইনসার্ট কর্-,	পাবলিশ কর্-,
ওপেন কর্-,	পেস্ট কর্-,
কনভার্ট কর্-,	প্রিন্ট কর্-,
কপি কর্-,	বোল্ড কর্-,
কলাম কর্-,	মার্ক কর্-,
কাট কর্-,	মার্জ কর্-,
ক্যান্সেল কর্-,	মেল কর্-,

রিফ্রেশ কর্-,	শেয়ার কর্-,
রিমুভ কর্-,	সাবমিট কর্-,
রিসাইজ কর্-,	সেভ কর্-,
রিস্টার্ট কর্-,	হাইপারলিঙ্ক কর্-,
লিঙ্ক কর্-,	স্টার্ট কর্- ইত্যাদি।

সেট ২:

বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে সোশ্যাল মিডিয়া এসে যাওয়ার ফলেও নতুন নতুন শব্দবন্ধ এসেছে। সেগুলিও নানাভাবে সংযুক্ত ক্রিয়াভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

আপলোড কর্-,	ভাইরাল কর্-,
চ্যাট কর্-,	ভাইরাল হ-,
টেক্সট কর্-,	মেসেজ কর্-,
ট্যাগ কর্-,	রোস্ট কর্-,
ট্যুইট কর্-,	শেয়ার কর্-,
ট্রোল কর্-,	সার্চ কর্-
পোক কর্-,	সেন্ড কর্-,
পোস্ট কর্-,	সোয়াইপ কর্-

সেট ৩:

এমন কিছু সংযুক্ত ক্রিয়া রয়েছে যেগুলি সাধারণত খেলাধূলায় ব্যবহৃত হয়। জনপ্রিয় কয়েকটি খেলায় ব্যবহৃত কিছু সংযুক্ত ক্রিয়ামূলক শব্দ—

- **ফুটবল খেলা**

কিক মার্-,
গোল কর্-,
গোল দে-,
ড্র হ-,
পাস দে-,
পেনাল্টি কিক মার্-,
পেনাল্টি খা-,
ফাউল কর্-,
ফাউল হ-,
ফ্রি কিক মার্- ইত্যাদি।

- **ক্রিকেট খেলা**

অল আউট কর্-,
আউট দে-,
আম্পায়ারিং কর্-,
ওয়াইড বল কর্-,
কভার ড্রাইভ মার্-,
কিপিং কর্-,
ক্যাপ্টেন্সি কর্-,
ড্র কর্-,
ড্রাইভ মার্-,
নো বল কর্-,
ফলো অন করা-,
ফিল্ডিং কর্-,
ফিল্ডিং কর্-,
বল কর্-,
বলিং কর্-,
বোল্ড আউট কর্-,
ব্যাট কর্-,
ব্যাটিং কর্-,
রান আউট কর্-,
রান কর্-,
সুইং কর্-,
সেঞ্চুরি কর্-,
স্ট্যাম্পড আউট কর্-,
হাফ-সেঞ্চুরি কর্-,
হোয়াইট ওয়াশ কর্-,
হ্যাট-ট্রিক কর্- ইত্যাদি।

- **তাস খেলা**

কল বাড়া-,	পাস কর্-,
কল রাখ্-,	বিড কর্-,
ট্রাম কর্,	রিডাবল দে-,
ডাবল দে-,	সাফল কর্- ইত্যাদি।

সেট ৪:

ইংরেজি থেকে আসা যে শব্দগুলি সংযুক্ত ক্রিয়ায় অংশ নেয় তার মধ্যে যেমন বিশেষ্য, বিশেষ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি রয়েছে তেমনি গোটা 'phrasal verb' জাতীয় উপাদানেরও ব্যবহার রয়েছে এখানে। যেমন—

গিভ আপ কর্-	মুভ অন কর্-,
জড ডাউন কর্-,	মেক আপ কর্-,
পেজ সেট আপ কর্-,	মেল মার্জ কর্- ইত্যাদি।

সেট ৫:

ইংরেজি বিশেষ্য বা ক্রিয়াগুলির সঙ্গে একমাত্র 'কর্-' ধাতু সংযোগে সংযুক্ত ক্রিয়া গড়ে উঠতে দেখা যায়। তবে দুই-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—ব্রেক কষ্-, পকেট মার্-, ক্যাচ ধর্- ইত্যাদি।

৭.২ বাগধারাগত সংযুক্ত ক্রিয়া:

কখনও কখনও সংযুক্ত ক্রিয়ামূলের গঠনোপকরণের মধ্যে এমন কিছু উপাদান যুক্ত হয় যার ফলে সংযুক্ত ক্রিয়ার বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশিত হয়। উপাদানগুলির চরিত্র বিভিন্নক্ষেত্রে বদলে যেতে পারে। যেমন—

৭. মোবাইলের দাম কমে যাওয়ায় দোকানদার **হাত কামড়াচ্ছে**।

৮. ওই পাড়ার বুড়ো মানুষটি গতকাল **পটল তুলেছে**।

(৭) নং বাক্যে 'হাত' শব্দটি 'কামড়া-' ধাতুর সঙ্গে জুড়ে যে ক্রিয়ামূলটি গঠিত হয়েছে তার অর্থ 'আফসোস করা'। কিন্তু এই অর্থটি 'হাত' বা 'কামড়া-' কোনও উপাদানেই পাওয়া যায় না। এই বিশিষ্ট অর্থটি উভয়ের সমন্বয়ে উদ্ভূত হয়েছে। একইভাবে (৮) নং বাক্যে ব্যবহৃত 'পটল তোল্-' সংযুক্ত ক্রিয়ামূলের অর্থ 'মারা যাওয়া'। অথচ 'পটল' শব্দ বা 'তোল্-' ধাতু কোনও উপাদানেই অর্থটি নেই। এখানেও উপাদান দুটির সংমিশ্রণে নির্দিষ্ট বিশেষ অর্থটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

এই রকম বিশিষ্ট অর্থযুক্ত সংযুক্ত ক্রিয়া স্বরূপ নামপদের বা এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে ধাতুর যোগে মিলিত ব্যবহার বাংলায় পাওয়া যায়। এগুলোর প্রাথমিক পরিসংখ্যান কম নয়। বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—পদগুচ্ছের অভ্যন্তরে যে অর্থ ও অন্বয়তাত্ত্বিক সম্পর্ক সেটি বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার পরও মূল অন্বয়ের মধ্যে বিরোধ সব সময় থাকে না। তবে লোকব্যবহার বা বিশেষ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ অর্থ গড়ে ওঠে। সেটি প্রাধান্য পায় ব্যবহারে। সেজন্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার[১] এই ধরনের ক্রিয়াগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—সরল সংযুক্ত ক্রিয়া এবং বিশিষ্টার্থক সংযুক্ত ক্রিয়া।

সাধারণত বিশিষ্ট অর্থযুক্ত সংযুক্ত ক্রিয়ার উপাদানগুলি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সেগুলি এক ধরনের বগধারাগত সংযুক্ত ক্রিয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তা শুধু নির্দিষ্ট উপাদানগুলির সংমিশ্রণেই সম্ভব। বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ না ঘটলে উপাদানগুলির আভ্যন্তরীণ অন্বয় রক্ষিত হয় না। অর্থাৎ, শব্দগুলির ধাতুর সঙ্গে কারক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ফলত সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে কখনও কখনও একই সংযুক্ত ক্রিয়া সাধারণ এবং বিশিষ্ট—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—জবাব দেওয়া, ধাক্কা খাওয়া ইত্যাদি।

বাগধারাগত বা বিশিষ্টার্থক সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠন বৈচিত্র্যময়। গঠনের পাশাপাশি অর্থ-অন্বয়তাত্ত্বিক দিকটিও বৈচিত্র্যময়। সাধারণত একটি নামপদের সঙ্গে ধাতুর সংযোগে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হয়ে থাকে। কখনও কখনও একাধিক ধাতুর ও একাধিক উপাদান বা পদগুচ্ছ জুড়ে এক ধরনের বাগধারাগত সংযুক্ত ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। যেমন—আকাশের চাঁদ হাতে পা-, কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধর্-, পান

থেকে চুন খস্-, বানের জলে ভেসে আস্- ইত্যাদি। অনেক সময় সেগুলি এক একটি বাক্যাংশ সমন্বিত হয়ে থাকে। যেমন—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খা-, উড়ে এসে জুড়ে বস্-, ঝোপ বুঝে কোপ মার্- ইত্যাদি।

৭.৩ পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ:

বাংলা সংযুক্ত ক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করলে এই জাতীয় জটিল ক্রিয়ামূলের পরিসংখ্যানের একটা চিত্র পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, ভাষায় এগুলি কতখানি যুক্ত প্রক্রিয়া সেটিও জরুরি। একই সঙ্গে নামপদগুলির বৈচিত্র্য অনুসারে একটি পরিসংখ্যানগত ধারণা পাওয়া যায়। সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করলে কতগুলি নামপদ এই জাতীয় ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তা যেমন জানা সম্ভব তেমনি কতগুলি ধাতু সংযুক্ত ক্রিয়া গঠনে সহায়ক হয় তারও একটি সংখ্যা পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতে বলা যায় শব্দভাণ্ডারের সমস্ত উপাদান (নামপদ বা ধাতু) সংযুক্ত ক্রিয়ার গঠনে অংশগ্রহণ করে না।

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করার সময় কতগুলি বিষয় দেখা জরুরি। সংযুক্ত ক্রিয়ায় ক্রিয়াপদ ছাড়া যে নামপদ থাকে সেই নামপদ কখনও মৌলিক শব্দ হতে পারে, কখনও একাধিক শব্দে মিলিত সমাসবদ্ধ পদ হতে পারে, আবার কখনও সম্বন্ধ সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি উপাদান হতে পারে। একাধিক নামপদ এবং একাধিক ক্রিয়াপদ একসঙ্গে জুড়ে এক বিশেষ ধরনের বিস্তৃত সংযুক্ত ক্রিয়া (বাগধারাগত সংযুক্ত ক্রিয়া) গঠিত হতে পারে।

সেই সংগঠনগুলির কথা মাথায় রেখে প্রথমেই এমন কতকগুলি সংযুক্ত ক্রিয়াকে নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে ক্রিয়াংশ হিসাবে রয়েছে একটি মৌলিক শব্দ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, মৌলিক শব্দের মধ্যে যেগুলি বিশেষ্য অথবা বিশেষণ সেগুলির ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যার সংখ্যা প্রায় ২৫০০টি। প্রাথমিকভাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অব্যয় এবং ইংরেজি জাত শব্দ রাখা হয়নি। কারণ, এই জাতীয় প্রায় সব উপাদানের সঙ্গে 'কর্-' ধাতু জুড়ে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠিত হতে পারে।

পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, সংযুক্ত ক্রিয়ার নামপদগুলির মধ্যে বিভিন্ন শরীরবাচক (মাথা, হাত, পা, কান ইত্যাদি) শব্দের ব্যবহার তুলনায় বেশি।

৭.৩.১ শরীরবাচক শব্দযোগে সংযুক্ত ক্রিয়া

শরীরবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে যতগুলি সহযোগী ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হতে পারে সেই পরিসংখ্যানটি নিচের তালিকায় রাখা হল।

ক্রম	নামপদ	সহযোগী ক্রিয়া
১.	কান	কাটা, কামড়ানো, দেওয়া, ধরা, পাকা, পাতা, ফাটানো, ফোঁড়া, ফোঁড়ানো, বিঁধানো, ভাঙানো, মলা, সারা
	কানে	বাজা, আসা, ওঠা, ঢোকা, ঢোকানো, তোলা, দেওয়া, নেওয়া, যাওয়া, লাগা
২.	কপাল	চাপড়ানো, পোড়া, ফাটা, ফেরা, ভাঙা,
	কপালে	পড়া,
৩.	গলা	কাটা, খোলা, ছাড়া, ধরা, ফাটানো, বসা, ভাঙা,
	গলায়	ঝোলানো, লাগা,
৪.	গা	করা, কাঁপা, গুলনো, ঘামানো, ঘেঁষা, ঘোরা, ছোঁয়া, জুড়ানো, জ্বালানো, চাটা, টেপা, ডলা, ঢালা, তোলা, দেওয়া, ধোওয়া, বাঁচানো, ভাঙা, ভেজানো, ভোলা, লাগানো,
	গায়ে	চড়ানো, চাপানো, দেওয়া, থাকা, পড়া, মাখা, লাগা, লাগানো,
৫.	চুল	আঁচড়ানো, ওঠা, কাটা, ছাটা, টানা, পড়া, ফেলা, বাঁধা, ভেজানো, শুকানো,
৬.	চোখ	ওলটানো, ওঠা, কাটানো, কাড়া, খাওয়া, খোঁটা, খোলা, ঘোরানো, চলা, জোড়া, জ্বলা, ঝলসানো, টাটানো, টানা, টেপা, ঠারা, দেওয়া, ধাঁধানো, পড়া, পাকানো, ফোটা, বসা, বোঁজা, বোলানো, মটকানো, মারা, মেলা, রাঙানো
	চোখে	ধরা, পড়া, লাগা, হারানো
৭.	দাঁত	ওঠা, কেলানো, খিঁচানো, খোঁটা, ছোলা, তোলা, দেখানো, পড়া, ফোটানো, বসানো, বাঁধানো, মাজা, ভাঙা, লাগা

	দাঁতে	কাটা,
৮.	নাক	উঁচানো, কাটা, খোঁটা, গলানো, ঝাড়া, টেপা, ডাকা, তোলা, বাঁকানো, সিঁটকানো
	নাকে	কাঁদা
৯.	পা	চাটা, চালানো, টেপা, নাচানো, ফেলা, বাড়ানো, সিধনো, হড়কানো,
	পায়ে	চলা, দলা, ধরা, হাঁটা, পড়া,
১০.	পেট	আঁটা, করা, কামড়ানো, খসা, খসানো, চলা, চালানো, ছাড়া, জ্বলা, ডাকা, নামা, ফাঁপা, বাড়া, ভরা, ভরানো, মরা, হওয়া,
	পেটে	আসা, থাকা, ধরা, পড়া,
১১.	বুক	কাঁপা, চাপড়ানো, জ্বলা, ঠোকা, পাতা, ফাটা, বাঁধা, বাড়া, ভাঙা, শুকনো,
	বুকে	চড়া, টানা, লাগা, হাঁটা,
১২.	মন	ওঠা, কাঁদা, কাড়া, খোলা, গলা, জুড়ানো, জোগানো, টলা, টানা, ঢালা, দমা, দেওয়া, পাওয়া, পোড়া, বসা, বসানো, বোঝা, ভাঙা, ভাঙানো, ভোলানো, মজা, মাতানো, মানা, যোগানো, রাখা, লাগা, সরা, হারানো
	মনে	আছ, আনা, আসা, করা, করানো, জানা, থাকা, ধরা, পড়া, রাখা, লাগা, হওয়া,
১৩.	মাথা	আঁচড়ানো, ওড়ানো, করা, কাটা, কামড়ানো, কামানো, কেনা, কোটা, খাওয়া, খাটানো, খেলানো, খোঁড়া, খোলা, গলানো, গোলানো, গোঁজা, ঘষা, ঘামানো, চাপড়ানো, চুলকানো, ছাড়া, ঝাকানো, টলা, টেপা, ঠোকা, তোলা, থাকা, ধরা, নাড়া, নেওয়া, নোয়ানো, পাতা, বিকানো, মোড়ানো, হওয়া, হেলানো,
	মাথায়	আসা, ওঠা, করা, চড়া, ঢোকা, ঢোকানো, তোলা, থাকা, দেওয়া, বাড়া, রাখা,

১৪.	মুখ	করা, খিঁচনো, খোলা, চলা, চাওয়া, ছোটা, ছোটানো, ঢাকা, থাকা, দেওয়া, দেখা, দেখানো, নাড়া, নাড়ানো, ফসকানো, ফেরানো, ফোটা, ফোলানো, বাঁকানো, বোজা, ভ্যাংচানো, ভ্যাটকানো, মারা, রাখা, লুকানো, সামলানো, হওয়া, হাসানো
	মুখে	আনা, আসা, দেওয়া
১৫.	হাত	আসা, ওঠা, ওঠানো, ওলটানো, কচলানো, করা, কামড়ানো, খোলা, গোটানো, গোনা, চলা, চালানো, চুলকানো, ছাড়া, ছোঁড়া, ছোটা, ঝাকানো, তোলা, থাকা, দেওয়া, দেখা, ধরা, নাড়া, পড়া, পাকানো, পাতা, বাড়ানো, ভোলা, মেলানো, লাগানো,
	হাতে	আনা, আসা, গড়া, থাকা, ধরা, ধরানো, বানানো, বোনা, রাখা,

সারণি ৭.১: শরীরবাচক শব্দযোগে সংযুক্ত ক্রিয়া

৭.৩.২: সংযুক্ত ক্রিয়ায় অংশগ্রণকারী সহযোগী ধাতু

বাংলা ভাষায় সব নামপদ বা শব্দ যেমন সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠনে অংশ নেয় না তেমনি যতগুলি মৌলিক কিংবা সাধিত ধাতুজাত ক্রিয়ার ব্যবহার বর্তমানে রয়েছে তার সব ক্রিয়া সংযুক্ত ক্রিয়ার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। তবে অনেক ক্রিয়াই সহযোগী ক্রিয়া হিসাবে অংশ নেয়। অনেক সময় এই সহযোগী ক্রিয়া একপদের হয় আবার অনেক সময় যৌগিক ক্রিয়ার সংগঠনের হয়ে থাকে। যেমন—হাত গুটিয়ে থাকা, মাথায় তুলে রাখা, হাতের বাইরে চলে যাওয়া ইত্যাদি। একটি নামপদ ও একটি ক্রিয়াপদ বিশিষ্ট সংযুক্ত ক্রিয়ায় কতগুলি সহযোগী ধাতু (additive verb) অংশ নেয় তার একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এমন ক্রিয়ার সংখ্যা প্রায় তিনশো। যথা—

ক্রম	সহযোগী ক্রিয়া		নামপদ
১.	আঁক্-,	:	চিহ্ন+,
২.	আঁচড়া-,	:	চুল+, মাথা+,
৩.	আঁটা-,	:	পেট+,
৪.	আগলা-,	:	পথ+,
৫.	আটকা-,	:	পথ+,
৬.	আন্-,	:	আয়ত্তে+, গোচরে+, দখলে+, দলে+, বাগে+, হাতে+,
৭.	আসা-,	:	কাছে+, কানে+, দলে+, পৃথিবীতে+, ফেরত+, মনে+, মুখে+,
৮.	উলটা-,	:	ঠোঁট+, গণেশ
৯.	ওঠ্-,	:	কথা+, চিতায়+, চোখ+, জাতে+, ব্যথা+, ভর+,
১০.	ওঠা-,	:	পাট+, রব+, লাটে+,
১১.	কচলা-,	:	হাত+,
১২.	কর্-,	:	অতিক্রম+, অত্যাচার+, অধিকার+, অনশন+, অনুবাদ+, অনুভব+, অনুমান+, অপেক্ষা+, অভিমান+, আক্রমণ+, আদর+, আবিষ্কার+, আবৃত্তি+, আবেদন+, আমন্ত্রণ+, আলাপ+, আশা+, উৎসর্গ+, কবজা+, কল্পনা+, কাবু+, খাতির+, গ্রেপ্তার+, চক্রান্ত+, চাষ+, চুরি+, ছাটাই+, ঝগড়া+, ধার+, ধ্যান+, নষ্ট+, নাকাল+, পরাভূত+, পরিকল্পনা+, পাঠ+, প্রতিজ্ঞা+, প্রতিবাদ+, প্রত্যক্ষ+, প্রেম+, বন্ধ+, বাতিল+, বাধ্য+, বিচার+, বিশ্বাস+, ব্যক্ত+, ব্যঙ্গ+, মাটি+, যত্ন+, সাহায্য+, হাত+,
১৩.	করা-,	:	আলাপ+, দাঁড়+, দৌড়+, পালন+, প্রবেশ+, মনে+,
১৪.	কষ্-,	:	আঁক+, ব্রেক+,
১৫.	কাঁড়া-,	:	ধান+,
১৬.	কাঁদ্-,	:	নাকে+,
১৭.	কাঁপ্-,	:	গা+, বুক+, হাত+,
১৮.	কাট্-,	:	আঁচড়+, ঘোর+, চরকা+, চিমটি+, ছক+, জাবর+, জিভ+, দণ্ডি+, পকেট+, ফাড়া+, ফিতে+, বিলি+, ভেংচি+, সময়+, সাঁতার+,
১৯.	কাটা-,	:	কাল+, দিন+, দোষ+, পাশ+, রাত+, সময়+,

২০. কাড়্-, : খুঁত+, দৃষ্টি+, নজর+, মন+, রা+,

২১. কামড়া-, : হাত+,

২২. কামা-, : দাড়ি+, দুহাতে+, মাথা+,

২৩. কেন্-, : নাম+, মাথা+,

২৪. কোট্-, : মাথা+,

২৫. খস্-, : পেট+,

২৬. খসা-, : পেট+,

২৭. খা-, : আছাড়+, গোত্তা+, ঘুরপাক+, চিড়+, চুমু+, ডিগবাজি+, হোচট+, খাবি+, দোল+, পাক+, মার+, হাওয়া+, পিটুনি+,

২৮. খাওয়া-, : খাপ+, ঘোল+,

২৯. খাট্-, : জেল+, জন+, বেগার+,

৩০. খাটা-, : গতর+, জোর+, বুদ্ধি+, মাথা+,

৩১. খিঁচড়া-, : মেজাজ+,

৩২. খিঁচা-, : মুখ+, দাঁত+,

৩৩. খেল্-, : হাওয়া+,

৩৪. খেলা-, : ঢেউ+, মাছ+, সাপ+,

৩৫. খোঁজ্-, : চাকরি+, গোরু+, অজুহাত+,

৩৬. খোঁড়্-, : মাথা+,

৩৭. খোয়া-, : চরিত্র+, জাত+, মান+,

৩৮. খোল্-, : চোখ+, মুখ+, খাতা+, খাপ+, চোখ+, মুখ+, হাত

৩৯. গড়া-, : দল+, ভিত+, জল+,

৪০. গল্-, : মন+,

৪১. গলা, : নাক+, মাথা+,

৪২. গাঁথ্-, : শানা+,

৪৩. গাওয়া-, : সাফাই+, গুণ+,

৪৪. গাড়্-, : ঘাটি+, শিকড়+,

৪৫. গেল্-, : ঢোঁক+, টোপ+, ঢেঁকি+,

৪৬. গোঁজ্-, : নাকে-মুখে+, মাথা+,

৪৭. গোটা-, : পাততাড়ি+, হাত+, লেজ+,

৪৮. গোন্-, : হাত+, কাল+, দিন+,

৪৯. গোলা-, : মাথা+, গা+,

৫০. ঘট্-, : পতন+, সূত্রপাত+, আবির্ভাব+, অবসান

৫১. ঘটা-, : সূত্রপাত+, অবলুপ্তি

৫২. ঘনা-, : অন্ধকার+, দিন+, মেঘ+, বিপদ+,

৫৩. ঘষ্-, : মাথা+, মুখ+, পা+,

৫৪. ঘামা-, : গা+, মাথা+,

৫৫. ঘোঁচা-, : সন্দেহ+, শান্তি+,

৫৬. ঘোর্-, : গা+,

৫৭. ঘোরা-, : লাঠি+, লাটু+, চোখ+,

৫৮. চড়্-, : দাম+, বাজার+, সপ্তমে+, বুকে+, খুন+,

৫৯. চড়া-, : গাছে+, গায়ে+, রং+, শূলে+, মাথায়+,

৬০. চমকা-, : বিদ্যুৎ+, পিলে+,

৬১. চরা-, : গোরু+, ঘুঘু+,

৬২. চল্-, : কাজ+, ধীরে+, পায়ে+, পা+, হাত+, মুখ+, পেট+,

৬৩. চাঁছা-, : দাড়ি+,

৬৪. চাওয়া-, : অব্যাহতি+, ক্ষমা+, চোখ+, নিষ্কৃতি+, পরিত্রাণ+, মুখ+, রেহাই+,

৬৫. চাট্-, : থুতু+, পা+,

৬৬. চাপ্-, : ঝোঁক+, কাঁধে+, ঢোঁক+, রোখ+,

৬৭. চাপড়া-, : কপাল+, বুক+, মাথা+, পিঠ+,

৬৮. চাপা-, : কাঁধে+, গায়ে+, ঘাড়ে+, দায়িত্ব+, দোষ+, ভার+,

৬৯. চাল্-, : চাল

৭০. চালা-, : হাত+, পেট+, কথা+,

৭১. চোকা-, : পাট+, ল্যাটা+,

৭২. ছক্-, : প্ল্যান+, মতলব+,

৭৩. ছড়া-, : চুল+,

৭৪. ছাড়্-, : হাত+, হাল+, হাঁফ+,

৭৫. ছাড়া-, : কূল+, পাড়+, বই+, সীমা+, ভূত

৭৬. ছাপা-, : জল+, কূল

৭৭. ছেঁড়্-, : শেকল+, দুধ+, বাঁধন+, শিকে+,

৭৮. ছোট্--, : হাত+, মুখ+,

৭৯. ছোটা-, : ঘুম+, ঘাম+,

৮০. ছোপা-, : রঙে+,

৮১. ছোল্-, : জিব+,

৮২. জড়া-, : নিজেকে+, ফাঁদে+,

৮৩. জম্-, : আসর+, মেঘ+,

৮৪. জমা-, : আসর+, পাড়ি+,

৮৫. জাগ্-, : সম্ভ্রম+, বাসর+,

৮৬. জান্-, : অল্প+, কম+,

৮৭. জানা-, : অভিনন্দন+, আপত্তি+, আমন্ত্রণ+, আর্জি+, শুভেচ্ছা+, শ্রদ্ধা+, সহানুভূতি+,

৮৮. জুড়া-, : গা+, প্রাণ+, মন+, হৃদয়+, হাড়+,

৮৯. জোগা-, : কথা+, মন+,

৯০. জোড়্-, : জায়গা+, চোখ+, হাঁটা+,

৯১. জ্বল্-, : নাড়ি+, বুক+, গা

৯২. জ্বালা-, : গা+, হাড়+,

৯৩. ঝর্-, : লাল+,

৯৪. ঝরা-, : জল+,

৯৫. ঝলসা-, : চোখ+,

৯৬. ঝাকা-, : দরজা+, মাথা+, হাত+,

৯৭. ঝাড়্-, : ঝাল+, নাক+, বাত+,

৯৮. ঝামরা-, : আকাশ+,

৯৯. টাটা-, : চোখ+,

১০০. টান্-, : কান+, গুণ+, ঘানি+, ছেদ+, জের+, বুকে+, রাশ+, লাইন+, লাগাম+,

১০১. টেপ্-, : গা+, চোখ+,

১০২. ঠকা-, : মাপে+,

১০৩. ঠারা-, : চোখ+,

১০৪. ঠেক্-, : দায়+, বেসুরো+,

১০৫. ঠেল্-, : বেগার+, হাঁড়ি+, পায়ে+,

১০৬. ঠোক্-, : কপাল+, মাথা+, মামলা+,

১০৭. ডাক্-, : কু+, নাক+,

১০৮. ডোব্-, : জলে+, নাম+,

১০৯. ডোবা-, : কুল+, নাম+,

১১০. ঢাক্-, : মুখ+,

১১১. ঢাল্-, : গা+, ঘোল+,

১১২. ঢোক্-, : কানে+, চাকরিতে+, মাথায়+,

১১৩. ঢোকা-, : কানে+, গারদে+, মাথায়+,

১১৪. তাকা-, : আড়ে+,

১১৫. তোল্-, : নিলামে+, কানে+, গাছে+, ঘরে+, জিগির+, ডকে+, ঢেকুর+, পটোল+, মাথা+, মাথায়+, মুখে+, শোধ+, হাই+, হাত+,

১১৬. থাক্-, : অন্ধকারে+, অপেক্ষায়+, অবগত+, চুপ+, চুপচাপ+, প্রস্তুত+, প্রাণ+, বজায়+, বলবৎ+, বহাল+, মনে+, মাথায়+, সজাগ+, সুখে+, হাতটান+, হাতে+,+,

১১৭. দে-, : লম্বা+, কথা+, কান+, গা+, চাপ+, চালান+, চোখ+, জবাব+, জলে+, জাগ+, তা+, মন+, মুখে+, হাত+, হাততালি+, অভিশাপ+, আড্ডা+, কামড়+, ছাড়+, ঝাঁট+, ঝাঁপ+, ডাক+, ডুব+, তালাক+, ধাপ্পা+, মদত+, লাই+, হেলান+,

১১৮. দেখ্-, : কনে+, অপাঙ্গে+, আলো+, অন্ধকার+, কুচোখে+, মজা+, হাত+, নাড়ি+,

১১৯. দেখা-, : আদিখ্যেতা+, কলা+, কাঁচকলা+, গরম+, জোর+, দয়া+, বক+, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ+, ভয়+, মেজাজ+, রাস্তা+, লোক+, সম্মান+, সহানুভূতি+,

১২০. ধর্-, : বৃষ্টি+, লেজ+, হাত+, আঁক+, আগুন+, কলম+, কান+, খিঁচ+, খিল+, খুঁত+, গোঁ+, ঘুণে+, চোখে+, পায়ে+, পেটে+, ভূতে+, ভেক+, মনে+, রং+, রোগে+, হাঁপ+, হাতে+,

১২১. ধরা-, : আগুন+, জ্বালা+, ফাটল+, হাতে+,

১২২. ধাঁধা-, : চোখ+,

১২৩. ধাক্কা-, : দরজা+,

১২৪. ধার্-, : ধার+,

১২৫. ধো-, : গা+, হাতমুখ+,

১২৬. নড়্-, : টনক+,

১২৭. নড়া-, : মুখ+

১২৮. নাচা-, : পা+,

১২৯. নাড়্-, : কড়া+, ঘাড়+, মাথা+, মুখ+, হাত+,

১৩০. নাড়া-, : ঠ্যাং+, মুখ+, হাত+,

১৩১. নাম্-, : ধস+, রাত্রি+, অন্ধকার+, আসরে+, নিচে+, মাঠে+,

১৩২. নামা-, : বিষ+, ভূত+, হাতিয়ার+,

১৩৩. নে-, : অবসর+, ঠিকা+, তালিম+, দীক্ষা+, প্রতিশোধ+, ফেরত+, বদলা+, বিদায়+, একহাত+, কানে+, দম+, নাম+, পিছু+, সময়+, সাইড+, হিসাব+, বিশ্রাম+,

১৩৪. নেভা-, : আগুন+,

১৩৫. নোয়া-, : মাথা+,

১৩৬. পড়্-, : গায়ে+, অসুখে+, কাটা+, জলে+, জালে+, টান+, ঠেলায়+, ডাকাত+, দাম+, দায়ে+, দুঃখে+, ধরা+, নজরে+, পায়ে+, পেটে+, প্রেমে+, বিছানায়+, বিপদে+, ভাটা+, শীত+, হাত+, হিড়িক+,

১৩৭. পড়া-, : প্রাইভেট+, পাখি

১৩৮. পর্-, : কাপড়+, পোশাক

১৩৯. পরা-, : টুপি+,

১৪০. পা-, : অক্কা+, অব্যাহতি+, আঘাত+, আশকারা+, কষ্ট+, খিদে+, ঘুম+, চাকরি+, ছাড়+, ছাড়া+, ছুটি+, জীবন+, টের+, নিস্তার+, পঞ্চত্ব+, পাত্তা+, পিপাসা+, বাহাত্তরে+, ভূতে+, মন+, মুক্তি+, রেহাই+, চোট+, ব্যথা+, ভয়+, লজ্জা+, শাস্তি+, সাজা+,

১৪১. পাক্-, : কান+,

১৪২. পাকা-, : ঘোঁট+, চোখ+, জগাখিচুড়ি+, জট+, তাল+, দল+, সুতো+, হাত+,

১৪৩. পাঠা-, : ফেরত+, গ্যারেজে

১৪৪. পাড়্-, : কথা+, কোঁত+, কোদাল+, পাত+, হাঁক+,

১৪৫. পাড়া-, : ঘুম+,

১৪৬. পাতা : আড়ি+, ওত+, কান+, খড়ি+, জাল+, ফাঁদ+, সংসার+,

১৪৭. পাতা-, : বন্ধু+, বন্ধুত্ব+, সম্পর্ক+,

১৪৮. পালটা-, : কথা+, চেহারা+, ভোল+, মত+,

১৪৯. পালা-, : স্কুল+,

১৫০. পেটা-, : ঢাক+, ছাদ+, ঢ্যাঁড়া+,

১৫১. পোড়্-, : আগুনে+, মন+, কপাল+, রোদে+,

১৫২. পোড়া-, : মড়া+,

১৫৩. পোরা-, : জেলে+, হাজতে+, পকেটে+,

১৫৪. পোষা-, : গতর+, হাতি

১৫৫. পোহা-, : আগুন+, রাত+, রোদ+,

১৫৬. ফলা-, : বিদ্যা+, রং+,

১৫৭. ফসকা-, : মুখ+,

১৫৮. ফাঁপ্-, : পেট+,

১৫৯. ফাট্-, : দম+, বুক+,

১৬০. ফাটা-, : আকাশ+, কলকে+, কান+, গলা+,

১৬১. ফুরা-, : দম+,

১৬২. ফের্-, : কপাল+, দিন+, পাশ+, পিছন+,

১৬৩. ফেরা-, : কলি+, রং+, মুখ+,

১৬৪. ফেলা-, : ফাদে+, কথা+, চুল+, জলে+, জাল+, টোপ+, পা+, বাজি+, বেকায়দায়+, বোমা+, লজ্জায়+, লাল+, শোরগোল+,

১৬৫. ফোঁড়্-, : কান+,

১৬৬. ফোঁড়া-, : কান+,

১৬৭. ফোট্-, : ফুল+, চোখ+, ডিম+, বোল+,

১৬৮. ফোটা-, : হুল+, ডিম+, দাঁত+,

১৬৯. ফোলা-, : ঠোঁট+, গাল+,

১৭০. বক্-, : প্রলাপ+, বাজে

১৭১. বদলা-, : কাপড়+, খোলনলচে

১৭২. বনা-, : তাজ্জব+, বেকুব+, বোকা+,

১৭৩. বস্-, : পথে+, গলা+, মন+, হাট+, চোখ+,

১৭৪. বসা-, : গর্তে+, একাসনে+,

১৭৫. বা-, : হাল+, উজান+,

১৭৬. বাঁচ্-, : প্রাণে+, মানে+,

১৭৭. বাঁচা-, : খরচ+, গা+, চামড়া+, নিজেকে+, মান+, সম্মান+,

১৭৮. বাঁধ্-, : আটঘাট+, ঘর+, চুল+, জমাট+, জোট+, ডেরা+, দানা+, নাড়া+, বুক+,

১৭৯. বাঁধা-, : দাঁত+,

১৮০. বাগা-, : টেরি+, স্থান+,

১৮১. বাজ্-, : বারোটা+, কানে+,

১৮২. বাজা-, : তুড়ি+, বগল+,

১৮৩. বাট্-, : বাটনা+, মশলা+,

১৮৪. বাড়্-, : আগে+, খিদে+, জোর+, তেল+, দাম+, বয়স+, বুক+, রোদ+, লোক+,

১৮৫. বাড়া-, : আগ+, কথা+, কাজ+, খিদে+, পা+, হাত+, মায়া+,

১৮৬. বাধ্-, : গাঁটছড়া+, গিট+, ঘর+, বেণী+, ঝামেলা+,

১৮৭. বাধা-, : কাণ্ড+, কুরুক্ষেত্র+,

১৮৮. বানা-, : বাড়ি+, বোকা+, ভেড়া+, যন্ত্রে+, হাতে+,

১৮৯. বিঁধ্-, : কান+,

১৯০. বিকা-, : মাথা+,

১৯১. বুলা-, : দাগ+, চোখ+,

১৯২. বেঁকা-, : মুখ+,

১৯৩. বেড়া-, : দেশ+, পাড়া+,

১৯৪. বেরো-, : গ্যাজলা+,

১৯৫. বোঁজ্-, : চোখ+, মুখ+,

১৯৬. বোঝ্-, : ভুল+,

১৯৭. বোঝা-, : ভুল+,

১৯৮. বোন্-, : ক্রুশ+, উল+, ধান+, বীজ+, হাতে+,

১৯৯. ভর্-, : পেট+,

২০০. ভরা-, : পেট+,

২০১. ভাঁড়া-, : নাম+,

২০২. ভাঙ্-, : কপাল+, কূল+, খোয়ারি+, গলা+, গুমর+, ঘর+, ঘাড়+, ঘুম+, জড়তা+, জল+, তহবিল+, প্রথা+, বুক+, মন+, সিন্দুক+, আড়মোড়া+, ভুল+,

২০৩. ভাঙা-, : কান+, ঘর+, ঘুম+, টাকা+, ভুল+, রাগ+,

২০৪. ভাজ-, : ঘিয়ে+, ভেরেণ্ডা+, সরগম+, সুর+,

২০৫. ভানা-, : ধান+,

২০৬. ভাব্-, : সাতপাঁচ+,

২০৭. ভাস্-, : অকূলে+, আনন্দে+, কালস্রোতে+,

২০৮. ভিড়া-, : নৌকা+,

২০৯. ভেংচা-, : মুখ+,

২১০. ভেজা-, : গা+, চুল+,

২১১. ভেড়্-, : দলে+,

২১২. ভেড়া-, : নৌকা+,

২১৩. ভোগ্-, : অসুখে+,

২১৪. ভোল্-, : গা+, পথ+, শোর+, হাত+,

২১৫. ভোলা-, : মন+, পথ+,

২১৬. মজ্-, : প্রেমে+, মন+,

২১৭. মজা-, : কুল+, দয়ে+,

২১৮. মটকা-, : আঙুল+, চোখ+, ঘাড়+,

২১৯. মর্-, : বেঘোরে+,

২২০. মল্-, : কান+,

২২১. মাখ্-, : গায়ে+,

২২২. মাখা-, : কালি+, তেল+, রং+,

২২৩. মাজা-, : দাঁত+,

২২৪. মাড়্-, : ধান+,

২২৫. মাড়া-, : ছায়া+, ধার+,

২২৬. মান্-, : ঘাট+, হার+, পোষ+, প্রবোধ+,

২২৭. মানা-, : বাগ+, পোষ+,

২২৮. মার্-, : আছাড়+, আড়ি+, আড্ডা+, উঁকি+, ওজনে+, কোপ+, গুঁড়ি+, গুল+, গুলতানি+, গুলি+, গ্যাস+, ঘা+, ঘাই+, ঘাপটি+, ঘুষি+, চড়ছাপ+, ছোঁ+, ঝাঁটা+, ঝিলিক+, টান+, টুকি+, ডুব+, টুঁ+, দাঁও+, ধাক্কা+, ধাপ্পা+, প্রাণে+, বাণ+, লাথি+, লাফ+, হুড়া+,

২২৯. মুড়া-, : মাথা+,

২৩০. মেট্-, : কাজ+, হিসাব+, ঝাল+, সাধ+,

২৩১. মেটা-, : আশ+, চাহিদা+, পিপাসা+, শখ+, সখ+, ঝাল+, সাধ+,

২৩২. মেল্-, : চোখ+, রোদে+,

২৩৩. মেলা-, : হাত+, হিসেব+, সুর+,

২৩৪. মোড়্-, : অঙ্গ+, পাশ+, মাথা+,

২৩৫. যা-, : অধঃপাতে+, অভিসারে+, উচ্ছন্নে+, কাটা+, কানে+, খোয়া+, গোল্লায়+, চাকরি+, জলে+, জাত+, জাহান্নমে+, নিপাত+, বাইরে+, মান+, মার+, মারা+, মূর্ছা+, সামনে+, স্বর্গে+,

২৩৬. যোগা-, : ইন্ধন+, মন+,

২৩৭. রট্-, : নিন্দা+, হাওয়ায়+,

২৩৮. রটা-, : গুজব+,

২৩৯. রাখ্-, : মুখ+, হাতে+, আস্থা+, কথা+, কুল+, খবর+, খোঁজ+, ছাপ+, জিম্মায়+, দেহ+, নজর+, নজির+, নাম+, বজায়+, বন্ধক+, বশে+, বাঁধা+, বাকি+, বাগে+, বাজি+, ভরসা+, মন+, মনে+, মাথায়+, মান+, মূলতুবি+, স্থগিত+,

২৪০. রাঙা-, : চোখ+,

২৪১. লটকা-, : ফাঁসিতে+,

২৪২. লাগ্-, : আঁচড়+, আগুন+, আঘাত+, কাজে+, কানে+, খটকা+, খিদে+, গায়ে+, চমক+, চোখে+, জিভে+, টান+, ঠাণ্ডা+, দাঁত+, ধাঁধা+, ধাক্কা+, নজর+, নেশা+, পিছনে+, পোকা+, ফেউ+, বিষম+, ভালো+, ভিরমি+, মনে+, মুখে+, রং+, লজ্জা+, শীত+, স্বাদ+,

২৪৩. লাগা-, : আগুন+, কাজে+, কুলুপ+, গা+, গায়ে+, ছুট+, জোড়+, জোড়া+, টান+, বেত+, মার+, রং+, হাত+, দৌড়+,

২৪৪. লুকা-, : মুখ+,

২৪৫. লেখ্-, : খসড়া+, খাতা+,

২৪৬. লেখা-, : নাম+,

২৪৭. শুকা-, : বুক+, চুল+,

২৪৮. শোন্-, : কথা+,

২৪৯. শোনা-, : কথা+, দুকথা+,

২৫০. স-, : গা+, ধাতে+, সবুর+,

২৫১. সর্-, : কথা+, মন+,

২৫২. সরা-, : বাধা+,

২৫৩. সাজা-, : ঘর+,

২৫৪. সাধ্-, : বাদ+,

২৫৫. সামলা-, : টাল+, তাল+, মুখ+, ধাক্কা+,

২৫৬. সার্-, : কান+, ধান+,

২৫৭. সারা-, : রোগ+,

২৫৮. সিঁটকা-, : নাক+,

২৫৯. হ-, : অগ্রসর+, অদৃশ্য+, অনুশোচনা+, অবাক+, অস্থির+, আরাম+, আলগা+, ঈর্ষান্বিত+, উত্তীর্ণ+, উধাও+, উপস্থিত+, ক্লান্ত+, ক্ষিপ্ত+, গতি+, গরম+, গায়েব+, জব্দ+, থিতু+, নত+, নেড়া+, নেশা+, পার+, বার+, ব্রতী+, ভরাডুবি+, ভালো+, মনে+, রাজি+, সামিল+, হাজির+,

২৬০. হট্-, : পিছনে+, পিছু+,

২৬১. হটা-, : বাধা+,

২৬২. হড়কা-, : পা+,

২৬৩. হাঁট্-, : জলে+, পায়ে+, বুকে+,

২৬৪. হাতড়া-, : অন্ধকারে+,

২৬৫. হারা-, : আস্থা+, কথা+, খেই+, গো-হারান+, চরিত্র+, জ্ঞান+, ধৈর্য+, পথ+, মন+, মনোবল+, সংজ্ঞা+,

২৬৬. হাসা-, : মুখ+, লোক+,

২৬৭. হেলা-, : মাথা+,

২৬৮. ওড়া-, : টাকা+, পয়সা+, ফাকতা+, মজা+, মাথা+,

২৬৯. কুড়া-, : বদনাম+, নিন্দে+,

২৭০. চোষ্-, : আঁটি+,
২৭১. ছোঁড়্-, : হাত-পা+, কাদা+,
২৭২. ঝোলা-, : গলায়+, তালা+,
২৭৩. তলা-, : অতলে+,
২৭৪. দলা-, : পায়ে+,
২৭৫. বল্-, : কথা+,
২৭৬. আওড়া-, : বুলি+,
২৭৭. উঁচা-, : নাক+,
২৭৮. কপচা-, : বুলি+,
২৭৯. কাঁচা-, : কেস+,
২৮০. কোঁচকা-, : ভুরু+,
২৮১. খোঁট্-, : দাঁত
২৮২. গজা-, : পাখা+,
২৮৩. গোছা-, : আখের+,
২৮৪. ঘেঁষ্-, : গা
২৮৫. চুলকা, : হাত+,
২৮৬. ছোঁ-, : বুড়ি+,
২৮৭. জপ্-, : নাম+,
২৮৮. টেক্-, : ধোপে+,
২৮৯. পেষ্-, : কলম+,
২৯০. মাতা, : আসর+, মন+,
২৯১. লোট্-, : মজা+,

সারণি ৭.২: সংযুক্ত ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সহযোগী ধাতু

কিছু কিছু নামপদের ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও থাকতে পারে। কারণ বাক্যে যেগুলি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হতে পারে সেগুলি বাক্য নিরপেক্ষভাবে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন নিয়ে সংশয় থাকতে পারে।

৭.৪: সংযুক্ত ক্রিয়ার পরিপূরক উপাদান

একপদী ধাতুগুলির যেমন পরিপূরক উপাদান থাকে তেমনি সংযুক্ত ক্রিয়াগুলিরও আবশ্যিক কিছু উপাদান থাকে। সংযুক্ত ক্রিয়াগুলি যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেগুলি না থাকলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যে ধাতুগুলি যুক্ত হয়ে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠন করে তার মধ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় 'কর্-' ধাতু। 'কর্-' ধাতু ছাড়াও যে ধাতুগুলি সবচেয়ে বেশি সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠনে কার্যকরী ভূমিকা নেয় কয়েকটি ধাতু নির্বাচন করা হল— খা-, দে-, পড়্-, পা-, মার্-, হ-, ধর্- এবং লাগ্-। এই মোট ৯টি সহায়ক ক্রিয়া নির্বাচিত হল যেগুলি বেশি সংযুক্ত ক্রিয়া গঠনে ভূমিকা পালন করে। বাংলা যে ক্রিয়া-কাঠামো [চতুর্থ অধ্যায়] নির্মাণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী এই ৯টি সহায়ক ক্রিয়া সম্বলিত সংযুক্ত ক্রিয়াগুলির ক্রিয়া-কাঠামো বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বাক্যতাত্ত্বিক প্যাটার্ন পাওয়া যায়। যথা—

(১) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	স্নান কর্-	অক	মামা স্নান করছে।
২.	ধড়্ফড়্ কর্-	অক	বুকটা ধড়্ফড়্ করছিল।
৩.	নড়্বড়্ কর্-	অক	খুঁটিটা নড়্বড়্ করছে।
৪.	কাজ কর্-	অক	ব্যাটারিটা কাজ করছে।
৫.	পোকায় খা-	অক	বইটা পোকায় খেয়েছে।
৬.	মাঞ্জা দে-	অক	বিক্রম গতকাল মাঞ্জা দিয়েছিল।
৭.	আড্ডা দে-	অক	ছেলেরা আড্ডা দিচ্ছিল।
৮.	রোগে ধর্-	অক	অসিতকে রোগে ধরেছে।
৯.	পোকায় ধর্-	অক	কাঠটা পোকায় ধরেছে।
১০.	ভেক ধর্-	অক	লোকটি ভেক ধরেছে।
১১.	লজ্জা পা-	অক	সে লজ্জা পাচ্ছে।
১২.	ভয় পা-	অক	কাজল ভয় পাচ্ছে।
১৩.	ঘুণে ধর্-	অক	সমাজটা ঘুণে ধরেছে।

(২) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২: প্রয়োজনীয় উপাদান—k1, adv

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	কাজে লাগ্-	অক	এই ঘড়িটা আর কাজে লাগবে না।

(৩) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৩: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k2

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	দর্শন কর্-	সক	ভক্তরা ঠাকুর দর্শন করছে।
২.	বিশ্বাস কর্-	সক	সিধু দোকানদারটিকে বিশ্বাস করেছিল
৩.	শাস্তি দে-	সক	শিক্ষক পঙ্কজকে শাস্তি দিল।
৪.	ঝাঁট দে-	সক	তুমি ছাদটা ঝাঁট দিও।
৫.	পেটে ধর্-	সক	কে তোকে পেটে ধরেছিল?

(৪) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৪: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k2, k5

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	সংগ্রহ কর্-	সক	সে পুরানো বইটা কলকাতা বইমেলা থেকে সংগ্রহ করেছিল।
২.	নিষ্কৃতি দে-	সক	তারা বিমলকে হিসাবের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।
৩.	ঘুষ খা-	সক	দালাল চাকরিপ্রার্থীদের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়েছে।

(৫) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৫: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k2, k7

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	সহায়তা কর্-	সক	সে আমাকে পড়াশোনায় সহায়তা করেছিল।

(৬) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৬: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k2, k7t

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	বাগে পা-	সক	আমি আজ তাকে বাগে পেয়েছি।

(৭) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৭: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k2g, k2

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	ঘুষ দে-	সক	ট্রাক চালক পুলিশকে পাঁচশ টাকা ঘুষ দিলেন।

(৮) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৮: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k2g, r6-k2

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	টোপ দে-	সক	তারা লোকটিকে পাঁচ হাজার টাকার টোপ দিয়েছে।
২.	পরামর্শ দে-	সক	তিনি আমাকে লেখার পরামর্শ দিয়েছিলন।

(৯) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৯: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k2p

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	রওনা দে-	অক	তারা দিল্লী রওনা দিল।

(১০) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১০: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k3

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	কাটা পড়্-	অক	পরিযায়ী শ্রমিকটি ট্রেনে কাটা পড়েছে।

(১১) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১১: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k3, k2

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	তৈরি কর্-	সক	কুমোর মাটি দিয়ে টবগুলো তৈরি করেছেন।
২.	গুঁড়ো কর্-	সক	দিদা হামালদিস্তা দিয়ে শুকনো আমলকি গুঁড়ো করেছে।

(১২) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১২: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k5

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	প্রত্যাবর্তন কর্-	অক	মলয়দা কাশ্মীর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।
২.	প্রস্থান কর্-	অক	অভিনেতা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন।
৩.	পিঠটান দে-	অক	জ্যোতি এখান থেকে পিঠটান দিল।
৪.	অব্যাহতি পা-	অক	তিনি পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

(১৩) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১৩: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k5, r6-k2

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	ছুটি পা-	সক	সুধীর অফিস থেকে চারদিনের ছুটি পেয়েছে।

(১৪) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১৪: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k7,

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	কামড়াকামড়ি কর্-	অক	তারা জমিটুকু নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে।

২.	ঘাটতি পড়্-	অক	হিসাবে হাজার টাকা ঘাটতি পড়েছিল।

(১৫) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১৫: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k7, k7t,

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	মন দে-	অক	মনোজ এখন পরীক্ষার পড়ায় মন দিয়েছে।

(১৬) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১৬: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k7p

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	পাত্তা পা-	অক	সে ক্লাসে পাত্তা পায় না।
২.	ভরসা কর্-	অক	দাদা সুজিতের ওপর ভরসা করেছিল।
৩.	বাস কর্-	অক	তারা গ্রামে বাস করে।
৪.	ক্রাশ খা-	অক	ছাত্রীটি নতুন শিক্ষকের ওপর ক্রাশ খেয়েছে।
৫.	হোঁচট খা-	অক	তিনি সামনের গলিতে হোঁচট খেয়েছেন।
৬.	ঝাঁপ দে-	অক	বালকরা নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছিল।
৭.	চোট পা-	অক	জেঠিমা পায়ে চোট পেয়েছেন।
৮.	ঢুঁ মার্-	অক	তারা জমিদার-বাড়িতে ঢুঁ মারল।
৯.	লাফ মার্-	অক	ছেলেরা নদীতে লাফ মারছে।
১০.	উঁকি মার্-	অক	তৃষা ঘরে উঁকি মারল।

(১৭) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১৭: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k7t

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	থতমত খা-	অক	সে তখন থতমত খেয়েছিল।
২.	ডুব মার্-	অক	পিনাকি গতকাল ডুব মেরেছিল।

(১৮) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১৮: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k7t, ras-k1

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	টক্কর দে-	অক	সে এবার সুচরিতার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে।

(১৯) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ১৯: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k7t, rh

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	খাবি খা-	অক	সে এখন অফিসের কাজের চাপে খাবি খাচ্ছে।

(২০) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২০: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, k7t, rh

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	খাবি খা-	অক	সে এখন অফিসের কাজের চাপে খাবি খাচ্ছে।

(২১) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২১: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, r6-k2,

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	সমালোচনা কর্-	অক	তিনি লেখাটির সমালোচনা করেছেন।
২.	উদ্বোধন কর্-	সক	মন্ত্রীমশাই ট্রেনটির উদ্বোধন করলেন।
৩.	বন্দনা কর্-	সক	সে সরস্বতীর বন্দনা করে।
৪.	পরোয়া কর্-	সক	লোকটি টাকার পরোয়া করে না।
৫.	পকেট মার্-	সক	কে তার পকেট মারল?
৬.	পায়ে ধর্-	সক	লোকটি ছেলের চাকরির জন্য মন্ত্রীর পায়ে ধরেছিল।
৭.	পিছনে লাগ্-	সক	সে বাচ্চাটার পিছনে লেগেছে।
৮.	মাথা খা-	সক	সে ছেলেটার মাথা খেয়েছে।
৯.	প্রেমে পড়্-	সক	সুমন ওই মেয়েটির প্রেমে পড়েছে।

(২২) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২২: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, ras-k1

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	সাক্ষাৎ কর্-	অক	গবেষক লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে
২.	প্রেম কর্-	অক	সে নয়নের সঙ্গে প্রেম করছে
৩.	লড়াই কর্-	অক	নিতাই দেবুর সঙ্গে লড়াই করছে
৪.	খাপ খা-	অক	জামাটা প্যান্টের সঙ্গে খাপ খায়নি।
৫.	গুলতানি মার্-	অক	সে ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে গুলতানি মারছিল।

(২৩) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২৩: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, ras-k1, k3

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	সঙ্গত কর্-	অক	অসীম মেঘনার সঙ্গে গিটারে সঙ্গত করল।

(২৪) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২৪: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, ras-k1, k7

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	আলোচনা কর্-	অক	পিসেমশাই লোকটির সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছেন।

(২৫) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২৫: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, rd

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	দৃষ্টিপাত কর্-	অক	তিনি ফলকটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।
২.	ঢিল মার্-	অক	ছেলেটি পাখিটার দিকে ঢিল মারল।

(২৬) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২৬: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, rh

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	ছট্‌ফট্ কর্-	অক	সে ব্যথায় ছট্‌ফট্ করছে।

(২৭) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২৭: প্রয়োজনীয় উপাদান— k1, rt

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	অপেক্ষা কর্-	অক	জ্যোতি বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিল
২.	জেদ ধর্-	অক	মেয়েটি মেলায় যাওয়ার জন্য জেদ ধরেছে।

(২৮) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২৮: প্রয়োজনীয় উপাদান— k7p, k1

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	ঝিলিক মার্-	অক	তার মুখেও সামান্য হাসি ঝিলিক মারল।
২.	ফোসকা পড়্-	অক	গায়ে ফোসকা পড়েছে।
৩.	মরচে পড়্-	অক	আলমারিতে মরচে পড়েছে।

(২৯) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ২৯: প্রয়োজনীয় উপাদান— k7t, adv, k1

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	শীত পড়্-	অক	গতকাল বেশ শীত পড়েছিল।

(৩০) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৩০: প্রয়োজনীয় উপাদান— r6-k1

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	বিষম লাগ্-	অক	খোকার বিষম লেগেছে।
২.	ডাক পড়্-	অক	তোমার ডাক পড়েছে।

৩.	শীত কর্-	অক	তোমার শীত করছে?
৪.	ঘুম পা-	অক	আমার ঘুম পাচ্ছে।
৫.	রাগ হ-	অক	খুকুর রাগ হয়েছে?
৬.	মাথা ধর্-	অক	তোমার মাথা ধরেছে?
৭.	তাক লাগ্-	অক	সবার তাক লেগে গেল।

(৩১) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৩১: প্রয়োজনীয় উপাদান— r6-k1, k2,

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	মনে ধর্-	সক	ছবিটা তার মনে ধরেছে।
২.	চোখে লাগ্-	সক	বাড়িটা তাদের চোখে লেগেছে।
৩.	চোখে পড়্-	সক	ফাটলটা কার চোখে পড়েছিল?
৪.	মনে পড়্-	সক	তাকে তোমার মনে পড়ে?
৫.	গায়ে লাগ্-	সক	কথাটা তার গায়ে লাগছে কেন?

(৩২) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৩২: প্রয়োজনীয় উপাদান— r6-k1, K7,

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	মন লাগ্-	অক	এই কাজে আমার মন লেগেছে।

(৩৩) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৩৩: প্রয়োজনীয় উপাদান— r6-k1, rd

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	চোখ পড়্-	অক	তাদের চোখ পড়ল পোড়ো বাড়িটায়।

(৩৪) সংযুক্ত ক্রিয়া-কাঠামো ৩৪: প্রয়োজনীয় উপাদান— ras-k1, r6-k1

ক্রম	সংযুক্ত ক্রিয়ামূল	কর্মকত্ব	উদাহরণ
১.	সম্পর্ক হ-	অক	দেবায়নের সঙ্গে মিঠুর সম্পর্ক হয়েছিল।
২.	যুদ্ধ লাগ্-	অক	রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ লেগেছে।

তথ্যসূত্র

[১] সরকার, পবিত্র ও ইসলাম, রফিকুল (সম্পা.)। ২০১২। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ১ম খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী। পৃ. ২৭৮

উপসংহার

ব্যবহারের বিচারে যে কোনও পদের গঠন ও বিশ্লেষণ—মৌলিক দিক দুটি ব্যাকরণে বিশেষ স্থান দখল করে রাখে। আর সেটি যদি আধুনিক প্রযুক্তির ভাবনাকে পেছনে রেখে এগোতে থাকে, এই দুটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। মনে রাখতে হবে প্রকৃতির সৃষ্ট মানুষের ভাষার কাঠামো বোঝা, যা নানা ব্যতিক্রমের মধ্যে গড়ে ওঠে, সেটিকে বিশ্লেষণ করে দেখাটাই জরুরি। আবার একই রীতিতে যখন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করতে হয়ে তখন তার আরেক রীতি। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যের অর্থ ও গঠনের যে সংহতি তা একে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এর গঠন-প্রক্রিয়া, সংগঠিত রূপের বিশ্লেষণ অর্থাৎ পদের বিনির্মাণের প্রক্রিয়া যে সকল তথ্য দেয় সেখান থেকেই উপাত্তগুলিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা, সেগুলোর পারস্পারিক সম্পর্কের মধ্যে একটা যুক্তিজাল তৈরির প্রয়োজন হয়। গঠন বা বিশ্লেষণ রীতিতে প্রায়োগিক ক্রম অনুসারে সাজাতে হয়। এর বৈচিত্র্যের পরিসর অনেকখানি। পদের নির্মাণের বিমূর্ত রীতিগুলির পূর্ণ বর্ণনা, স্তরগুলির ভাষাতাত্ত্বিক চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। সেগুলিকে তালিকাভুক্ত করতে পারলেই যান্ত্রিক পরিসরে উপকরণের ব্যবহার তুলনায় সহজ হয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ তেমনি গঠন উপকরণগুলির বিন্যাসেরও রেখাচিত্র তৈরি করে দেয়। একই ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির কাঠামো বিনির্মাণের প্রক্রিয়াও নির্ভর করে তার অধোগঠনে লুকিয়ে থাকা উপকরণগুলির চরিত্রের ওপর। সেগুলিকে উন্মোচিত করতে করতে এগোতে হয়। এর মধ্য দিয়ে নির্মাণ-প্রক্রিয়া আর নির্মিত রূপের বিনির্মাণ দুটিই স্পষ্ট হয়ে যায়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে ক্রিয়াকে কেন্দ্রে রেখে বাক্যকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের রীতি গড়ে উঠেছে। কারণ, ক্রিয়ার সঙ্গেই অন্যান্য উপাদানগুলি বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। সেটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। যার জন্য আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে আর্গুমেন্ট, থিটা রোল প্রভৃতি বিষয়গুলির ধারণা

গড়ে উঠেছে। ভারতীয় ব্যাকরণ অনুযায়ী এগুলি অর্থাৎ, ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য উপাদানগুলি বিভিন্ন কারক সম্পর্কে বাঁধা থাকে। যার জন্য আধুনিক ভাষা-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কারক সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বাক্যে কতগুলি উপাদান থাকবে তা ক্রিয়ানির্দিষ্ট হয়। ধাতু বা ক্রিয়ামূল যখন ক্রিয়াপদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তার মধ্যে কতগুলি বিষয় জড়িয়ে থাকে। ধাতুর সঙ্গে ব্যবহৃত ক্রিয়াবিভক্তিগুলি থেকেও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া সম্ভব। ফলত ক্রিয়াকে, ক্রিয়ার চরিত্রকে ঠিক ঠিক করে বুঝে নিতে পারলে সুবিধা। সেই বিষয়গুলি গবেষণা অভিসন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা অংশে অর্থাৎ **প্রথম অধ্যায়ে** গবেষণাটিতে ব্যাকরণের ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। সেটিই এই অনুসন্ধানের উৎস। কাজটি কোন পথে এগোবে, গবেষণার উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণে যে আলোচনা হয়েছে তারই একটা পরিলেখ তৈরির চেষ্টা রয়েছে। চেষ্টা করার হয়েছে আলোচনার একটা ফ্রেম তৈরির। তারই প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

যেকোনও গবেষণার কিছু অভিমুখ থাকে। এ জন্য লক্ষ্য স্থির রাখা জরুরি। তাই বর্তমান গবেষণা বা অনুসন্ধানের লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য মনস্থির করা হয়েছিল তার কিছুটা বর্ণনা অধ্যায়গুলিতে রয়েছে। ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ামূল বা ধাতুর অধোগঠনের ব্যাকরণের বৈচিত্র্য চমৎকৃত করেছে। অনালোচিত বহু বিষয় নজরে এসেছে। যদিও একটি পরিসরে পুরোটা ধরে ফেলা মুশকিল। কারণ, একটি ধাতু তার বাক্য গঠনের সম্ভাব্য উপকরণের বৈচিত্র্য, বাক্য-নিরপেক্ষভাবে একরকম আবার বাক্যের সাপেক্ষে আরেক রূপ ধারণ করে। এটি আলোচিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

বাংলা ব্যাকরণের সূচনাকাল থেকেই এই উদ্যোগ ছিল। কিন্তু সেগুলির প্রতিটির উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কখনও ভাষার উৎসের আলোচনায়, কীভাবে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন ঘটেছে (ODBL), কখনও বা পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (*ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যকরণ* সহ অন্যান্য ব্যাকরণ)। এছাড়া

ভাষাতত্ত্বের বিবর্তন অনুসারে ক্রিয়ার আলোচনা যেমন হয়েছে (কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য, পবিত্র সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত প্রমুখ) তেমনি আধুনিক প্রযুক্তিতেও এর আলোচনা হয়েছে (সোমা পাল, সংযুক্তা ঘোষ, নীলাদ্রীশেখর দাশ প্রমুখ)। তাই বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস দীর্ঘ না হলেও 'বাংলা ক্রিয়া' নিয়ে আলোচনার কমতি নেই। ভাষার অন্যান্য উপাদানগুলি তুলনায় ক্রিয়ার সঙ্গে বেশি জড়িয়ে থাকে। পূর্ববর্তী গবেষকরা কী কী আলোচনা করেছেন এবং কোন দিকগুলি অনালোচিত থেকে গিয়েছে কিংবা কম চর্চিত হয়েছে সেই বিষয়গুলি বর্ণনা করার দিকে নজরও দেওয়া হয়েছে খানিকটা।

সামগ্রিকভাবে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত বিষয়গুলিকে উদ্দেশ্যের পরিপূরক বিষয় হিসেবে সুসংহতভাবে উপস্থাপনার জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করা প্রয়োজন। সে বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে এখানে।

প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে যে বিষয়গুলি উত্থাপিত, সেই ধারাবাহিকতায় প্রযুক্তির সাপেক্ষে একটা ধারণা প্রয়োজন। সেটি বর্ণনা করা হয়েছে **দ্বিতীয় অধ্যায়ে**। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণ থেকে তাই ব্যাপারটি একটু ভিন্ন। এখানে ব্যাকরণের মৌলিক বিষয়ের তেমন পরিবর্তন ঘটে না। তবে ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণের কাঠামোর ভেতরে, যেগুলি মানুষ সাধারণ ভাবে উপলব্ধি করে নিতে পারে, সেগুলিকে কাঠামোর উপকরণ হিসেবে বাইরে বের করে আনা জরুরি। সে দিকেই বেশি নজর ছিল এই অভিসর্ন্ধভে। কারণ মেশিনকে ভাষা, ভাষার নিয়মকানুন বোঝাতে গেলে ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। যদিও এখানে মনে রাখতে হবে যে গঠন প্রক্রিয়া বেশ গতিশীল ও বহু দিককে যুক্ত করে (dynamics) করে করা দরকার। মানুষের সৃজনশীলতা ও কারিগরি সে তুলনায় ভিন্ন। মেশিনের পরিসরে এটি বেশ কঠিন। এছাড়াও ক্রমাগত ধাতুর পরিবর্তনে গঠনের স্তরে স্তরে উপাত্তের পরিবর্তন ঘটে, উপাত্তের সেই সজ্জার ব্যাপারটিতে বিশ্লেষিত উপাদানের বৈয়াকরণিক চরিত্র নির্ধারণ করা দরকার।

ভাষা-প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রটি খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্তমানে এই ক্ষেত্রটিতে চর্চার জোয়ার এসেছে। তার জন্য ভাষা-প্রযুক্তিতেও রীতিনীতির বাঁকবদল ঘটছে দ্রুত। ফলত রীতি বদলের সঙ্গে ভাষা-বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণও পরিবর্তিত হয়। এতে আর যাই হোক নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে থাকে। সব ভাষা-বিশ্লেষণেই এটির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভাষা-প্রযুক্তির এই পরিসরে 'সাপেক্ষ ব্যাকরণ'-এর কয়েকটি দিককে মাত্রা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বিষয়গুলোর অনুশীলনের দৃষ্টান্তে বাংলার জন্য উপযুক্ত বিষয়গুলো দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও এ ব্যাকরণের পূর্ণতার সাপেক্ষে বিক্ষিপ্ত। তবে বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট পরিসরে সেগুলির ঘনিষ্টতা খেয়ালে রেখেই এই আলোচনা এগিয়েছে।

ভাষা-প্রযুক্তিতে প্রাকৃতিক ভাষা (natural language)-কে processing বা ব্যবহারের উপযোগী করা ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়। পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রযুক্তিগত পরিসরে কার্যকরী করার যে প্রয়াস চলছে সেটি প্রাধান্য পেয়েছে। ধাতু ও তার পরিপূরক উপাদান, যা ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণে কারক-সম্পর্কে আলোচিত সেটি অনুসরণ করা হয়েছে।

ক্রিয়াপদের মূলে থাকে ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে তবে বাক্যে প্রযুক্ত হয়। একটি ভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মে যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বাক্য তৈরি সম্ভব হয়, তার কেন্দ্রে থাকে সমাপিকা ক্রিয়া, তার অভ্যন্তরে ধাতু। ধাতু বাক্যের নানা উপকরণকে আকাঙ্ক্ষা-সম্পর্কে বেঁধে রাখে। বাক্য বসলেই সেই উপকরণগুলি ব্যবহারের সম্ভাবনা জন্ম নেয়। অর্থাৎ, ধাতু থেকেই বিভিন্ন তথ্য ও অর্থ পরিস্ফুট হয়।

বাক্যে এই ধাতুর প্রাতিপাদিক অবয়ব নানা ধরনের। **তৃতীয় অধ্যায়ে** ধাতুপ্রকৃতি বা ক্রিয়ামূলের গঠনগত বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। ধাতুগুলিকে গঠন ও অর্থ অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এক একটি ভাষায় মৌল ধাতুর সংখ্যা নির্দিষ্ট। সেগুলিকে কীভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে তা

পর্যালোচিত হয়েছে। ব্যাকরণে যেভাবে আলোচিত হয়েছে সেই অনুযায়ী ধাতুগুলির শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ধাতুর বিন্যাসের নানা মাত্রা রয়েছে। কখনও ধাতুগুলির উৎস অনুসারে বিন্যস্ত করা যেতে পারে, আবার কখনও ধাতুর স্বনিমের চরিত্র অনুসারে বা দল অনুসারে। তবে এগুলি ক্রিয়াপদের গঠনে, বা ধাতুজাত অন্যান্য পদ গঠনে ধ্বনিপরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরে। এছাড়া ধাতুর ঐতিহাসিক বিবর্তনও ধাতুর শ্রেণিবিন্যাসে সহায়তা করে। বর্তমান আলোচনায় ধাতুর ঐতিহাসিক বিষয়টি জরুরি নয়। কিন্তু সেগুলির তথ্য অনেক সময় বর্তমান বিশ্লেষণকে সহায়তা করে। কারণ তা ব্যবহারিক সংশয় দূর করে। ধাতুর ব্যুৎপত্তি নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ও অভিধানকারদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

মৌল ধাতু থেকে নতুন নতুন জটিল ধাতুমূল বা ক্রিয়ামূল তৈরি করে ভাষা ব্যবহারকারী। অর্থাৎ ভাষায় যতগুলি মৌল ধাতু রয়েছে সেগুলি দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটে না। তাই নতুন নতুন জটিল ক্রিয়ামূল তৈরি করা হয়। এগুলি হল সাধিত ক্রিয়ামূলের একটা বিশেষ রীতি। এই সাধিত ধাতুমূলগুলির মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারে ণিজন্ত ক্রিয়া এবং নামধাতু বেশি বৈচিত্র্যময়। সেজন্য এই অধ্যায়েই এই দুই রীতির ধাতুমূলের পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ণিজন্ত ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বোঝা গিয়েছে এই ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত। এর খানিকটা অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে কিছু চিরাচরিত ধারণার ব্যতিক্রম রয়েছে। ণিজন্ত ক্রিয়ামূল মৌল ধাতুর উপকরণ থেকে ভিন্ন। এখানে বিশেষ্য পদগুচ্ছের সংযোজন ঘটে। যখন এই ধাতুমূলগুলি বাক্যে বসে তখন এগুলির অনুপ্রবেশ ঘটে বাক্যের উপকরণ হিসেবে। সাধারণভাবে সব ধাতুরই ণিজন্ত রূপ থাকার কথা। কিন্তু বিন্যাসে এটি প্রতিষ্ঠিত যে বেশ কিছু ধাতু রয়েছে যেগুলির ণিজন্ত রূপ পাওয়া যায় না। ধাতু থেকে ণিজন্ত ক্রিয়ামূল গঠনের বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে। সাধারণভাবে ধাতু সঙ্গে '-আ-' বা '-ওয়া-' প্রত্যয় যোগে ণিজন্ত ধাতু উদ্ভূত হয়। এখানে লক্ষণীয় হল সাধারণত ণিজন্ত ক্রিয়ামূল একপদী, কিন্তু এর ব্যতিক্রম রয়েছে বাংলায়। এমন অনেক ণিজন্ত ক্রিয়ামূল রয়েছে যেখানে সংযুক্ত ক্রিয়া বা যৌগিক ক্রিয়া গঠনের রীতি অনুসরণ করে। বৈচিত্র্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

সমান্তরালভাবে অন্যান্য সাধিত ক্রিয়ামূলের মধ্যে নামধাতু অন্যতম। নামধাতুর ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম রয়েছে। কিছু নামধাতুর মূল যেমন নাম-শব্দের সঙ্গে '-আ-' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয় তেমনি কিছু শব্দ আবার ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্য দিয়েও এই চরিত্রের অধিকারী হয়। এভাবেই ভাষায় গৃহীত হয়েছে। সেগুলির পৃথক বিন্যাস প্রয়োজন । কারণ প্রযুক্তি প্রক্রিয়াকরণে সেগুলি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সম্ভাব্য নামধাতুমূলগুলি বিশ্লেষণ করে সেই উপাত্তগুলির পৃথক করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, বাংলায় নামধাতুর মূল গঠন একটি উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া।

সন্দর্ভের **চতুর্থ অধ্যায়ে** ধাতুগুলির পরিপূরক উপাদানের গঠনগত ভূমিকা অনুসারে ধাতুগুলিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ভাষায় এটি সবচেয়ে জরুরি। কারণ, এই পরিপূরক উপাদানই ক্রিয়ার সঙ্গে কারক সম্পর্কে থেকে বাক্যের রূপ বদলে দেয়। ধাতুগুলির যে বস্তুনিষ্ঠ সংগঠন রয়েছে তাতে যেমন অর্থের দিকটি এই পর্যায়ভুক্ত তেমনি তার আর্গুমেন্ট স্ট্রাকচার। একটি বাক্যে কতগুলি উপাদান বা বিশেষ্যগুচ্ছ থাকবে তা ক্রিয়ামূল নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ, জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিটি ধাতুর জন্য আর্গুমেন্ট সংখ্যা নির্দিষ্ট। যার ব্যতিক্রম ঘটলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণতা লাভে বাধা পেতে পারে। এবং প্রতিটি আর্গুমেন্ট ধাতুটির সঙ্গে কারক বা থিটা যাই বলা হোক না কেন—সম্পর্কে বাঁধা থাকে।

সকল ব্যাকরণে আবশ্যিক উপাদানের মধ্যে কর্মের ভূমিকা জরুরি, বাক্যের স্বরূপ নির্ধারণে এটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণে ধাতু বা ক্রিয়ামূলগুলিকে এই কর্মকে কেন্দ্রে রেখে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কর্ম ছাড়া অন্যান্য উপাদানের নিরিখে বাংলা ধাতুগুলির বস্তুনিষ্ঠ শ্রেণীবিভাগ করা নেই। এই গবেষণার সন্দর্ভে কর্তা-কর্ম সহ অন্যান্য আবশ্যিক পরিপূরক উপাদানের নিরিখে ধাতুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটির কাঠামো এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সেজন্য বাংলা ধাতুগুলির আর্গুমেন্টের সংখ্যা এবং সম্পর্কগুলি বিচার করে কতগুলি আদল পাওয়া যায় তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ, কিছু ধাতু বা ক্রিয়ামূল ক্ষেত্রে রয়েছে কর্তা, কর্ম ও করণ (k1, k2, k3) আবশ্যিক উপাদান, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কর্তা ও স্থানাধিকরণ (k1, k7p), আবার কোথাও বা কর্তা, কর্ম, অধিকরণ (k1, k2, k7p) ইত্যাদি হল আবশ্যিক উপাদান।

এই অনুসারে বাংলায় ব্যবহৃত উপাদানের বৈচিত্র্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে ধাতুগুলির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি খানিকটা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ধাতুগুলির বাক্য নিরপেক্ষ যে অর্থ ও তার পরিপূরক আবশ্যিক উপাদান, সেগুলি অর্থাৎ ধাতু যখন বাক্যে ক্রিয়াপদরূপে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই অর্থ ও উপাদানগুলির পরিবর্তন ঘটতে পারে। কারণ, যখন প্রসঙ্গের বদল ঘটে যায় কিংবা বক্তা কী বলতে চায়, এই ব্যবহার তার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, একটি ধাতু তার নিজস্ব আভিধানিক অর্থ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। ধাতুর এই প্রায়োগিক অর্থ বদলে গেলে আর্গুমেন্ট সংখ্যা ও সম্পর্কেও পরিবর্তন আসতে পারে। কীভাবে সেগুলি গণনার মধ্যে আনা যায় তা আলোচিত হয়েছে। সেজন্য নির্বাচিত কয়েকটি ধাতু নিয়ে এই বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। তার জন্য ক্রিয়া-কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যাকরণে উপাত্তের উপস্থাপনা একটি জরুরি বিষয়। ধাতুর সঙ্গে সম্ভাব্য উপাত্তগুলির একটি সজ্জা প্রতিটি ধাতুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিন্যস্তে থাকলে ধাতুর ব্যবহারিক উপযোগিতা বাড়ে। সে কারণে ধাতুর সাপেক্ষ বিশেষ্যজাতীয় এই আবশ্যিক উপাদানগুলি (obligatory arguements), এগুলির বৈয়াকরণিক বর্গ (grammatical category), ধাতুর সঙ্গে সম্পর্ক (কারক সম্পর্ক), সম্ভাব্য বিভক্তি (verbal inflections) একটি কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এটিকেই বলা হয়েছে ক্রিয়া-কাঠামো। এই সন্দর্ভে বাংলা ক্রিয়া-কাঠামোর প্রাথমিক কিছু বর্ণনা রয়েছে। কোনো ধাতু ব্যবহার করলে কোন উপকরণগুলি ধাতুর সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী হতে পারে সেগুলি এই কাঠামোর মধ্যে সজ্জিত থাকে, এমনকি যে পদগুচ্ছগুলি বা বিশেষ্যগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলির বর্গ নির্ণয়ও করা যেতে পারে এই কাঠামোয়। কারক সম্পর্ক অনুসারে সম্ভাব্য-কারক বিভক্তি ও সংযুক্ত করা যেতে পারে,তাই এই ক্রিয়া কাঠামো প্রযুক্তিতে কার্যকারী তো হবে, ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণকেও সমৃদ্ধ করবে। ভারতে এই ক্রিয়া-কাঠামো নির্মাণের কাজ হয়েছে, কিছু ভাষায় কাজ চলছে। বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে অল্প বিস্তর হলেও তা বিক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আঙ্গিকে। এই ব্যাপারটি অনুসন্ধান চলছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন নিয়ে। বাক্যের অর্থের সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতার বিচারে ক্রিয়াপদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণ ব্যাকরণে এই বিন্যাস পরিচিত—সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়া। সাধারণভাবে এগুলি আলোচিত হলেও এর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে যেটি নির্ধারণ করে নেওয়া দরকার। এই অধ্যায়ে সেটি আলোচিত।

ধাতুগুলি যখন সমাপিকা ক্রিয়ারূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন ধাতুগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। এই ক্রিয়াবিভক্তি কখনও কখনও এক বা একাধিক বিভক্তিও থাকে, কখনও কখনও বিভক্তি শূন্য রূপে বিরাজ করে। একাধিক ক্রিয়াবিভক্তি থাকলে, সেগুলি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে বসে পদের মধ্যে। বিভক্তি কখন শূন্য হয়, কখন একটি যুক্ত হয় তা যেমন আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি একাধিক বিভক্তি যুক্ত হলে বিভক্তির ক্রমটির স্বরূপ কেমন—সম্যকভাবে জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ক্রিয়ার কাল, প্রকার বিভক্তি বাক্যের অর্থকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, যৌগিক ক্রিয়ার গঠনে অসমাপিকা ক্রিয়ার বিষয়টি আবশ্যিক। কারণ, সেখানে একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে একটি সহকারী ক্রিয়ার সংযোগে যৌগিক ক্রিয়ামূল তৈরি হয়। যেমন—'বলে ফেল্' যৌগিক ক্রিয়ামূলের 'বলে' অসমাপিকা ক্রিয়া। সেজন্য এই অধ্যায়ে সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন ও তার বিভক্তি বিন্যাস সন্দর্ভের আবশ্যিক অংশ।

পরের অধ্যায় **(ষষ্ঠ অধ্যায়)**-টির আলোচনার বিষয়বস্তু 'যৌগিক ক্রিয়া'। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে ধাতুর বৈচিত্র্যের ভাণ্ডারে অন্যতম উপাদান। কারণ মৌল ধাতু, সাধিত ধাতু ব্যবহারের বাইরেও ক্রিয়াপদের প্রয়োজন মেটাতে পারে এই জটিল ক্রিয়ামূল। কিন্তু পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত মৌল ধাতু, সাধিত ধাতু, ধাতুর পরিপূরক উপাদান ইত্যাদির সাপেক্ষে যৌগিক ক্রিয়ামূলের কাঠামোটি ক্রিয়াপদ আলোচনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সব উপকরণের যোগে তৈরি হয় এই জটিল ক্রিয়ামূল।

অন্যান্য ভাষাতেও এই বিষয়ে অনেক গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাওয়া যায়। এতদ্ সত্ত্বেও লক্ষ করা যায় যে বহু ক্ষেত্র রয়েছে যা অনালোচিত আজও। এই সন্দর্ভে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে যৌগিক

ক্রিয়াগুলি নিয়ে কিছু পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করার ফলে যে বিশেষ চিত্র ধরা পড়েছে, তা আলোচিত হয়েছে। সহকারী ক্রিয়ার সংখ্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যৌগিক ক্রিয়ায় যে দুটি ক্রিয়া নিয়ে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠিত হয় তার দ্বিতীয় ক্রিয়া হিসাবে কোন কোন ধাতুগুলি ব্যবহৃত হতে পারে তা ভাষায় নির্দিষ্ট। সেগুলিই ঘুরেফিরে বিভিন্ন প্রথম ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়ামূল গঠন করে। পূর্ববর্তী গবেষকগণ এই সহকারী ক্রিয়ার যে সংখ্যা জানিয়েছেন বর্তমান গবেষণায় সেই পরিসংখ্যানের পরিবর্তন ঘটেছে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধাতুগুলি ছাড়াও আরও বেশ কিছু ধাতু পাওয়া গিয়েছে যেগুলি সহকারী ক্রিয়া হিসেবে যৌগিক ক্রিয়া গঠনে ভূমিকা নেয়। সেগুলির তালিকা ও উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ রয়েছে। এছাড়াও বিশেষ ভাবে একক ধাতুর যেমন আবশ্যিক আর্গুমেন্ট থাকে, সেই রীতি অনুসারে যখন দুটি ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়ার মূল গঠিত হয় তখন তার আবশ্যিক উপাদানগুলির কীভাবে বাক্য নিরপেক্ষে মূলের সঙ্গে থাকে সেটি এখানে আলোচিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রটি বহুল বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। সেই সকল বৈচিত্র্যের কিছু বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

যৌগিক ক্রিয়ামূলের মতোই আলোচিত হয়েছে বাংলা জটিল ক্রিয়ামূল গঠনের আরেক রীতি হল ‘সংযুক্ত ক্রিয়া’ যা **সপ্তম অধ্যায়ে** আলোচিত হয়েছে। ধাতু বৈচিত্র্যের ভাণ্ডারে এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনেক সময় মৌল ধাতুর পরিবর্তে সংযুক্ত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। তবে অনেক সময় ভাব ব্যক্ত করতে ভাষায় যতগুলি মৌল কিংবা সাধিত ধাতু আছে তা পর্যাপ্ত নয়। সেই অভাব পূরণে সংযুক্ত ক্রিয়ার ব্যবহার আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

এর গঠনের রীতি অনুযায়ী একটি নামপদ ও একটি ধাতু মিলে সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠিত হয়। তবে এর মধ্যে কতগুলি বিষয় ও বৈচিত্র্য রয়েছে। সকল নামপদ যেমন সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠনের উপযোগী নয় তেমনই ধাতুও। যে ধাতুগুলি সংযুক্ত ক্রিয়া গঠনে সহায়তা করে করে সেগুলিকে ‘সহযোগী ক্রিয়া’ বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষার সমস্ত ধাতু এই জাতীয় ক্রিয়ামূল গঠনে সক্ষম নয়। সেজন্য সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে কতগুলি ধাতু সংযুক্ত ক্রিয়ামূল গঠনে অংশ

নেয়। সঙ্গে সম্ভাব্য নামপদগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলি এই রকম ক্রিয়ামূল গঠনে সহায়তা করে। নামপদগুলিরও নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। সেগুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মৌল ধাতুগুলির যেমন আভিধানিক অর্থ ও উপাদান সংগঠন থাকে তেমনি সংযুক্ত ক্রিয়ামূলেরও এই বিষয়গুলি থাকে। বাংলায় বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি ধাতু যেগুলি সহযোগে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠিত হলে তার অর্থ ও আবশ্যিক উপাদানের গঠন কেমন হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে অন্বয়গত কতকগুলি প্যাটার্ন পাওয়া যায় তা আলোচিত হয়েছে।

এই কাজের মধ্যে একটি বিষয় উল্লেখ্য তা হল ধাতু ও ক্রিয়া ব্যবহারের যে সকল উপাদান উৎস উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে, চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি বিভাগে যত বেশি সংখ্যক উপাত্তের সমাবেশ ঘটানো যায়। কিন্তু ভাষায় এই উদ্যোগে একটা সহজাত অপূর্ণতা রয়েছে। বিষয়টি একটি উন্মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্র। বাংলা ক্রিয়ার এই বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষাপটে যে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা নজরে এসেছে। ক্রিয়াপদের ব্যবহারের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। তার সবগুলি এই আলোচনায় যুক্ত করা গেল না। ধাতুর ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহারের বাইরে যে ব্যবহার তা এই আলোচনায় ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হলো না, মনে হয়েছে এই বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। এই প্রয়াসে লক্ষ্য যা ছিল তার সামান্যই বোধ হয় আহরণ করা গেল। বাকিটা যাঁরা গবেষণায় কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেবেন তাঁরাই সঠিকভাবে বলতে পারবেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলি গাণিতিক নিয়মে সাজিয়ে দিতে পারলে প্রযুক্তির গবেষকদের সুবিধা হতো হয়তো। শুধু তাই নয় ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণ চর্চার পরিসরটিও সমৃদ্ধ হতো। সেকাজ প্রয়োজন হলে গবেষকরা করে নেবেন নিশ্চয়। আগামী গবেষক, ভাষাজিজ্ঞাসুদের এই গবেষণালব্ধ তথ্য সামান্যতম কাজে এলেও দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করি।

পরিশিষ্ট ১

ধাতু-তালিকা:

একপদিক নির্বাচিত ধাতু বা ক্রিয়ামূল তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকায় ণিজন্ত ক্রিয়াগুলিকে রাখা হয়নি। প্রতিটি ধাতুর পাশে তার কর্মকত্ব দেওয়া হল।

১.	আঁক্-	:	সক
২.	আঁক্ড়া-	:	সক
৩.	আঁচা-	:	সক
৪.	আঁচ্ড়া-	:	সক
৫.	আঁট্-	:	অক/সক
৬.	আঁত্কা-	:	অক
৭.	আওড়া-	:	সক
৮.	আগা-	:	অক
৯.	আগ্লা-	:	সক
১০.	আছ্-	:	অক
১১.	আছ্ড়া-	:	অক/সক
১২.	আট্কা-	:	অক/সক
১৩.	আন্-	:	সক
১৪.	আস্-	:	অক
১৫.	উগ্রা-	:	সক
১৬.	উছ্লা-	:	অক
১৭.	উথ্লা-	:	অক
১৮.	উপ্চা-	:	অক
১৯.	উপ্ড়া-	:	অক/সক

২০.	উব্-	:	অক
২১.	উল্টা-	:	অক/সক
২২.	উস্কা-	:	সক
২৩.	এলা-	:	অক/সক
২৪.	ওঁচা-	:	সক
২৫.	ওঠ্-	:	অক
২৬.	ওড়্-	:	অক
২৭.	কচ্কা-	:	অক
২৮.	কচ্টা-	:	অক
২৯.	কড়্কা-	:	সক
৩০.	কপ্চা-	:	সক
৩১.	কব্লা-	:	সক
৩২.	কম্-	:	অক
৩৩.	কর্-	:	সক
৩৪.	কষ্-	:	অক
৩৫.	কাঁকা-	:	সক
৩৬.	কাঁচা-	:	অক/সক
৩৭.	কাঁদ্-	:	অক
৩৮.	কাঁপ্-	:	অক
৩৯.	কাচ্-	:	সক
৪০.	কাট্-	:	অক/সক
৪১.	কাড়্-	:	সক
৪২.	কাতরা-	:	অক
৪৩.	কামড়া-	:	অক/সক
৪৪.	কামা-	:	সক
৪৫.	কামা-	:	সক
৪৬.	কাশ্-	:	অক
৪৭.	কিটা-	:	অক
৪৮.	কিলা-	:	সক
৪৯.	কুড়া-	:	সক

৫০.	কুলা-	:	অক/সক
৫১.	কেন্-	:	সক
৫২.	কোঁকা-	:	অক
৫৩.	কোঁক্ড়া-	:	অ-B
৫৪.	কোঁচা-	:	সক
৫৫.	কোঁচ্কা-	:	অক
৫৬.	কোঁড়্-	:	সক
৫৭.	কোট্-	:	সক
৫৮.	খস্-	:	অক
৫৯.	খা-	:	সক
৬০.	খাঁক্রা-	:	অক
৬১.	খাট্-	:	অক
৬২.	খাব্লা-	:	সক
৬৩..	খাম্চা-	:	অক/সক
৬৪.	খিঁচা-	:	সক
৬৫.	খিঁচ্-	:	সক
৬৬.	খিঁচ্ড়া-	:	অক
৬৭.	খিম্চা-	:	সক
৬৮.	খুঁচ্ড়া-	:	সক
৬৯.	খেদা-	:	সক
৭০.	খেপ্-	:	অক
৭১.	খেল্	:	অক/সক
৭২.	খোঁজ্-	:	সক
৭৩.	খোঁট্-	:	সক
৭৪.	খোঁড়্-	:	সক
৭৫.	খোয়া-	:	সক
৭৬.	খোল্-	:	অক/সক
৭৭.	গজা-	:	অক
৭৮.	গজ্রা-	:	অক
৭৯.	গড়া-	:	অ

৮০.	গড়্-	:	অক/সক
৮১.	গর্জ্-	:	অক
৮২.	গল্-	:	অক
৮৩.	গা-	:	স
৮৪.	গাঁজা-	:	অক
৮৫.	গাঁথ-	:	অক/সক
৮৬.	গাড়্-	:	অক/সক
৮৭.	গাদ্-	:	সক
৮৮.	গাল্	:	সক
৮৯.	গুঁড়া-	:	সক
৯০.	গুঁতা-	:	সক
৯১.	গুম্‌রা-	:	অক
৯২.	গেঁজা- (গ্যাঁজা-)	:	অক
৯৩.	গেল্-	:	সক
৯৪.	গোঁজ্-	:	সক
৯৫.	গোঙা-	:	অক
৯৬.	গোছা-	:	সক
৯৭.	গোটা-	:	অক/সক
৯৮.	গোন্-	:	সক
৯৯.	গোলা-	:	অক
১০০.	গোল্-	:	অক/সক
১০১.	ঘট্-	:	অক
১০২.	ঘনা-	:	অক
১০৩.	ঘষ্-	:	সক
১০৪.	ঘষ্‌টা-	:	সক
১০৫.	ঘাঁট্-	:	সক
১০৬.	ঘাব্‌ড়া-	:	অক
১০৭.	ঘাম্-	:	অক
১০৮.	ঘুমা-	:	অক
১০৯.	ঘেঁস- (ঘ্যাঁস্-)	:	অক

১১০.	ঘের্-	:	সক
১১১.	ঘোঁট্-	:	সক
১১২.	ঘোচ্-	:	অক
১১৩.	ঘোর্-	:	অক
১১৪.	ঘোল্-	:	সক
১১৫.	চট্-	:	অক
১১৬.	চট্কা-	:	সক
১১৭.	চড়া-	:	সক
১১৮.	চড়্-	:	অক
১১৯.	চম্কা-	:	অক
১২০.	চর্-	:	অক
১২১.	চল্-	:	অক
১২২.	চল্কা-	:	অক
১২৩.	চষ্-	:	সক
১২৪.	চা-	:	সক
১২৫.	চাঁচ্-	:	সক
১২৬.	চাখ্-	:	সক
১২৭.	চাট্-	:	সক
১২৮.	চাপ্-	:	অক/সক
১২৯.	চাপ্ড়া-	:	সক
১৩০.	চাল্-	:	সক
১৩১.	চিপ্টা-	:	অক/সক
১৩২.	চিম্টা-	:	সক
১৩৩.	চিল্লা-	:	অক
১৩৪.	চুপ্সা-	:	অক
১৩৫.	চুল্কা-	:	অক/সক
১৩৬.	চেঁচা-	:	অক
১৩৭.	চেড়্-	:	সক
১৩৮.	চেতা-	:	সক
১৩৯.	চেন্-	:	সক

১৪০.	চেপ্-	:	সক
১৪১.	চেবা-	:	সক
১৪২.	চোকা-	:	অক
১৪৩.	চোবা-	:	সক
১৪৪.	চোয়া-	:	অক
১৪৫.	চোষ্-	:	সক
১৪৬.	ছট্কা-	:	অক
১৪৭.	ছড়া-	:	অক/সক
১৪৮.	ছল্কা-	:	অক
১৪৯.	ছা-	:	অক/সক
১৫০.	ছাঁক্-	:	সক
১৫১.	ছাঁট্-	:	সক
১৫২.	ছাঁদ্-	:	সক
১৫৩.	ছাড়্-	:	অক/সক
১৫৪.	ছাপ্-	:	অক/সক
১৫৫.	ছিট্কা-	:	অক/সক
১৫৬.	ছিনা-	:	সক
১৫৭.	ছেঁচ্ড়া-	:	সক
১৫৮.	ছেঁড়্-	:	অক/সক
১৫৯.	ছেচ্- (ছ্যাঁচ্-)	:	সক
১৬০.	ছোঁ-	:	সক
১৬১.	ছোট্-	:	অক
১৬২.	ছোড়্-	:	সক
১৬৩.	ছোব্লা-	:	সক
১৬৪.	ছোল্-	:	সক
১৬৫.	জপ্-	:	সক
১৬৬.	জম্-	:	অক
১৬৭.	জাগ্-	:	অক
১৬৮.	জান্-	:	সক
১৬৯.	জাপ্টা-	:	সক

১৭০.	জুড়া-	:	অক
১৭১.	জুতা-	:	সক
১৭২.	জেত্-	:	অক/সক
১৭৩.	জোগা-	:	সক
১৭৪.	জোট্-	:	অক
১৭৫.	জোড়্-	:	অক
১৭৬.	জ্বল্-	:	অক
১৭৭.	জ্বাল্-	:	সক
১৭৮.	ঝর্-	:	অক
১৭৯.	ঝল্কা-	:	অক
১৮০.	ঝাঁকা-	:	সক
১৮১.	ঝাঁটা-	:	সক
১৮২.	ঝাড়্-	:	সক
১৮৩.	ঝাপ্টা-	:	অক/সক
১৮৪.	ঝাম্রা-	:	অক/সক
১৮৫.	ঝাল্-	:	সক
১৮৬.	ঝিমা-	:	অক
১৮৭.	ঝোঁক্-	:	অক
১৮৮.	ঝোড়্-	:	সক
১৮৯.	ঝোল্-	:	অক
১৯০.	টকা-	:	অক/সক
১৯১.	টক্-	:	অক
১৯২.	টপ্কা-	:	সক
১৯৩.	টল্-	:	অক
১৯৪.	টস্-	:	অক
১৯৫.	টাঙা-	:	সক
১৯৬.	টাটা-	:	অক
১৯৭.	টান্-	:	সক
১৯৮.	টেক্-	:	অক
১৯৯.	টেপ্-	:	সক

২০০.	টোক্-	:	সক
২০১.	ঠক্-	:	অক
২০২.	ঠাওরা-	:	সক
২০৩.	ঠাস্-	:	সক
২০৪.	ঠিক্‌রা-	:	অক/সক
২০৫.	ঠেক্- (ঠ্যাক্-)	:	অক
২০৬.	ঠেঙা- (ঠ্যাঙা-)	:	সক
২০৭.	ঠেল্- (ঠ্যাল্-)	:	সক
২০৮.	ঠেস্- (ঠ্যাস্-)	:	অক
২০৯.	ঠোক্-	:	সক
২১০.	ঠোক্‌রা-	:	সক
২১১.	ডল্-	:	সক
২১২.	ডাক্-	:	অক/সক
২১৩.	ডাব্-	:	সক
২১৪.	ডিঙা-	:	সক
২১৫.	ডুক্‌রা-	:	অক
২১৬.	ডোব্-	:	অক
২১৭.	ঢল্-	:	অক
২১৮.	ঢাক্-	:	অক/সক
২১৯.	ঢাল্-	:	সক
২২০.	ঢোঁড়্-	:	সক
২২১.	ঢোক্ -	:	অক
২২২.	ঢোল্-	:	অক
২২৩.	তড়্‌পা-	:	অক
২২৪.	তলা-	:	অক
২২৫.	তাকা-	:	অক
২২৬.	তাড়া-	:	সক
২২৭.	তাতা-	:	অক/সক
২২৮.	তিতা-	:	অক
২২৯.	তুব্‌ড়া-	:	অক

২৩০.	তেলা- (ত্যালা-)	:	সক
২৩১.	তোত্‌লা-	:	অক
২৩২.	তোল্‌-	:	সক
২৩৩.	থম্‌কা-	:	অক
২৩৪.	থাক্‌-	:	অক
২৩৫.	থাব্‌ড়া-	:	সক
২৩৬.	থাম্‌-	:	অক
২৩৭.	থিতা-	:	অক
২৩৮.	থেঁত্‌লা- (থ্যাত্‌লা-)	:	অক/সক
২৩৯.	থো-	:	সক
২৪০.	দল্‌-	:	সক
২৪১.	দাঁড়া-	:	অক
২৪২.	দাগা-	:	অক
২৪৩.	দাপা-	:	অক/সক
২৪৪.	দাবা-	:	সক
২৪৫.	দাব্‌ড়া-	:	সক
২৪৬.	দুষ্‌-	:	সক
২৪৭.	দে-	:	সক
২৪৮.	দেখ্‌- (দ্যাখ্‌-)	:	সক
২৪৯.	দো-	:	সক
২৫০.	দোল্‌-	:	অক
২৫১.	দৌড়া-	:	অক
২৫২.	ধম্‌কা-	:	সক
২৫৩.	ধর্‌-	:	অক/সক
২৫৪.	ধস্‌-	:	অক
২৫৫.	ধা-	:	অক
২৫৬.	ধাঁধা-	:	অক/সক
২৫৭.	ধো-	:	সক
২৫৮.	ধোঁক্‌-	:	অক
২৫৯.	নড়্‌-	:	অক

২৬০.	নাচ্-	:	অক
২৬১.	নাড়্-	:	সক
২৬২.	নাম্-	:	অক
২৬৩.	নু-	:	অক
২৬৪.	নে-	:	সক
২৬৫.	নেংড়া-	:	অক
২৬৬.	নেভ্-	:	অক
২৬৭.	পচ্-	:	অক
২৬৮.	পট্-	:	অক
২৬৯.	পট্‌কা-	:	অক
২৭০.	পড়্-	:	অক
২৭১.	পড়্-	:	সক
২৭২.	পর্-	:	সক
২৭৩.	পস্তা-	:	অক
২৭৪.	পা-	:	সক
২৭৫.	পাকা-	:	সক
২৭৬.	পাক্-	:	অক
২৭৭.	পাক্‌ড়া-	:	সক
২৭৮.	পাঠা-	:	সক
২৭৯.	পাড়্-	:	সক
২৮০.	পাত্-	:	সক
২৮১.	পার্-	:	সক
২৮২.	পালা-	:	অক
২৮৩.	পাল্	:	সক
২৮৪.	পাল্‌টা-	:	অক/সক
২৮৫.	পিছা-	:	অক
২৮৬.	পিছ্‌লা-	:	অক
২৮৭.	পেঁচা-	:	সক
২৮৮.	পেটা-	:	সক
২৮৯.	পেরো-	:	সক

২৯০.	পেষ্-	:	অক/সক
২৯১.	পোঁছ্-	:	সক
২৯২.	পোঁত্-	:	অক/সক
২৯৩.	পোড়্-	:	অক
২৯৪.	পোর্-	:	অক/সক
২৯৫.	পোষা-	:	অক
২৯৬.	পোষ্-	:	সক
২৯৭.	পৌঁছা-	:	অক
২৯৮.	ফল্	:	অক
২৯৯.	ফস্কা-	:	অক
৩০০.	ফাঁপ্-	:	অক
৩০১.	ফাট্-	:	অক
৩০২.	ফুরা-	:	অক
৩০৩.	ফুস্লা-	:	সক
৩০৪.	ফের্-	:	অক
৩০৫.	ফেল্- (ফ্যাল্-)	:	সক
৩০৬.	ফোঁপা-	:	অক
৩০৭.	ফোঁস্-	:	অক
৩০৮.	ফোট্-	:	অক
৩০৯.	ফোল্-	:	অক
৩১০.	ব-	:	অক/সক
৩১১.	বক্-	:	অক/সক
৩১২.	বখা-	:	অক
৩১৩.	বদ্লা-	:	অক/সক
৩১৪.	বল্-	:	সক
৩১৫.	বস্-	:	অক
৩১৬.	বা-	:	সক
৩১৭.	বাঁকা-	:	অক
৩১৮.	বাঁচ্-	:	অক
৩১৯.	বাঁট্-	:	সক

৩২০.	বাঁধ্-	:	সক
৩২১.	বাছ্-	:	সক
৩২২.	বাজ্-	:	অক
৩২৩.	বাট্-	:	সক
৩২৪.	বাড়্-	:	অক
৩২৫.	বাধ-	:	অক/সক
৩২৬.	বানা-	:	সক
৩২৭.	বিকা-	:	অক/সক
৩২৮.	বেঁধ্-	:	অক/সক
৩২৯.	বেচ্- (ব্যাঁচ্-)	:	সক
৩৩০.	বেল্- (ব্যাল্-)	:	সক
৩৩১.	বোঁজ্-	:	অক/সক
৩৩২.	বোঝ্-	:	সক
৩৩৩.	বোন্-	:	সক
৩৩৪.	ভড়্কা-	:	অক/সক
৩৩৫.	ভর-	:	অক/সক
৩৩৬.	ভাগ্-	:	অক
৩৩৭.	ভাঙ্-	:	অক/সক
৩৩৮.	ভাজ্-	:	সক
৩৩৯.	ভাব্-	:	সক
৩৪০.	ভাস্-	:	অক
৩৪১.	ভেজ্-	:	অক
৩৪২.	ভেড়্-	:	অক
৩৪৩.	ভোগ্-	:	অক
৩৪৪.	ভোল্-	:	অ-b
৩৪৫.	মচ্কা-	:	অক
৩৪৬.	মজ্-	:	অক
৩৪৭.	মর্-	:	অক
৩৪৮.	মাখ্-	:	সক
৩৪৯.	মাজ্-	:	সক

৩৫০.	মাত্-	:	অক
৩৫১.	মানা-	:	অক
৩৫২.	মান্-	:	সক
৩৫৩.	মাপ্-	:	সক
৩৫৪.	মার্-	:	সক
৩৫৫.	মিট্-	:	অক
৩৫৬.	মুচ্কা-	:	অক
৩৫৭.	মুচ্ড়া-	:	সক
৩৫৮.	মেল্-	:	অক
৩৫৯.	মেশ্-	:	অক
৩৬০.	মোছ্-	:	অক/সক
৩৬১.	মোড়া-	:	সক
৩৬২.	মোড়্	:	সক
৩৬৩.	মোত্	:	অক
৩৬৪.	যা-	:	অক
৩৬৫.	যোগা-	:	অক/সক
৩৬৬.	র-	:	অক
৩৬৭.	রগ্ড়া-	:	সক
৩৬৮.	রট্-	:	অক
৩৬৯.	রস্-	:	অক
৩৭০.	রাঁধ্-	:	সক
৩৭১.	রাখ্-	:	সক
৩৭২.	রাগ্-	:	অক
৩৭৩.	রাঙা-	:	সক
৩৭৪.	রু-	:	সক
৩৭৫.	রোচ্-	:	অক
৩৭৬.	লট্কা-	:	অক
৩৭৭.	লড়্-	:	অক
৩৭৮.	লতা-	:	অক
৩৭৯.	লাগ্-	:	অক

৩৮০.	লাঠা-	:	সক
৩৮১.	লাথা-	:	সক
৩৮২.	লাফা-	:	অক
৩৮৩.	লুকা-	:	অক/সক
৩৮৪.	লুটা-	:	অক
৩৮৫.	লেংচা- (ল্যাঁংচা-)	:	অক
৩৮৬.	লেংড়া- (ল্যাংড়া-)	:	অক
৩৮৭.	লেখ্-	:	সক
৩৮৮.	লেপ্- (ল্যাপ্-)	:	সক
৩৮৯.	লেলা- (ল্যালা-)	:	সক
৩৯০.	লোট্-	:	সক
৩৯১.	লোফ্-	:	সক
৩৯২.	শাসা-	:	সক
৩৯৩.	শিউরা-	:	অক
৩৯৪.	শুকা-	:	অক
৩৯৫.	শুধা-	:	সক
৩৯৬.	শুধ্রা-	:	অক/সক
৩৯৭.	শেখ্-	:	সক
৩৯৮.	শো-	:	অক
৩৯৯.	শোন্-	:	সক
৪০০.	শোষ-	:	সক
৪০১.	স-	:	সক
৪০২.	সঁপ্-	:	সক
৪০৩.	সট্কা-	:	অক
৪০৪.	সর্-	:	অক
৪০৫.	সাঁতরা-	:	অক
৪০৬.	সাঁত্লা-	:	সক
৪০৭.	সাজ্-	:	অক
৪০৮.	সাধ্-	:	সক
৪০৯.	সাম্লা-	:	সক

৪১০.	সার্-	:	অক/সক
৪১১.	সেঁক্-	:	সক
৪১২.	সেঁতা-	:	সক
৪১৩.	সেচ্-	:	সক
৪১৪.	হ-	:	অক
৪১৫.	হট্-	:	অক
৪১৬.	হড়্কা-	:	অক
৪১৭.	হাঁক্-	:	অক/সক
৪১৮.	হাঁক্রা-	:	সক
৪১৯.	হাঁচ্-	:	অক
৪২০.	হাঁট্-	:	অক
৪২১.	হাঁট্কা-	:	সক
৪২২.	হাঁপা-	:	অক
৪২৩.	হাতা-	:	সক
৪২৪.	হাত্ড়া-	:	সক
৪২৫.	হান্-	:	সক
৪২৬.	হার্-	:	অক
৪২৭.	হাস্-	:	অক
৪২৮.	হিঁচ্ড়া-	:	সক
৪২৯.	হেল্- (হ্যাল্-)	:	অক

পরিশিষ্ট ২

সংযুক্ত ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী নামপদ (২৫০০)।

যে সব নামপদ ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত ক্রিয়া গঠন করে তার একটি তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকায় ধ্বন্যাত্মক, সমাসবদ্ধ পদ এবং ইংরেজি থেকে আগত শব্দ কিছু রয়ে গেল।

অকূলে,	অঞ্জলি,	অধৈর্য,	অনুপ্রবেশ,
অকৃতকার্য,	অতলে,	অধোগমন,	অনুপ্রেরণা,
অক্কা,	অতিকথা,	অধ্যক্ষতা,	অনুবর্তন,
অক্ষর,	অতিক্রম,	অধ্যয়ন,	অনুবাদ,
অক্ষুন্ন,	অতিবাহন,	অধ্যাপনা,	অনুভব,
অখ্যাতি,	অতিরঞ্জিত,	অনশন,	অনুমতি,
অগোছালো,	অতিষ্ঠ,	অনাদর,	অনুমান,
অগ্নিবৃদ্ধি,	অত্যাচার,	অনাবরণ,	অনুমোদন,
অগ্নিশর্মা,	অত্যুক্তি,	অনাবৃত,	অনুরঞ্জন,
অগ্রসর,	অদৃশ্য,	অনিষ্ট,	অনুশীলন,
অগ্রাহ্য,	অধঃপাতে,	অনুকম্পা,	অনুশোচনা,
অঙ্কন,	অধিকার,	অনুকরণ,	অনুষ্ঠান,
অঙ্গ,	অধিগম,	অনুগমন,	অনুসন্ধান,
অঙ্গীকার,	অধিগমন,	অনুগৃহীত,	অনুসরণ,
অঙ্গীভূত,	অধিগ্রহণ,	অনুগ্রহ,	অন্তরীণ,
অঙ্গে,	অধিষ্ঠান,	অনুতাপ,	অন্তর্ধান,
অজ্ঞান,	অধীনে,	অনুধাবন,	অন্ধকার,

অন্ন,
অন্বেষণ,
অন্যথা,
অপকার,
অপচয়,
অপছন্দ,
অপজ্ঞান,
অপদস্থ,
অপনোদন,
অপপ্রয়োগ,
অপবাদ,
অপব্যবহার,
অপব্যয়,
অপমান,
অপলাপ,
অপসরণ,
অপসারণ,
অপহরণ,
অপাঙ্গে,
অপালন,
অপেক্ষা,
অপেক্ষায়,
অপ্রমাণ,
অপ্রস্তুত,
অবগত,
অবগাহন,
অবচ্ছেদ,
অবচ্ছেদন,
অবজ্ঞা,
অবতরণ,
অবতারণা,
অবদমন,
অবধান,
অবধাবন,
অবনত,
অবমাননা,
অবরোধ,
অবরোহণ,
অবসর,
অবস্থান,
অবহিত,
অবহেলা,
অবাক,
অবিচার,
অবিন্যস্ত,
অবিশ্বাস,
অবেদন,
অব্যাহতি,
অভক্তি,
অভদ্রতা,
অভয়,
অভাব,
অভিনন্দন,
অভিনন্দিত,
অভিনয়,
অভিনিবেশ,
অভিপ্রায়,
অভিবন্দিত,
অভিবাদন,
অভিভাষণ,
অভিমান,
অভিযোগ,
অভিলাষ,
অভিশাপ,
অভিসম্পাত,
অভিসার,
অভিসারে,
অভ্যর্থনা,
অভ্যাস,
অমত,
অমনঃপূত,
অমর্যাদা,
অমান্য,
অযত্ন,
অরাজি,
অর্চনা,
অর্জন,
অর্ডার,
অর্থনাশ,
অর্থাগম,
অর্ধচন্দ্র,
অর্পণ,
অলংকরণ,
অল্প,
অশ্রদ্ধা,
অসদুপদেশ,
অসদ্ব্যবহার,
অসফল,
অসভ্যতা,
অসমর্থন,
অসম্মত,
অসম্মান,
অসহযোগিতা,
অসুখে,
অসুখে,
অসুবিধা,
অস্ত্র,
অস্থির,
অস্বীকার,
অহংকার,
অ্যারেস্ট,
আঁক,
আঁচ,
আঁচড়,
আঁট,
আইন,
আইনমাফিক,
আওয়াজ,
আকর্ষণ,
আকাঙ্ক্ষা,
আকাশ,
আক্কেল-গুড়ুম,
আক্রমণ,
আক্ষেপ,
আগ,
আগমন,
আগাপাশতলা,
আগুন,
আগুয়ান,
আগে,

আঘাত,
আঙুল,
আচমন,
আছাড়,
আজ্ঞা,
আটক,
আটঘাট,
আড়,
আড়মোড়া,
আড়ি,
আড্ডা,
আত্মঘাতী,
আত্মবলি,
আত্মমগ্ন,
আত্মসম্মান,
আত্মাহুতি,
আত্মাহুতি,
আদর,
আদায়,
আদিখ্যেতা,
আদেখলামি,
আদেশ,
আধপেটা,
আধপোড়া,
আধার,
আনন্দ,
আন্দাজ,
আন্দোলন,
আপত্তি,
আপশোস,
আপিল,
আপোশ,
আপ্তবিক্রয়,
আপ্যায়ন,
আবদার,
আবাদ,
আবাহন,
আবিষ্কার,
আবৃত্তি,
আবেদন,
আভাস,
আমদানি,
আমন্ত্রণ,
আমল,
আমোদ,
আমোদিত,
আয়,
আয়ত্ত,
আর,
আরম্ভ,
আরাধনা,
আরাম,
আরোগ্য,
আরোপ,
আরোহণ,
আর্জি,
আর্তনাদ,
আর্তরব,
আলগা,
আলসেমি,
আলাদা,
আলাপ,
আলিঙ্গন,
আলো,
আলোচনা,
আশ,
আশকারা,
আশঙ্কা,
আশা,
আশ্চর্য,
আশ্বাস,
আশ্রয়,
আসর,
আস্থা,
আস্পর্ধা,
আস্ফালন,
আস্বাদন,
আহরণ,
আহাম্মকি,
আহার,
আহ্নিক,
আহ্বান,
আহ্লাদ,
ইঁট,
ইঙ্গিত,
ইচ্ছা,
ইজারা,
ইঞ্জেকশন,
ইতরামি,
ইতস্তত,
ইনসার্ট,
ইন্ধন,
ইমপোর্ট,
ইয়ারকি,
ইলাজ,
ইশারা,
ইস্তফা,
ইস্তামাল,
ইস্তিরি,
ইহলোক,
ঈপ্সা,
ঈর্ষা,
ঈর্ষাকাতর,
ঈর্ষান্বিত,
উঁকি,
উখাপন,
উচাটন,
উচ্চারণ,
উচ্ছন্নে,
উচ্ছেদ,
উজাড়,
উৎকণ্ঠা,
উৎকিরণ,
উৎকীর্ণ,
উৎকৃর্তন,
উৎকোচ,
উৎক্ষেপণ,
উৎখাত,
উৎপাটন,
উৎপাত,

উৎপাদন,
উৎপীড়ন,
উৎসন্নে,
উৎসর্গ,
উৎসাহ,
উৎসাহ,
উত্তপ্ত,
উত্তর,
উত্তীর্ণ,
উত্তোলন,
উত্ত্যক্ত,
উত্থাপন,
উদগার,
উদগিরণ,
উদঘাটন,
উদয়াস্ত,
উদরসাৎ,
উদ্দেশ,
উদ্ধার,
উদ্বোধন,
উদ্ভাবন,
উদ্ভাসিত,
উদ্যাপন,
উধাও,
উন্নয়ন,
উন্মুক্ত,
উন্মোচন,
উপচর্যা,
উপদেশ,
উপদ্রব,

উপবাস,
উপবেশন,
উপভোগ,
উপমা,
উপরোধ,
উপলব্ধি,
উপস্থাপন,
উপস্থিত,
উপহার,
উপহার,
উপহাস,
উপাধি,
উপায়,
উপার্জন,
উপাসনা,
উপুড়,
উপেক্ষণ,
উপেক্ষা,
উপোস,
উবুড়,
উমেদারি,
উল,
উলটো,
উল্লঙ্ঘন,
উল্লসিত,
উল্লেখ,
উশুল,
উশুল,
উসকানি,
উসখুস,

উস্কানি,
ঋণ,
একঘরে,
একত্র,
একত্রিত,
একমত,
একযোগে,
একসঙ্গে,
একসাথে,
একহাত,
একাকার,
একাসনে,
এনামেল,
ওকালতি,
ওজন,
ওজনে,
ওত,
ওপর,
ওপরে,
ওপেন,
ওয়ার্নিং,
কটাক্ষ,
কড়া,
কণ্ঠলগ্ন,
কণ্ঠস্থ,
কথকতা,
কথা,
কথা-মতো,
কথায়,
কথারম্ভ,

কথোপকথন,
কদম,
কদর,
কদর্থ,
কনভার্ট,
কনে,
কন্ট্রোল,
কপাল,
কপি,
কপি,
কবজা,
কবর,
কবল,
কবুল,
কম,
কমপ্লেন,
কমিশন,
কম্পোজ,
কম্ম,
করজোড়ে,
করায়ত্ত,
করুণা,
কর্ণগত,
কর্ণগোচর,
কর্ণপাত,
কর্ণান্তর,
কর্তন,
কর্তৃত্বে,
কর্ম,
কলকে,

কলঙ্ক,
কলম,
কলহ,
কলা,
কলাই,
কলি,
কল্পনা,
কশি,
কষ,
কষ্ট,
কাঁচকলা,
কাঁটা,
কাঁধ,
কাঁধে,
কাঁধে,
কাছে,
কাজ,
কাজে,
কাট,
কাটা,
কাঠ,
কাণ্ড,
কাত,
কাতুকুতু,
কাদা,
কান,
কানমলা,
কানাচি,
কানে,
কাপড়,
কাবার,
কাবু,
কাম,
কামড়,
কামনা,
কামাই,
কামাল,
কায়েম,
কারচুপি,
কারণ,
কারসাজি,
কারুকার্য,
কার্পণ্য,
কার্য,
কাল,
কালগ্রাসে,
কালঘাম,
কালস্রোতে,
কালি,
কাহিল,
কিনারা,
কিপিং,
কিল,
কিল্লাফতে,
কিস্তিতে,
কিস্তিমাত,
কীর্তন,
কু,
কুকাজ,
কুক্ষিগত,
কুচি,
কুচিন্তা,
কুচোখে,
কুটনো,
কুণ্ঠাবোধ,
কুৎসা,
কু-নজরে,
কুপরামর্শ,
কুবুদ্ধি,
কুমন্ত্রণা,
কুম্ভীরাশ্রু,
কুম্ভীরাশ্রু-পাত,
কুরনিশ,
কুল,
কুলকুচো,
কুলক্ষয়,
কুলনাশ,
কুলীন,
কুলুপ,
কুশিক্ষা,
কূল,
কৃতকার্য,
কৃতজ্ঞ,
কৃপণতা,
কৃপা,
কেচ্ছা,
কেয়ার,
কেয়ার
কেল্লাফতে,
কেস,
কেস,
কৈফিয়ত,
কোঁত,
কোচিং,
কোণঠাসা,
কোতল,
কোদাল,
কোনো-রকমে,
কোপ,
কোল,
কোলাহল,
ক্যানভাস,
ক্যান্সেল,
ক্যারিকেচার,
ক্রন্দন,
ক্রয়,
ক্রাশ,
ক্রুদ্ধ,
ক্রুশ,
ক্রোক,
ক্রোধান্বিত,
ক্লান্ত,
ক্লিক,
ক্লেম,
ক্লেশ,
ক্লোজ,
ক্ষতিপূরণ,
ক্ষমতা,
ক্ষমতান্যাস,
ক্ষমা,

ক্ষান্ত,
ক্ষালন,
ক্ষিপ্ত,
ক্ষুধা,
ক্ষুধাবৃদ্ধি,
ক্ষেপণ,
ক্ষোদন,
খচখচ,
খটকা,
খড়ি,
খড়্গাঘাত,
খণ্ড,
খণ্ডন,
খতম,
খনন,
খপ্পরে,
খবর,
খবরদারি,
খরচ,
খরচা,
খরিদ,
খলবল,
খসড়া,
খাটো,
খাড়া,
খাতা,
খাতির,
খাপ,
খাপছাড়া,
খাবল,
খাবি,
খামচি,
খারাপ,
খারিজ,
খাল,
খালাস,
খালি,
খিঁচ,
খিদে,
খিল,
খুঁত,
খুচরো,
খুন,
খুনসুটি,
খুশি,
খেই,
খেটে,
খেদোক্তি,
খেয়াল,
খেলা,
খেলাপ,
খোঁচা,
খোঁজ,
খোঁটা,
খোদাই,
খোয়া,
খোয়াব,
খোয়ারি,
খোলনলচে,
খোলসা,
খোশগল্প,
খোশামদ,
খোসা,
খ্যাতিনাশ,
গঙ্গালাভ,
গচ্চা,
গচ্ছিত,
গঞ্জনা,
গঠন,
গড়,
গণনা,
গণ্ডগোল,
গতর,
গতি,
গতিরোধ,
গন্ধ,
গমন,
গরম,
গররাজি,
গর্জন,
গর্ত,
গর্দান,
গর্ব,
গর্ভসঞ্চার,
গলবস্ত্র,
গলা,
গলাধঃকরণ,
গলাবাজি,
গল্প,
গা,
গাছ,
গাছকোমর,
গাজায়,
গাজ্বালা,
গাট্টা,
গাদা,
গান,
গাপ,
গাফিলতি,
গায়েব,
গারদে,
গার্ড,
গাল,
গালি,
গিট,
গিলে,
গিলোটিনে,
গিল্টি,
গুঁড়ি,
গুঁড়ো,
গুঁতো,
গুজব,
গুণ,
গুদামজাত,
গুনতি,
গুম,
গুমর,
গুরু,
গুরুগিরি,
গুরুত্ব,

গুল,
গুলতানি,
গুলি,
গৃহচ্যুত,
গৃহী,
গোঁ,
গোক্ষুরি,
গোগ্রাসে,
গোচরীভূত,
গোচরে,
গোজামিল,
গোড়াপত্তন,
গোত্তা,
গোপন,
গোপালন,
গোয়ার্তমি,
গোর,
গোরু,
গোরে,
গোল,
গোল,
গোলা,
গোলাজাত,
গোল্লায়,
গোসল,
গোসা,
গো-হারান,
গৌরবহানি,
গ্যাজলা,
গ্যাস,
গ্রন্থন,
গ্রন্থরচনা,
গ্রহণ,
গ্রাস,
গ্রাহ্য,
গ্রেপ্তার,
ঘটকালি,
ঘটি-না,
ঘর,
ঘর,
ঘর্ষণ,
ঘষা,
ঘা,
ঘাই,
ঘাট,
ঘাটতি,
ঘাটি,
ঘাড়,
ঘানি,
ঘাপটি,
ঘিয়ে,
ঘুণে,
ঘুম,
ঘুরপাক,
ঘুষ,
ঘুষি,
ঘৃণা,
ঘেন্না,
ঘেরাও,
ঘোঁট,
ঘোড়া,
ঘোর,
ঘোল,
ঘোষণা,
ঘ্রাণ,
চক্রান্ত,
চক্ষুদান,
চড়,
চপলতা,
চমক,
চম্পট,
চয়ন,
চরকা,
চরমে,
চরিতার্থ,
চরিত্র,
চর্চা,
চর্বণ,
চাঁদ,
চাউড়,
চাকরি,
চাকু,
চাক্ষুষ,
চাগাড়,
চাটি,
চাড়,
চাড়া,
চাড়ি,
চান,
চাপ,
চাপা,
চাবুক,
চামড়া,
চারা,
চার্জ,
চাল,
চালনা,
চালান,
চালিয়াতি,
চালু,
চাষ,
চাষবাস,
চাহিদা,
চিকিৎসা,
চিঠি,
চিড়,
চিৎকার,
চিৎপাত,
চিতায়,
চিন্তা,
চিমটি,
চিলতে,
চিহ্ন,
চুকলি,
চুনকাম,
চুনকালি,
চুপ,
চুপচাপ,
চুপটি,
চুপি,

চুমু,
চুমুক,
চুম্বন,
চুরমার,
চুরি,
চুল,
চূর্ণ,
চেঞ্জে,
চেরাই,
চেষ্টা,
চেহারা,
চোখ,
চোট,
চোটা,
চোপ,
চোলাই,
চোষণ,
চ্যাংড়ামি,
চ্যাংদোলা,
চ্যাট,
ছক,
ছক,
ছকড়া,
ছত্রখান,
ছত্রভঙ্গ,
ছত্রাকার,
ছবি,
ছলনা,
ছাটাই,
ছাড়,
ছাড়া,
ছাড়ান,
ছাতু,
ছাদ,
ছানি,
ছাপ,
ছায়া,
ছাল,
ছিন্ন,
ছুট,
ছুটি,
ছেদ,
ছেদন,
ছেলেমানুষি,
ছোঁ,
ছোট,
ছোপ,
ছোবল,
ছোরা,
ছ্যাঁকা,
ছ্যাঁৎ,
ছ্যাবলামি,
জক,
জগাখিচুড়ি,
জগিং,
জজিয়তি,
জট,
জটলা,
জটিল,
জড়তা,
জড়ো,
জন,
জনরঞ্জন,
জন্ম,
জপ,
জবরদখল,
জবরদস্তি,
জবাব,
জবাবদিহি,
জব্দ,
জমা,
জমাট,
জয়,
জয়গান,
জয়লাভ,
জরায়,
জরিপ,
জরিমানা,
জল,
জলাঞ্জলি,
জল্পনা,
জাগ,
জাত,
জাতনষ্ট,
জাতে,
জাবর,
জায়গা,
জারি,
জাল,
জাহান্নমে,
জাহির,
জিগির,
জিজ্ঞাসা,
জিজ্ঞাসাবাদ,
জিজ্ঞেস,
জিদ,
জিব,
জিম্মা,
জীবন,
জুতো,
জুলুম,
জুলুমবাজি,
জের,
জেরা,
জেল,
জোচ্চুরি,
জোট,
জোড়,
জোড়হাত,
জোড়া,
জোর,
জ্ঞাত,
জ্ঞান,
জ্ঞাপন,
জ্বলিত,
জ্বাল,
জ্বালা,
জ্বালাতন,
ঝগড়া,
ঝটকা,

ঝম্প,
ঝাঁকি,
ঝাঁকুনি,
ঝাঁট,
ঝাঁটা,
ঝাঁপ,
ঝাঁপ,
ঝাড়াই,
ঝাড়ু,
ঝামেলা,
ঝাল,
ঝালাই,
ঝিম,
ঝিলিক,
ঝোঁক,
টং,
টক্কর,
টনক,
টহল,
টাঁশ,
টাকা,
টান,
টাল,
টালবাহানা,
টিউশনি,
টিট,
টিটকারি,
টিপ,
টিপুনি,
টিল্ট,
টুকরো,
টুকলি,
টুকি,
টুপি,
টুসকি,
টেক্কা,
টেক্সট,
টের,
টেরি,
টেস্ট
টোকা,
টোপ,
টোল,
ট্যাঁ-ফোঁ,
ট্যাগ,
ট্যুইট,
ট্রাই,
ট্রান্সফার,
ট্রান্সলেট,
ট্রেনিং,
ট্রেস,
ট্রেসিং,
ট্রোল,
ঠাওর,
ঠাট্টা,
ঠাণ্ডা,
ঠাহর,
ঠিক,
ঠিকা,
ঠেকনো,
ঠেকা,
ঠেলা,
ঠেলায়,
ঠেস,
ঠোঁট,
ঠোকর,
ঠোনা,
ঠ্যাং,
ডকে,
ডাই,
ডাউনলোড,
ডাক,
ডাকাত,
ডাকে,
ডায়াল,
ডিগবাজি,
ডিপজিট,
ডিপোসিট,
ডিভোর্স,
ডিম,
ডিলিট,
ডিসচার্জ,
ডিসটেম্পার,
ডুপ্লিকেট,
ডুব,
ডেভলপ,
ডেরা,
ডোরা,
ড্র,
ড্র,
ড্রাইভ,
ড্রাইভ,
ড্রাফ্‌ট,
ড্রিল,
ঢং,
ঢপ,
ঢাক,
ঢাকনা,
ঢালাই,
ঢিল,
ঢুঁ,
ঢেউ,
ঢেকুর,
ঢোঁক,
ঢোল,
ঢ্যাঁড়া,
তকলি,
তছরুপ,
তটস্থ,
তত্ত্ব,
তদন্ত,
তদবির,
তদারকি,
তপশ্চরণ,
তপস্যা,
তফাত,
তরকারি,
তর্ক,
তর্কে,
তর্জন,

তর্জমা,
তল্লাশ,
তহবিল,
তা,
তাঁবে,
তাঁবেদারি,
তাক,
তাকে,
তাগ,
তাগাদা,
তাচ্ছিল্য,
তাজ্জব,
তাড়া,
তাপ,
তারিফ,
তাল,
তালা,
তালাক,
তালাশ,
তালি,
তালিম,
তিরস্কার,
তীর,
তীর্থ,
তুক,
তুঙ্গে,
তুড়ি,
তুলনা,
তুলোধোনা,
তুষ্ট,
তৃপ্ত,
তৃপ্তি,
তৃষ্ণা,
তেল,
তেষ্টা,
তৈরি,
তোতলামি,
তোয়াক্কা,
তোয়াজ,
তোষামোদ,
ত্যাগ,
ত্রাণ,
থই,
থাপ্পড়,
থাবা,
থিতু,
থুতু,
থেঁতো,
দংশন,
দখল,
দগ্ধ,
দণ্ড,
দণ্ডবৎ,
দণ্ডি,
দম,
দমন,
দম্ভ,
দয়া,
দরকার,
দরখাস্ত,
দরজা,
দর্শন,
দল,
দলবাজি,
দাঁও,
দাঁড়,
দাঁড়ি,
দাঁত,
দাখিল,
দাগ,
দাগা,
দাড়ি,
দান,
দানা,
দাবড়ানি,
দাবড়ি,
দাবি,
দাম,
দায়,
দায়িত্ব,
দায়ী,
দায়ে,
দায়ের,
দাসখত,
দাসত্ব,
দাহ,
দিক,
দিন,
দিশা,
দীক্ষা,
দীর্ঘনিঃশ্বাস,
দীর্ঘশ্বাস,
দুঃখ,
দুঃখিত,
দু-আধখান,
দুকথা,
দুকূল,
দুটুকরো,
দুনম্বরি,
দুফালা,
দুর্নাম,
দুর্বল,
দুর্বুদ্ধি,
দুর্ব্যবহার,
দুর্ব্যাখ্যা,
দুর্ভাবনা,
দুশ্চিন্তা,
দুহাতে,
দূর,
দূর-ছাই,
দৃকপাত,
দৃঢ়-সংকল্প,
দৃষ্টি,
দে,
দেখভাল,
দেখা,
দেনা,
দেমাক,
দেরি,
দেশ,

দেহ,
দেহক্ষয়,
দেহত্যাগ,
দেহদান,
দোকান,
দোকানদারি,
দোফালা,
দোফ্যাকড়া,
দোল,
দোষ,
দোষী,
দোহন,
দোহাই,
দৌড়,
দ্বাররোধ,
দ্বারস্থ,
দ্বিধা,
দ্বিরুক্তি,
দ্রুতগমন,
ধনক্ষয়,
ধনার্জন,
ধন্না,
ধন্য,
ধন্যবাদ,
ধমক,
ধরনা,
ধরা,
ধরাশায়ী,
ধর্মঘট,
ধর্ষণ,
ধস,
ধাঁধা,
ধাওয়া,
ধাক্কা,
ধাতানি,
ধান,
ধাপ্পা,
ধার,
ধারণ,
ধারণা,
ধার্য,
ধিক্কার,
ধীরে,
ধুন্ধুমার,
ধূমপান,
ধূমোগার,
ধৈর্য,
ধোঁকা,
ধোলাই,
ধৌত,
ধ্বংস,
ধ্যান,
নকল,
নগদে,
নজর,
নজরদারি,
নজির,
নত,
নতজানু,
নমস্কার,
নমাজ,
নমিত,
নমো,
নষ্ট,
নস্যাৎ,
নাই,
নাক,
নাকচ,
নাকামি,
নাকাল,
নাকে-মুখে,
নাজেহাল,
নাড়া,
নাড়ী,
নাভিশ্বাস,
নাম,
নামকরণ,
নামঞ্জুর,
নালিশ,
নাশ,
নাস্তানাবুদ,
নিঃশেষ,
নিকাশ,
নিক্ষেপ,
নিখোঁজ,
নিগ্রহ,
নিচু,
নিচে,
নিজেকে,
নিদ্রা,
নিধন,
নিন্দা,
নিন্দে,
নিপাত,
নিপীড়ন,
নিবারণ,
নিবারিত,
নিবৃত্ত,
নিবৃত্তি,
নিবেদন,
নিমকহারামি,
নিমজ্জন,
নিমন্ত্রণ,
নিষ্পত্তি,
নিষ্পন্ন,
নিষ্পাদন,
নিয়ন্ত্রণ,
নিয়মাতিক্রম,
নিযুক্ত,
নিয়োগ,
নিয়োজন,
নিরস্ত,
নিরাকরণ,
নিরানন্দ,
নিরাশ,
নিরীক্ষণ,
নিরুদ্দেশ,
নিরূপণ,
নির্গমন,
নির্ণয়,

নির্ণয়ন,
নির্দেশ,
নির্ধারণ,
নির্বংশ,
নির্বাচন,
নির্বাচিত,
নির্বাপণ,
নির্বাহ,
নির্বাহিত,
নির্ভর,
নির্মাণ,
নির্যাতন,
নিলাম,
নিশ্চয়,
নিশ্চিহ্ন,
নিষেধ,
নিষ্কৃতি,
নিষ্ক্রান্ত,
নিষ্পত্তি,
নিষ্পাদন,
নিষ্পেষণ,
নিষ্ফল,
নিস্তার,
নীরবে,
নৃত্য,
নেকনজরে,
নেড়া,
নেত্রপাত,
নেমন্তন্ন,
নেশা,
নোংরা,
নোংরামি,
নোঙর,
নোট,
নৌকা,
ন্যাকামি,
ন্যাড়া,
ন্যায়লঙঘন,
পকেট,
পকেটস্থ,
পক্ষ,
পক্ষচ্ছেদ,
পক্ষচ্ছেদন,
পক্ষপাতিত্ব,
পছন্দ,
পঞ্চত্ব,
পটকান,
পটি,
পটোল,
পট্টি,
পড়তা,
পড়া,
পড়াশোনা,
পণ্ড,
পণ্ডশ্রম,
পণ্ডিতি,
পত্তন,
পত্নীত্যাগ,
পথ,
পদচারণা,
পদত্যাগ,
পদধূলি,
পদার্পণ,
পয়দা,
পযবসান,
পরখ,
পরচর্চা,
পরনিন্দা,
পরাজিত,
পরাভূত,
পরামর্শ,
পরাস্ত,
পরাহত,
পরিকল্পনা,
পরিক্রমা,
পরিগ্রহণ,
পরিচয়,
পরিচর্যা,
পরিচালনা,
পরিতাপ,
পরিতুষ্ট,
পরিতৃপ্ত,
পরিত্যাগ,
পরিত্রাণ,
পরিদর্শন,
পরিধান,
পরিপাক,
পরিপালন,
পরিপোষণ,
পরিবর্তন,
পরিবর্ধন,
পরিবেশন,
পরিবেষ্টন,
পরিভ্রমণ,
পরিমাপ,
পরিশোধ,
পরিশ্রম,
পরিশ্রান্ত,
পরিষ্কার,
পরিসমাপ্তি,
পরিহার,
পরীক্ষা,
পরোপকার,
পরোয়া,
পর্যটন,
পর্যদস্ত,
পর্যবেক্ষণ,
পর্যালোচনা,
পল,
পলায়ন,
পশুপালন,
পশ্চাৎপদ,
পশ্চাদগমন,
পশ্চাদনুসরণ,
পশ্চাদ্ধাবন,
পা,
পাঁক,
পাঁচকান,
পাঁঠা,
পাউডার,

পাক,
পাকড়াও,
পাকা,
পাকামি,
পাখা,
পাগল,
পাগলামি,
পাচকান,
পাচার,
পাট,
পাটিপত্র,
পাঠ,
পাঠাভ্যাস,
পাড়,
পাড়া,
পাড়ি,
পাণিগ্রহণ,
পাত,
পাততাড়ি,
পাতা,
পাতিত,
পাত্তা,
পাথর,
পাদক্ষেপ,
পাদস্পর্শ,
পান,
পাপক্ষালন,
পাপস্খলন,
পাপাচরণ,
পাবলিশ,
পায়খানা,
পায়চারি,
পায়তারা,
পার,
পারান,
পার্টি,
পালন,
পালিশ,
পাল্লা,
পাশ,
পাস,
পাহারা,
পিকেটিং,
পিছন,
পিছপা,
পিছমোড়া,
পিছু,
পিটটান,
পিটপিট,
পিটিশন,
পিটুনি,
পিঠটান,
পিপাসা,
পীড়ন,
পুকুর,
পুজো,
পুণ্যসঞ্চয়,
পুনরাধিকার,
পুনরাবিষ্কার,
পুনরাবৃত্তি,
পুনরারম্ভ,
পুনরুক্তি,
পুনরুদ্ধার,
পুনর্জন্ম,
পুনর্জীবন,
পুনর্দখল,
পুনর্বিচার,
পুনর্বিবেচনা,
পুনর্যৌবন,
পুনর্যৌবন-লাভ,
পুরোগমন,
পুলিশ,
পুষ্পচয়ন,
পূজন,
পূজা,
পূরণ,
পূর্ণ,
পূর্বনির্ধারণ,
পৃথক,
পৃথিবীতে,
পেচ্ছাপ,
পেট,
পেশ,
পেষাই,
পেস্ট,
পৈতে,
পোঁ,
পোক,
পোকা,
পোর্ট,
পোষ,
পোষণ,
পোস্ট,
পৌরোহিত্য,
প্যাঁচ,
প্যাচাল,
প্যান,
প্যারেড,
প্রকটিত,
প্রকাশ,
প্রকাশিত,
প্রক্ষালন,
প্রক্ষেপ,
প্রচলন,
প্রচার,
প্রজাগিরি,
প্রজাবৃদ্ধি,
প্রজ্বলন,
প্রজ্বলিত,
প্রণয়ন,
প্রণাম,
প্রণিধান,
প্রণিপাত,
প্রতারণা,
প্রতিকার,
প্রতিজ্ঞা,
প্রতিদান,
প্রতিনমস্কার,
প্রতিনিধিত্ব,
প্রতিপন্ন,

প্রতিপালন,
প্রতিপ্রহার,
প্রতিবাদ,
প্রতিবিধান,
প্রতিযোগিতা,
প্রতিরোধ,
প্রতিলিপি,
প্রতিশোধ,
প্রতিশ্রুতি,
প্রতিষ্ঠা,
প্রতিহত,
প্রতীক্ষা,
প্রত্যক্ষ,
প্রত্যর্পণ,
প্রত্যাখ্যান,
প্রত্যাশা,
প্রত্যাহার,
প্রত্যুত্তর,
প্রথা,
প্রথাপালন,
প্রথা-ভঙ্গ,
প্রদক্ষিণ,
প্রদর্শন,
প্রদান,
প্রবঞ্চনা,
প্রবর্তন,
প্রবিষ্ট,
প্রবেশ,
প্রবোধ,
প্রভাব,
প্রভেদ,
প্রমাণ,
প্রমাণিত,
প্রয়োগ,
প্রয়োজন,
প্ররোচনা,
প্ররোচিত,
প্রলাপ,
প্রলুব্ধ,
প্রলুব্ধ,
প্রলোভিত,
প্রশংসা,
প্রশমন,
প্রশমিত,
প্রশস্তি,
প্রশিক্ষণ,
প্রশ্ন,
প্রশ্নোত্তর,
প্রশ্রয়,
প্রসঙ্গ,
প্রসন্ন,
প্রসব,
প্রসাধন,
প্রস্তুত,
প্রস্থান,
প্রস্রাব,
প্রহার,
প্রাইভেট,
প্রাণ,
প্রায়শ্চিত্ত,
প্রার্থনা,
প্রিন্ট,
প্রীত,
প্রেম,
প্রেরণ,
প্রেরণা,
প্র্যাকটিস,
ফক্কড়ি,
ফচকেমি,
ফটো,
ফতোয়া,
ফয়সালা,
ফরমায়েশ,
ফরাকাত,
ফর্দাফাই,
ফল,
ফলো,
ফাঁকি,
ফাঁদ,
ফাঁস,
ফাঁসি,
ফাইন,
ফাউল,
ফাজলামি,
ফাটল,
ফাড়া,
ফাদে,
ফালা,
ফালি,
ফিচলেমি,
ফিট,
ফিতে,
ফিনিস,
ফিরত,
ফিরি,
ফিলটার,
ফিল্ডিং,
ফুঁ,
ফুরসত,
ফুর্তি,
ফুল,
ফুসমন্তর,
ফেউ,
ফেরত,
ফেরি,
ফেল,
ফোঁস,
ফোড়ন,
ফ্যাসাদে,
বই,
বই-বার,
বউনি,
বক,
বকুনি,
বক্তব্য,
বক্তৃতা,
বক্রোক্তি,
বগল,
বছর,
বজায়,

বঞ্চনা,
বড়,
বড়াই,
বণ্টন,
বদনাম,
বদনাম,
বদল,
বদলা,
বধ,
বনভোজন,
বন্দনা,
বন্দুক,
বন্দোবস্ত,
বন্ধ,
বন্ধক,
বন্ধন,
বন্ধু,
বন্ধুত্ব,
বপন,
বমন,
বমি,
বয়কট,
বয়ন,
বয়স,
বরখাস্ত,
বরণ,
বরদাস্ত,
বরবাদ,
বরাত,
বরানুগমন,
বর্জন,
বর্ণনা,
বর্ণলেপন,
বর্তমান,
বর্শা,
বল,
বলক্ষয়,
বলপ্রয়োগ,
বলবৎ,
বলাবলি,
বলি,
বলিদান,
বশ,
বশীভূত,
বশে,
বসবাস,
বহন,
বহাল,
বহির্গমন,
বহিষ্কার,
বাঁদরামি,
বাঁধা,
বাঁধাই,
বাইরে,
বাকরোধ,
বাকি,
বাগ,
বাগড়া,
বাগদান,
বাগে,
বাচালতা,
বাচ্চা,
বাছাই,
বাজার,
বাজি,
বাজে,
বাঞ্ছা,
বাটনা,
বাড়তি,
বাড়ি,
বাণ,
বাণিজ্য,
বাত,
বাতাস,
বাতিল,
বাদ,
বাদছাঁদ,
বাদপ্রতিবাদ,
বাদানুবাদ,
বাধা,
বাধাই,
বাধাদান,
বাধিত,
বাধ্য,
বানচাল,
বাপান্ত,
বাবুগিরি,
বায়না,
বায়ুত্যাগ,
বার,
বারণ,
বারোটা,
বার্নিশ,
বাস,
বাসনা,
বাহবা,
বাহাত্তরে,
বাহানা,
বিকর্ষণ,
বিকিরণ,
বিকৃত,
বিক্রয়,
বিক্রি,
বিগলিত,
বিচরণ,
বিচার,
বিচুর্ণ,
বিচ্ছিন্ন,
বিছানা,
বিজয়,
বিজিত,
বিতরণ,
বিতর্ক,
বিতাড়ন,
বিদায়,
বিদারণ,
বিদ্যমান,
বিদ্যা,
বিদ্যুৎ,
বিদ্রুপ,

বিদ্রোহ,
বিধান,
বিধিভঙ্গ,
বিধ্বংস,
বিধ্বস্ত,
বিনাশ,
বিনিময়,
বিনিয়োগ,
বিপদে,
বিপর্যস্ত,
বিবরণ,
বিবর্ধন,
বিবাগী,
বিবাদ,
বিবাহ,
বিবৃতি,
বিবেচনা,
বিভাগ,
বিভাজন,
বিভাসিত,
বিমর্ষ,
বিমুগ্ধ,
বিমোচন,
বিমোহিত,
বিয়ে,
বিয়োগ,
বিরক্ত,
বিরচন,
বিরত,
বিরাজ,
বিরুদ্ধতা,
বিরূপ,
বিরোধিতা,
বিলম্ব,
বিলাপ,
বিলি,
বিলোপ,
বিশদ,
বিশ্বাস,
বিশ্রাম,
বিশ্লেষণ,
বিষ,
বিষণ্ণ,
বিষপান,
বিষম,
বিসর্জন,
বিস্তার,
বিস্ময়ান্বিত,
বিস্মিত,
বিহার,
বিহিত,
বিহ্বল,
বিহ্বেভ,
বীজ,
বীতশ্রদ্ধ,
বুক,
বুক,
বুড়ো,
বুদ্ধি,
বুনন,
বৃথা,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ,
বৃদ্ধি,
বৃষ্টি,
বেইজ্জত,
বেইমানি,
বেকায়দায়,
বেকুব,
বেগ,
বেগার,
বেঘোরে,
বেজার,
বেড়,
বেড়া,
বেণী,
বেত,
বেত্রাঘাত,
বেদখল,
বেদম,
বেপাত্তা,
বেলা,
বেশি,
বেষ্টন,
বেসুরো,
বেহাত,
বৈরীদমন,
বোকা,
বোকামি,
বোঝাই,
বোধ,
বোধোদয়,
বোমা,
বোয়াপাখলা,
বোল,
বোল্ড,
ব্যক্ত,
ব্যঙ্গ,
ব্যতিব্যস্ত,
ব্যথা,
ব্যথিত,
ব্যপহরণ,
ব্যবচ্ছেদ,
ব্যবসা,
ব্যবস্থা,
ব্যবহার,
ব্যয়,
ব্যর্থ,
ব্যাখ্যা,
ব্যাট,
ব্যাপৃত,
ব্যায়াম,
ব্রেক,
ব্রতী,
ভক্তি,
ভক্ষণ,
ভঙ্গ,
ভজনা,
ভঞ্জন,
ভণিতা,
ভণ্ডুল,

ভদ্রা,
ভয়,
ভর,
ভরণ,
ভরতি,
ভরসা,
ভরাট,
ভরাডুবি,
ভরার্পণ,
ভর্জন,
ভর্ৎসনা,
ভর্তি,
ভাঁজ,
ভাঁড়ামি,
ভাংচি,
ভাইরাল হ-,
ভাইরাল,
ভাওতা,
ভাগ,
ভাজ,
ভাটা,
ভাটি,
ভাড়া,
ভাড়ামো,
ভান,
ভাবনা,
ভাবান্তর,
ভার,
ভালো,
ভাষণ,
ভাষান্তর,
ভাসান,
ভাসিত,
ভিক্ষা,
ভিটে,
ভিত,
ভিতরে,
ভিত্তি,
ভিরমি,
ভীমরতি,
ভুখ,
ভুজুং,
ভুর,
ভুল,
ভুলপথে,
ভূত,
ভূতলশায়ী,
ভূপাতিত,
ভূমিষ্ঠ,
ভেংচি,
ভেক,
ভেজাল,
ভেটকি,
ভেড়া,
ভেদন,
ভেরেণ্ডা,
ভোগ,
ভোগা,
ভোজন,
ভোর,
ভোল,
ভ্যাঁ,
ভ্রমণ,
ভ্রান্তপথে,
ভ্রূকুটি,
ভ্রূক্ষেপ,
মই,
মকশ,
মকুফ,
মকুব,
মঙ্গল,
মজা,
মজুত,
মটকা,
মড়া,
মত,
মতিভ্রংশ,
মদ,
মদত,
মদন,
মদ্যপান,
মন,
মনঃপূত,
মনঃসংযোগ,
মনমরা,
মনোনয়ন,
মনোনিবেশ,
মনোনীত,
মনোনীত,
মনোবল,
মনোযোগ,
মন্ত্র,
মন্ত্র,
মন্ত্রণা,
মন্ত্র,
মন্থন,
মমগ্রহণ,
ময়লা,
মর্দন,
মর্মাহত,
মর্যাদা,
মশলা,
মস্করা,
মহরত,
মাছ,
মাঞ্জা,
মাটি,
মাড়াই,
মাত,
মাতব্বরি,
মাতলামি,
মাত্রা,
মাথা,
মান,
মানত,
মাননা,
মানসিক,
মানহানি,
মানা,
মানুষ,

মাপ,
মাপে,
মামলা,
মার,
মারকেটিং,
মারমুখো,
মারা,
মার্ক,
মার্চ,
মার্জন,
মার্জনা,
মার্ডার,
মালুম,
মাস,
মাস্টারি,
মিনতি,
মিনা,
মিনে,
মিশ,
মীমাংসা,
মুক্তি,
মুখ,
মুখস্থ,
মুখস্থ,
মুখাগ্নি,
মুগ্ধ,
মুচলেকা,
মুণ্ডু,
মুদ্রণ,
মুরগি,
মুলাকাত,
মুসাবিদা,
মূর্ছা,
মূলতুবি,
মূল্যায়ন,
মেঘ,
মেজাজ,
মেয়ে,
মেরামত,
মেল,
মেলাকাত,
মেষপালন,
মেসেজ,
মোকাবিলা,
মোচড়,
মোচন,
মোতায়েন,
মোহিত,
ম্যাচ,
ম্যাচিং,
ম্যাসাজ,
যত্ন,
যত্নআত্তি,
যন্ত্রণা,
যন্ত্রে,
যশঃপ্রচার,
যাচাই,
যাতায়াত,
যাত্রা,
যাপন,
যুক্ত,
যুদ্ধ,
যেমন,
যোগ,
যোগাড়,
যোগান,
যোগাযোগ,
রং,
রওনা,
রক্ত,
রক্তচক্ষু,
রক্ষা,
রচনা,
রটনা,
রণজয়,
রদ,
রদ্দা,
রন্ধন,
রপ্ত,
রপ্তানি,
রফা,
রব,
রসুই,
রা,
রাগ,
রাগান্বিত,
রাজি,
রাত,
রাত্রি,
রান,
রান্না,
রামধোলাই,
রায়,
রাশ,
রাষ্ট্র,
রাস্তা,
রিজাইন,
রিটায়ার,
রিপোর্ট,
রিফু,
রিমুভ,
রিসার্চ,
রিস্টার্ট,
রুজু,
রুষ্ট,
রূপদান,
রেওয়াজ,
রেকর্ড,
রেখাপাত,
রেজিগনেশন,
রেজিস্ট্রি,
রেয়াত,
রেশ,
রেহাই,
রোখ,
রোগ,
রোগে,
রোজগার,
রোদ,
রোদন,

রোদ্দুরে,
রোধ,
রোপণ,
রোমন্থন,
রোস্ট,
যাঁদা,
লক-আউট,
লগ্নি,
লঘুজ্ঞান,
লঙ্ঘন,
লজ্জা,
লড়াই,
লবডঙ্কা,
লম্ববান,
লম্বা,
লাই,
লাইন,
লাগাম,
লাঘব,
লাঙল,
লাটু,
লাটে,
লাঠি,
লাথ,
লাথি,
লাফ,
লাভ,
লাল,
লালন,
লিজ,
লিপ্ত,
লিপ্যন্তর,
লীন,
লুট,
লুঠ,
লুণ্ঠন,
লুব্ধ,
লেজ,
লেট,
লেপন,
লেহন,
লোক,
লোকসান,
লোপ,
লোভ,
লোভিত,
লোল,
ল্যালঠামি,
শক্তি,
শখ,
শত্রুতা,
শনাক্ত,
শপিং,
শব্দ,
শয়ন,
শয্যা,
শরম,
শশাষণ,
শান,
শানা,
শাপ,
শায়েস্তা,
শাস্তি,
শিকড়,
শিকার,
শিকেয়,
শিক্ষকতা,
শিক্ষা,
শিক্ষাদান,
শির,
শিরোধার্য,
শিরোপা,
শিষ্যত্ব,
শিস,
শীত,
শুভেচ্ছা,
শুরু,
শুশ্রূষা,
শূন্য,
শূলে,
শেয়ার,
শেষ,
শোক,
শোধ,
শোধন,
শোর,
শোরগোল,
শোরগোল,
শ্যাম্পু,
শ্রদ্ধা,
শ্রবণ,
শ্রান্তিবোধ,
শ্লোগান,
সংকল্প,
সংকুলান,
সংকেত,
সংকোচ,
সংক্ষেপ,
সংগত,
সংগম,
সংগ্রহ,
সংঘটন,
সংজ্ঞা,
সংজ্ঞালাভ,
সংবরণ,
সংবর্ধনা,
সংবর্ধিত,
সংবাদ,
সংযত,
সংযোজন,
সংরক্ষণ,
সংলাপ,
সংশোধন,
সংসার,
সংসারী,
সংস্কার,
সংস্থাপন,
সংস্রব,
সংহার,
সই,

সওদা,
সওয়াল,
সকাল,
সখ,
সঙ্গে,
সচল,
সজাগ,
সঞ্চয়,
সঞ্চরণ,
সঞ্চার,
সঞ্চালন,
সতর্ক,
সদ্বিচার,
সন্তুষ্ট,
সন্তোলন,
সন্দিগ্ধ,
সন্দেহ,
সন্ধান,
সন্ধি,
সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাহ্নিক,
সফর,
সবকিছু,
সবুর,
সভাপতিত্ব,
সমবেদনা,
সময়,
সমর্থন,
সমর্পণ,
সমাদর,
সমাধা,
সমাধান,
সমাধি,
সমাধিস্থ,
সমাপন,
সমাপ্ত,
সমালোচনা,
সমাহরণ,
সমীকরণ,
সমীক্ষা,
সমীহ,
সম্পন্ন,
সম্পর্ক,
সম্পাদন,
সম্পূরণ,
সম্পূর্ণ,
সম্প্রদান,
সম্প্রসারণ,
সম্বন্ধ,
সম্বোধন,
সম্ভাষণ,
সম্ভ্রম,
সম্ভ্রম,
সম্মত,
সম্মতি,
সম্মান,
সম্মুখীন,
সম্মোহিত,
সরগম,
সরবরাহ,
সর্দারি,
সর্বনাশ,
সলিলসমাধি,
সহগমন,
সহবাস,
সহানুভূতি,
সহ্য,
সাঁতার,
সাইকেল,
সাইড,
সাইন,
সাক্ষাৎ,
সাক্ষি,
সাক্ষ্য,
সাঙ্গ,
সাজা,
সাড়া,
সাতপাঁচ,
সাত্বনা,
সাধ,
সাধন,
সাধনা,
সাধপূর্ণ,
সাধিত,
সাধুবাদ,
সান্ত্বনা,
সাপ,
সাপোর্ট,
সাপ্লাই,
সাফ,
সাফল্যমণ্ডিত,
সাফাই,
সাবধান,
সাবমিট,
সাবাড়,
সাবান,
সাব্যস্ত,
সামনে,
সামাল,
সামিল,
সায়,
সারাই,
সারেন্ডার,
সারোদ্ধার,
সার্চ,
সার্চ,
সার্ভে,
সালাম,
সাশ্রয়,
সাসপেন্ড,
সাহায্য,
সাহিত্য,
সিঁথি,
সিঁধ,
সিজন,
সিঞ্চন,
সিদ্ধ,
সিদ্ধান্ত,
সিধে,
সিন্দুক,

সীমা,
সুঁই,
সুইসাইড,
সুখ,
সুখে,
সুচিন্তা,
সুচোখে,
সুতো,
সুপারিশ,
সুপ্রসন্ন,
সুবাসিত,
সুবিচার,
সুবুদ্ধি,
সুযুক্তি,
সুযোগ,
সুর,
সুরভিত,
সুরাহা,
সুসম্পন্ন,
সূক্ষ্মবিচার,
সূচনা,
সূত্রপাত,
সূর্য,
সৃজন,
সৃষ্টি,
সেঁক,
সেচন,
সেন্ট,
সেন্ট্রিফিউজ,
সেন্ড,
সেবন,
সেবা,
সেভ,
সেলাই,
সোজা,
সোয়াইপ,
সোহাগ,
স্কুল,
স্টার্ট,
স্ট্রাইক,
স্তব,
স্তবগান,
স্তুতি,
স্থগিত,
স্থলাভিষিক্ত,
স্থান,
স্থানান্তর,
স্থাপন,
স্থাপনা,
স্থির,
স্নান,
স্পর্ধা,
স্পর্শ,
স্বগতোক্তি,
স্বপ্ন,
স্বপ্নাদেশ,
স্বর্গে,
স্বস্তিলাভ,
স্বাক্ষর,
স্বাগত,
স্বাদ,
স্বাদ-গ্রহণ,
স্বীকার,
স্বীকৃত,
স্বেচ্ছাচার,
স্মরণ,
স্যাক,
স্যালুট,
হজম,
হট্টগোল,
হঠাৎ,
হতবুদ্ধি,
হতভম্ব,
হতাশ,
হত্যা,
হত্যে,
হদিশ,
হয়রান,
হয়রানি,
হরণ,
হরিধ্বনি,
হরিনাম,
হর্ষধ্বনি,
হল্লা,
হস্তক্ষেপ,
হস্তগত,
হস্তার্পণ,
হাঁ,
হাঁক,
হাঁড়ি,
হাঁপ,
হাঁসমুরগি,
হাই,
হাওয়া,
হাওলাত,
হাজতে,
হাজির,
হাড়,
হাত,
হাতছাড়া,
হাতছানি,
হাতজোড়া,
হাতটান,
হাততালি,
হাত-পা,
হাতফিরি,
হাতমুখ,
হাতিয়ার,
হানা,
হাপিত্যেশ,
হাফ,
হাম,
হামলা,
হামা,
হামা,
হামাগুড়ি,
হার,
হাল,
হালকা,
হাসিল,

হিংসা,	হুঁশ,	হৃৎকম্প,	হেরফের,
হিড়িক,	হুঁশিয়ার,	হৃদয়,	হেলা,
হিতাকাঙক্ষা,	হুংকার,	হৃদয়ঙ্গম,	হেলান,
হিল্লে,	হুকুম,	হেঁট,	হোচট,
হিসাব,	হুড়া,	হেড,	হ্যাংলাপনা,
হিসি,	হুমকি,	হেনস্তা,	হ্যাংলামি,
হিসু,	হুল,	হেয়,	হ্যান্ডশেক,
হিসেব,	হুলুস্থুলু,	হেয়জ্ঞান,	হ্রাস,

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

- আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.)। ২০১৫। বাঙলা ভাষা। ১ম খণ্ড। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।
- আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.)। ২০১৫। বাঙলা ভাষা। ২য় খণ্ড। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।
- আজাদ, হুমায়ুন। ২০১০। *বাক্যতত্ত্ব*। প্রথম আগামী প্রকাশনী সংস্করণ। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।
- ইসলাম, আজহার। ২০১৪। *প্রবাদ-প্রবচন-ধাঁধাঁ ও বিশিষ্টার্থক শব্দের অভিধান*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা, অনন্যা।
- কবিরাজ, বিজয়। ২০২০। *বাংলা বাগধারা: প্রসঙ্গ ও প্রয়োগ*। কলকাতা, পুনশ্চ।
- খাস্তগীর, আশিস। ২০১৭। *বাংলা শব্দ-মেলা*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সোপান।
- গোস্বামী, কৃষ্ণপদ। ২০০১। *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*। প্রথম করুণা সংস্করণ। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী।
- ঘোষ, জগদীশচন্দ্র ও ঘোষ, অনিলচন্দ্র। ১৪২২ বঙ্গাব্দ। *আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ*। ৪৩শ সংস্করণ। কলকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।
- ঘোষ, দীপঙ্কর (সংকলক)। ২০১০। *প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ*। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
- চক্রবর্তী, উদয়কুমার ও চক্রবর্তী, নীলিমা। ২০১৯। *ভাষাবিজ্ঞান*। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
- চক্রবর্তী, উদয়কুমার। ২০১২। *বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন*। দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
- চক্রবর্তী, উদয়কুমার। ২০১৩। *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ*। কলকাতা, অরবিন্দ পাবলিকেশন।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ২০১৪। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। পঞ্চম রূপা সংস্করণ। নতুন দিল্লি, রূপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড।

- চৌধুরী, বিদ্যুৎবরণ। ২০১২। *ভাষা-প্রযুক্তির কয়েকটি*। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৪২৩ বঙ্গাব্দ। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*। বিশ্বভারতী।
- দাশ, অসিতাভ ও বাগ্‌চী প্রদোষকুমার। ২০২২। *বাংলা অভিধানের দুশো বছর ও তথ্যপঞ্জি (১৮১৭–২০১৭)*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা, পত্রলেখা।
- দাশ, ড. নির্মল। ১৪০৭ বঙ্গাব্দ। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
- দাশ, শিশিরকুমার। ১৪১৭ বঙ্গাব্দ। *ভাষাজিজ্ঞাসা*। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, প্যাপিরাস,
- দাস, রমাপ্রসাদ। ২০১৮। *শব্দ ও অর্থ: শব্দার্থের দর্শন*। পঞ্চম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স,
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। ১ম খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ২০১১। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। ২য় খণ্ড। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি।
- বসু, অনুপম, দাশগুপ্ত তীর্থঙ্কর ও মুখোপাধ্যায়, শিবাংশু; (২০১০), ভাষা-প্রযুক্তি: ভাষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন, ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা।
- বসু, অনুপম, দাশগুপ্ত, তীর্থঙ্কর ও মুখোপাধ্যায়, শিবাংশু। ২০১০। *ভাষা-প্রযুক্তি:* ভাষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ।
- ভট্টাচার্য, সুভাষ। ১৯৯৯। *ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা।* প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
- ভট্টাচার্য, সুভাষ। ২০১৭। *বাগধারা অভিধান*। সপ্তম মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।
- মজুমদার, পরেশচন্দ্র। ২০১৫। *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা*। ১ম খণ্ড। পঞ্চম দে'জ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
- মজুমদার, পরেশচন্দ্র। ২০১৫। *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা*। ২য় খণ্ড। পঞ্চম দে'জ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
- মজুমদার, পরেশচন্দ্র। ২০১৭। *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*। সপ্তম সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
- মিশ্র, সরস্বতী। ২০০০। *বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি।
- মুখোপাধ্যায়, অশোক। ২০০৫। *সমার্থ শব্দকোষ*। দ্বাদশ মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।

- মুরশিদ, গোলাম (সম্পা.)। ২০১৩। *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*। ১ম খণ্ড। ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
- মুরশিদ, গোলাম (সম্পা.)। ২০১৩। *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*। ২য় খণ্ড। ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
- মুরশিদ, গোলাম (সম্পা.)। ২০১৪। *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*। ৩য় খণ্ড। ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
- মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। ২০০৭। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, নয়া উদ্যোগ।
- রায়, ড. শ্রীকামিনীকুমার। ১৯৬৭। *লৌকিক শব্দকোষ: বাংলাভাষার আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতিমূলক অভিধান*। প্রথম খণ্ড। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। কলকাতা, লোকভারতী।
- শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ। ২০১৪। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। অষ্টম মুদ্রণ। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।
- সরকার, পবিত্র (সম্পা:)। ২০০৩। *শ্রদ্ধালেখমালা: সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
- সরকার, পবিত্র ও ইসলাম, রফিকুল (সম্পা.)। ২০১২। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। ১ম খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী।
- সরকার, পবিত্র ও ইসলাম, রফিকুল (সম্পা.)। ২০১২। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। ২য় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী।
- সরকার, পবিত্র। ২০১৪। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
- সরকার, পবিত্র। ২০১৬। *গদ্যরীতি পদ্যরীতি*। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, সাহিত্যলোক।
- সেন, সুকুমার। ২০১৩। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। চতুর্দশ মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।
- সেন, সুকুমার। ২০১৬। *ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
- হক, মহাম্মদ দানীউল। ২০১০। *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*। পরিমার্জিত দ্বিতীয় মুদ্রণ/সংস্করণ। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।
- হাই, মুহম্মদ আবদুল। ২০১১। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। চতুর্দশ মুদ্রণ। ঢাকা, মল্লিক ব্রাদার্স।

পত্র-পত্রিকা:

- ঘোষ, সৌরভ রঞ্জন (সম্পা.)। সংবর্তক। ভাষা বিজ্ঞান-তত্ত্ব-দর্শন বিশেষ সংখ্যা: পর্ব ১। অষ্টাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২২, কলকাতা।
- ঘোষ, সৌরভ রঞ্জন (সম্পা.)। সংবর্তক। ভাষা বিজ্ঞান-তত্ত্ব-দর্শন বিশেষ সংখ্যা: পর্ব ২। অষ্টাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২২, কলকাতা।
- পাল, শিবশংকর ও ভট্টাচার্য, সুমন (সম্পা.)। অনুপ্রাস। বাংলাভাষার ইহকাল পরকাল। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪২৮ ব, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।
- পাল, শিবশংকর ও ভট্টাচার্য, সুমন (সম্পা.)। অনুপ্রাস। বাংলাভাষার ইহকাল পরকাল। দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংকলন, ১৪২৯ ব, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।
- শূর, চিরঞ্জীব (সম্পা.)। আলোচনা চক্র। সংকলন ২৮, জানুয়ারী ২০১০, কলকাতা।
- শূর, চিরঞ্জীব (সম্পা.)। আলোচনা চক্র। সংকলন ২৯, অগাস্ট ২০১০, কলকাতা।
- শূর, চিরঞ্জীব (সম্পা.)। আলোচনা চক্র। সংকলন ৩২, জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা।
- শূর, চিরঞ্জীব (সম্পা.)। আলোচনা চক্র। সংকলন ৩৭, আগস্ট ২০১৪, কলকাতা।
- শূর, চিরঞ্জীব (সম্পা.)। আলোচনা চক্র। সংকলন ৩৯, অগাস্ট ২০১৫, কলকাতা।

ইংরেজি:

Abbi, A., & Gopalakrishnan, D. (1991). Semantics of explicator compound verbs in South Asian languages. *Language Sciences*, *13*(2), 161-180.

Ahmed, T., & Butt, M. (2011). Discovering semantic classes for Urdu NV complex predicates. In *Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Semantics (IWCS 2011)*.

Ahmed, T., Butt, M., Hautli, A., & Sulger, S. (2012). A reference dependency bank for analyzing complex predicates. In *LREC*.

Alsina, A. (1995). *Complex Predicates*. CSLI Publications. Stanford.

Ambati, B. (2011). Hindi Dependency Parsing and Treebank Validation thesis. *Language Technologies Research Centre International Institute of Information Technology Hyderabad*.

Baker, C. F., Fillmore, C. J., & Lowe, J. B. (1998). The berkeley framenet project. In *COLING 1998 Volume 1: The 17th International Conference on Computational Linguistics*.

Banerjee, S., Das, D., & Bandyopadhyay, S. (2010). Classification of verbs–towards developing a Bengali verb subcategorization lexicon. In *Global WordNet Conference* (pp. 76-83).

Basu, D., & Wilbur, R. (2010). Complex predicates in Bangla: An event-based analysis. *Rice Working Papers in Linguistics*, *2*.

Begum, R., Husain, S., Dhwaj, A., Sharma, D. M., Bai, L., & Sangal, R. (2008). Dependency annotation scheme for Indian languages. In *Proceedings of the Third International Joint Conference on Natural Language Processing: Volume-II*.

Begum, R., Husain, S., Sharma, D. M. and Bai, L. (2008). Developing Verb Frames in Hindi. *In Proceedings of The Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)*. Marrakech, Morocco.

Bharati, A., Chaitanya, V., & Sangal, R. (ed.) (2016). *Natural language processesing: A paninian perspective*. PHI Learning PVT. Delhi.

Bharati, A., Sharma, D. M., Husain, S., Bai, L., Begum, R., & Sangal, R. (2009). Anncorra: Treebanks for indian languages, guidelines for annotating hindi treebank (version–2.0). *LTRC, IIIT Hyderabad, India*.

Bhattacharya, K. (1993). *Bengali-Oriya Verb Morphology: A Contrastive Study*. Das Gupta & Company. Kolkata.

Bhattacharyya, P., Chakrabarti, D., & Sarma, V. M. (2006). Complex predicates in Indian languages and wordnets. *Language Resources and Evaluation*, *40*, 331-355.

Bosco, C., & Lombardo, V. (2004). Dependency and relational structure in treebank annotation. In *Proceedings of the Workshop on Recent Advances in Dependency Grammar* (pp. 1-8).

Brants, S., Hansen, S., Lezius, W., & Smith, G. (2002). The TIGER treebank. In *In Proceedings of the Workshop on Treebanks and Linguistic Theories*.

Butt, M., (1995). The Structure of Complex Predicates in Urdu. *Doctoral Dissertation*. Stanford University. CSLI.

Carnie, A. (2013). *Syntax: A Generative Introduction*. Wiley-Blackwell.

Chatterji, S. K. (2011). *The Origin and Development of the Bengali Language*. Rupa Publications. Kolkata.

Chomksy, N. 1965. *Aspects of the theory of syntax*. MA: MIT Press.

Chomsky, N. 1957. *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.

Dan, M. (1998). Bangla Verb Morphology: The actual derivation. *Indian linguistics*, *59*(1-4), 43-79.

Dan, M. 2013. Technical Expressions in Linguistics. Department of Linguistics. University of Calcutta

Das, D., Pal, S., Mondal, T., Chakraborty, T., & Bandyopadhyay, S. (2010, August). Automatic extraction of complex predicates in Bengali. In *Proceedings of the 2010 Workshop on Multiword Expressions: from Theory to Applications* (pp. 37-45).

Dasgupta, P. (1977). The internal grammar of compound verbs in Bangla. *Indian linguistics*, *38*(2), 68-85.

Dash, N. S. (2004). Language corpora: present Indian need. In *Proceedings of the SCALLA 2004 Working Conference* (pp. 5-7).

Dash, N. S., Bhattacharyya, P., & Pawar, J. D. (Eds.). (2017). *The WordNet in Indian Languages*. Springer Singapore.

Dowty, D. (1991). Thematic proto-roles and argument selection. *language*, *67*(3), 547-619.

Dowty, D. R. (2012). *Word meaning and Montague grammar: The semantics of verbs and times in generative semantics and in Montague's PTQ* (Vol. 7). Springer Science & Business Media.

Goldberg, A. E. (1995). *Constructions: A construction grammar approach to argument structure*. University of Chicago Press.

Hook, P., Pardeshi, P., & Liang, H. H. (2012). Semantic neutrality in complex predicates: Evidence from East and South Asia. *Linguistics*, *50*(3), 605-632.

Ide, N. (2017). *Introduction: The handbook of linguistic annotation* (pp. 1-18). Springer Netherlands.

Ide, N., & Pustejovsky, J. (Editors). (2017). *Handbook of Linguistic Annotation*. Springer.

Jackendoff, R. (1990). *Semantic Structures*. Cambridge. MA: MIT Press.

Jurafsky, D. (2000). *Speech & language processing*. Pearson Education India.

Karmakar, S. (2010). Individuating and Ordering Situations in Bangla. *Poznań Studies in Contemporary Linguistics*, *46*(1), 69-84.

Kiparsky, P., & Staal, J. F. (1969). Syntactic and semantic relations in Pāṇini. *Foundations of Language*, 83-117.

Levin, B. (1993). *English verb classes and alternations: A preliminary investigation*. University of Chicago press.

Mishra, S. K., & Jha, G. N. (2007). Sanskrit karaka analyzer for machine translation. *SPLASH proc. of iSTRANS*, 224-225.

Mitkov, R. (Ed.) (2009). *The Oxford Handbook of Computational Linguistics*. Oxford University Press.

Paul, S. (2003). Composition of Compound Verbs in Bangla. *Multi-Verb constructions*. Trondheim Summer School.

Paul, S. (2010). Representing compound verbs in indo wordnet. In *Golbal Wordnet Conference* (pp. 84-91).

Ramchand, G. (2008). Lexical items in complex predications: Selection as underassociation. *Nordlyd*, *35*(1). pp. 115–141

Sarkar, P. 1975. Aspects of Compound Verbs in Bengali. *Unpublished M.A. dissertation*, Chicago University.

Sarkar, P. 1976. The Bengali Verb. *International Journal of Dravidian Linguistics*. V-2, pp. 274-297

Verma, M. K. (ed.) (1993). *Complex Predicates in South Asian Languages*. Manohar Publishers and Distributors. New Delhi.

ইন্টারনেট:

http://compling.hss.ntu.edu.sg/events/2018-gwc/pdfs/GWC2018_paper_4.pdf (০৭/১১/২০২০)

http://www.lipikaar.com/online-editor/bengali-typing (১১/১১/২০২০)

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.339272/mode/1up?view=theater (০৫/০৫/২০২৩)

https://books.google.co.in/books?id=314IAAAAQAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (০৫/০৫/২০২৩)

https://books.google.co.in/books?id=bttGAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (০৫/০৫/২০২৩)

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/105285 (১৮/০৯/২০২৩)

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/149198 (১৮/০৯/২০২৩)

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/184865 (১৮/০৯/২০২৩)

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/217468 (১৮/০৯/২০২৩)

https://www.researchgate.net/publication/322519043_BanglaNet_Towards_a_WordNet_for_Bengali_Language (০৮/১১/২০২০)